চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 271 Thursday, 31 August, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ২৭১ সংখ্যা ❋ ১৩ ভাদ্র, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ৩১ আগস্ট, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের উদ্যোগে, পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় গ্রামীন হাওড়ার প্রতিটি ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। ...বিস্তারিত পাতা ৩

কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়িদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো যাবে না, বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে এমনই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

হাইলাকান্দি জেলায় ৪ (চার) লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁদের রেশন কার্ড নেই, তাঁদেরকে নতুন করে রেশন কার্ড দেওয়া হবে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

দেশে ফিরলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। বুধবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে পা দিতেই ফুল, মালায় অভ্যর্থনায় ভেসে যান প্রজ্ঞানন্দ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাখির বিকেলে 'জলসা'য় মমতা!

'ইন্ডিয়া' বৈঠকে মধ্যমণি তিনিই?

মুম্বই, ৩০ আগস্টঃ রাখির দিনই মুম্বই পৌঁছলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। মুম্বই পৌঁছেই এদিন বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ সোজা অমিতাভ বচ্চনের বাংলা জলসাতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামিকাল বৃহস্পতিবার বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতারা ফের একবার বৈঠকে বসতে চলেছেন। সেই বৈঠকে থাকবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিগ-বি ও জয়া বচ্চনের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সূত্রের খবর, আজ রাখি উৎসব বলেই অমিতাভের বাড়িতে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখিও পরাও অমিতাভ বচ্চনকে। একেবারেই এই সফরে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। গোটাটাই ভীষণ ব্যক্তিগত সফর। তবে রাজনৈতিক মহলেও এই সাক্ষাৎ নিয়ে জল্পনা আছে। জলসার সামনে দাঁড়িয়েই সংবাদ মাধ্যমকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''আমার এই প্রথম সুযোগ হল, আমার ভাষায়, ভারতরত্ন অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করার। অমিতাভজিকে আমি 'ভারতরত্ন' নামেই সম্বোধন করি। অমিতাভজি, জয়াজি (জয়া বচ্চন), অভিষেকজি (অভিষেক বচ্চন), ঐশ্বর্য রাই (ঐশ্বর্য রাই বচ্চন), তাঁদের সন্তান আরাধ্যা (আরাধ্যা বচ্চন), অমিতাভজির কন্যা শ্বেতা (শ্বেতা নন্দা) আমরা সবাই এতক্ষণ একসঙ্গেই ছিলাম।'' গল্পের তালিকায় রইল অমিতাভ-জয়ায় কলকাতায় কাটানো দিনের প্রসঙ্গেও। মমতা বললেন, ''অনেক ভাল-ভাল কথা হল। অতীতের অনেক প্রসঙ্গেই কথা হল। অমিতাভজি যখন কলকাতায় নিজের জীবন, পথচলা শুরু করেছিলেন তখনকার কথা... অন্যদিকে জয়াজি, যিনি আমাদের ওখানে (বাংলায়) 'ধন্যি মেয়ে' বলে একটি ছবি করেছিলেন, তা নিয়েও কথা হয়। ছবিটা, সেই চরিত্রটা ভীষণ জনপ্রিয়। আমি এই পরিবারটাকে ভীষণ ভালবাসি। আমি মনে করি তাঁরা ভারতের বুকে ১ নম্বর পরিবার।'' গতবছর অর্থাৎ ২০২২ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সুর টেনেই এবারও তিনি 'ভারতরত্ন' প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, ''ওনাকে আমি 'ভারতরত্ন' বলে থাকি। আমার হাতে যদি থাকত, তবে এক সেকেন্ডে আমি এই পুরস্কার ওনার হাতে তুলে দিতাম। এটা ওঁর অনেকদিন আগেই পেয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যদি ওঁকে না দেওয়া হয়, তবে আমি সাধারণের তরফ থেকে ওঁর হয়ে এই আওয়াজ তুলব। অমিতজি আমাদের ভারতরত্নই। আমরা ওঁকে ভীষণ সম্মান করি। ওঁর পরিবারের বহু অবদান।'' পাশাপাশি নিমন্ত্রণ জানালেন অমিতাভ বচ্চনকে, তাঁর কথায়, ''দুর্গাপুজোয় কলকাতায় আসার জন্য আমি নিমন্ত্রণ জানিয়েছি, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য আমিও ওঁকে নিমন্ত্রণ করেছি। অমিতজি না গেলে আমাদের অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শাহরুখ যাবেন, সলমন যাবেন, অনীল কাপুরও সম্মতি জানিয়েছেন। মহেশ ভাটও এসেছেন। এটা আমাদের ভীষণ বড় ফেস্টিভ্যাল।'' মুম্বইয়ের 'ইন্ডিয়া' বৈঠকের আয়োজন হয়েছে বিমানবন্দরের কাছেই বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সের কাছে একটি অভিজাত হোটেলে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর মূল বৈঠক হলেও আগামিকাল, বৃহস্পতিবার বিরোধী জোটের নেতারা ফের একবার বৈঠকে বসতে চলেছেন। মুম্বইয়ে মেগা বৈঠকের আগে আয়োজন করা হয়েছে নৈশভোজের। সূত্রের খবর, শরদ পাওয়ার ও শিবসেনা যৌথভাবে এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। মুম্বইয়ে এবার যেখানে বৈঠক হতে চলেছে সেটি হচ্ছে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে। আর এই মেগা বৈঠকের জন্য ইতিমধ্যেই শিবসেনার পক্ষ থেকে বুকিং করা হয়েছে ২০০ ঘরের। কংগ্রেসের তরফে একই সঙ্গে আগামী ১ সেপ্টেম্বর মূল বৈঠকের দিনের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেছে। এর আগে বেঙ্গালুরু বৈঠকেও নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন খোদ সোনিয়া গান্ধি। এমনকী, বৈঠকের দিনের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ বহাল হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছিল ব্যাপকভাবে। করোনা রোগীকে নিয়ে ছুমার্গের জেরে চিকিসা না পাওয়ার অভিযোগও উঠেছিল একাধিকবার। সেই সময়ই এক ১৮ বছরের যুবকের মৃত্যুতেও ওঠে একই অভিযোগ। কার্যত হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরেও চিকিৎসা পাননি ওই অভিযোগ। অভিযোগের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য কমিশন নার্সিংহোমকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। আদালতও এবার সেই নির্দেশ বহাল রাখল। মূল অভিযোগ উঠেছিল মিডল্যান্ড নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। ২০২০ সালে ওই নার্সিংহোমেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। অভিযোগ ছিল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে মিডল্যান্ড নার্সিংহোম জানিয়ে দেয় যে ওই রোগী কোভিড আক্রান্ত, ফলে তাদের পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। অগত্যা রোগীর পরিবার তাঁকে নিয়ে অন্য হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়। সেখান থেকেও ফিরতে হয় তাঁদের। মোট তিনটি হাসপাতালে ঘুরেও কোনও লাভ হয়নি। পরে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। মৃত্যুর পর জানা যায়, আদৌ করোনা আক্রান্তই ছিলেন না ওই যুবক। শুভ্রজিতের মৃত্যু কার্যত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। সেই ঘটনার জেরেই মিডল্যান্ড নার্সিংহোমকে জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। হাইকোর্টে সেই মামলা উঠলে স্বাস্থ্য কমিশনের নির্দেশই বহাল রেখেছে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

আসন্ন নির্বাচনে একা লড়বেন মায়াবতী

লখনউ, ৩০ আগস্টঃ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে একাই লড়বে বহুজন সমাজ পার্টি। 'এনডিএ' বা 'ইন্ডিয়া' কোনও জোটেরই অংশ হবে না মায়াবতীর দল। বুধবার (৩০ আগস্ট) দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিএসপি প্রধান। তাঁর মতে দুই জোটেরই অধিকাংশ দল দরিদ্রদের স্বার্থ বিরোধী এবং তারা জাতিভেদ এবং সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে। তাই কোনও জোটেরই অংশ হবে না বিএসপি। এদিন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে মায়াবতী লিখেছেন, এনডিএ এবং ইন্ডিয়া জোটের বেশিরভাগ দলই দরিদ্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িক এবং পুঁজিবাদী। এই নীতিগুলির বিরুদ্ধে বিএসপি ক্রমাগত সংগ্রাম করছে। সেই কারণে তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরও আবেদন করেছেন, এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে যেন কোনও ভুয়ো খবর না ছড়ানো হয়।

যাদবপুরে সিসিটিভি বসানোর অনুদানে শিক্ষা দফতরের গ্রিন সিগন্যাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানোর আবেদনে সম্মতি দিল শিক্ষাদফতর। ৩৮ লক্ষ টাকার অনুদানে সাড়া মিলল। এবার শিক্ষা দফতর থেকে প্রস্তাব যাবে অর্থ দফতরে। অর্থ দফতর 'হ্যাঁ' বললেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবে সিসিটিভি। শিক্ষা দফতরের কাছে ইমেল মারফত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সূত্রের খবর, শিক্ষা দফতর তাতে 'গো অ্যাহেড' বলে উত্তর দিয়েছে। সঙ্গে এও বলা হয়েছে 'অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল্'। এই প্রস্তাব শিক্ষা দফতরের তরফ থেকে অর্থ দফতরে পাঠানো হবে বলেও জানানো হয়। সেখান থেকে সম্মতি এলেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু হবে। তবে সূত্রের খবর, এখনও কোনও হার্ড কপি শিক্ষা দফতরে জমা পড়েনি। মেইল মারফত কথাবার্তা হয়েছে। অর্থ দফতরের সম্মতি মিললে আর যাদবপুরের অর্থ সঙ্কটের কোনও সমস্যা থাকবে না। যদিও একাংশের এখনও মত, কর্মসমিতির বৈঠক ছাড়া সিসিটিভি বসানোর কাজ শুরু করা যাবে না। যাদবপুরের ছাত্র মৃত্যুর ২০ দিন পরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো নিয়ে জটিলতা অব্যাহত ছিল। অন্তবর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ দাবি করেছিলেন, ওয়েবেলের মতো নামী সংস্থা টালবাহানা করছে কিনা, সেটা তো আমার দেখার কথা নয়। তারপরই শিক্ষা দফতর অনুদান মঞ্জুর করে। কোথায় কোথায় সিসিটিভি বসানো হবে, তা নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে। তবে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি।

মুম্বইয়ে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক বৃহস্পতি ও শুক্রবার, তৈরি হবে সমন্বয় কমিটি

মুম্বই, ৩০ আগস্টঃ বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির জোট 'ইন্ডিয়া'-র মেগা বৈঠক আয়োজিত হতে চলেছে মুম্বইয়ে। আর এবারের বৈঠকের আয়োজন একসঙ্গে করতে চলেছে শিবসেনা (উদ্ধব শিবির), এনসিপি (শারদ পাওয়ার) ও কংগ্রেস। মুম্বইয়ের এই বৈঠকের আয়োজন হয়েছে বিমানবন্দরের কাছেই বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্সের কাছে একটি অভিজাত হোটেলে। আগামী ১ সেপ্টেম্বর মূল বৈঠক হলেও আগামিকাল, বৃহস্পতিবার বিরোধী জোটের নেতারা ফের একবার বৈঠকে বসতে চলেছেন। মুম্বইয়ে মেগা বৈঠকের আগে আয়োজন করা হয়েছে নৈশভোজের। সূত্রের খবর, শরদ পাওয়ার ও শিবসেনা যৌথভাবে এই নৈশভোজের আয়োজন করেছেন। মুম্বইয়ে এবার যেখানে বৈঠক হতে চলেছে সেটি হচ্ছে গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে। আর এই মেগা বৈঠকের জন্য ইতিমধ্যেই শিবসেনার পক্ষ থেকে বুকিং করা হয়েছে ২০০ ঘরের। কংগ্রেসের তরফে একই সঙ্গে আগামী ১ সেপ্টেম্বর মূল বৈঠকের দিনের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করেছে। এর আগে বেঙ্গালুরু বৈঠকেও নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন খোদ সোনিয়া গান্ধি। এমনকী, বৈঠকের দিনের মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। যে সমস্ত অভ্যাগত বা রাজনীতিবিদরা এই বৈঠকে যোগ দিতে আসছেন তাদের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করেছে এনসিপি। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, তাতে সঞ্জয় নিরুপম সমস্ত অতিথিদের বিমানবন্দরে স্বাগত জানাবেন। অন্যদিকে মিলিন্দ দেওরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হোটেলে সকলকে স্বাগত জানানোর। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় এই বৈঠক নিয়ে প্রচার চালানোর কাজ করছে কংগ্রেস শিবির। আজ বুধবার মুম্বই বৈঠকে যোগ দিতে পৌঁছে যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার সঙ্গে থাকার কথা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ আসবেন ফারুখ আবদুল্লা। এছাড়া আজ, বুধবার রাতেই এসে পৌঁছবেন ডি রাজা। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের বেশ কয়েকটি দলের প্রতিনিধিদের আজই হাজির হওয়ার কথা। আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় পৌঁছবেন এম কে স্ট্যালিন। সকাল ১১টায় এসে পৌঁছবেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। বিকেল চারটের সময় আসবেন সনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি। দুপুর ১টায় এসে পৌঁছবেন অখিলেশ যাদব। সন্ধ্যা ছ'টায় অখিলেশ যাদব ও হেমন্ত সোরেনের আসার কথা। দুপুর একটা নাগাদ আসবেন কৃষ্ণা প্যাটেল। সকাল ১০'টা নাগাদ আসবেন মুসলিম লিগের নেতা এম এ কাদের। দুপুর ১২ টায় আসবেন মেহবুবা মুফতি। সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে আসবেন ওমর আবদুল্লা। সূত্রের খবর, বেঙ্গালুরুর বৈঠকে যে সংখ্যক রাজনৈতিক দল যোগ দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি দল এবার মুম্বইয়ের বৈঠকে যোগ দেবে।

নিয়োগ দুর্নীতির মাথা কে?
সিবিআইকে প্রশ্ন বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নতুন করে মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। ফের ভাসছে এক হেভিওয়েটের নাম। তার মধ্যেই এবার কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে সিবিআই। কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের রীতিমতো বকাঝকা করেন বিচারপতি। বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রশ্ন করেন, টাকা কোথায় গেল? দুর্নীতির মাথা কে? কার্যত গোটা বাংলা যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে সেই প্রশ্নই এদিন শোনা গেল খোদ বিচারপতির মুখে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তিনি এই প্রশ্ন করেছেন। সেই সঙ্গেই তিনি উল্লেখ করেন, আপনারা নীচে থেকে তদন্ত করে উপরে উঠছেন। উপর থেকে তদন্ত করে নীচে নামতে কে বাধা দিচ্ছে আপনাদের? একই ধরনের সব রিপোর্ট দিচ্ছেন। পুরানো তথ্যে ভরা। নতুন অগ্রগতি কোথায়? প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। সেই সঙ্গেই বিচারপতির প্রশ্ন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একটু তাড়াহুড়ো হল তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন? এতবড় দুর্নীতি কারও একার মস্তিষ্কপ্রসূত হতে পারে না। মানিক ভট্টাচার্য তো একা এই দুর্নীতি করেননি। তিনি ছাড়াও আরও ব্যক্তি আছেন। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? বেআইনিভাবে নিয়োগ পাওয়া বাকিদের তালিকাই বা কোথায়? প্রশ্ন বিচারপতি অমৃতা সিনহার। কার্যত নিয়োগ দুর্নীতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সির ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন বিচারপতি। সেই সঙ্গেই তাঁর প্রশ্ন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় একটু তাড়াহুড়ো হল তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন? এতবড় দুর্নীতি কারও

একার মস্তিষ্কপ্রসূত হতে পারে না। মানিক ভট্টাচার্য তো একা এই দুর্নীতি করেননি। তিনি ছাড়াও আরও ব্যক্তি আছেন। কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন? বাংলার সাধারণ মানুষের মনেও একই প্রশ্ন। বছরভর কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ভোট এলেই আবার চাঙা হয়ে ওঠে তারা। অন্যদিকে যোগ্যরা কবে চাকরি পাবেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। তবে এর আগেও তদন্তে গতি আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এরপর কয়েকদিন একটু গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে ফের প্রশ্ন ওঠে। ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করলেন বিচারপতি।

ইন্টারভিউ-তে 'ফেল' চাকরি প্রার্থী!
পুরো প্রক্রিয়ার ভিডিয়ো দেখতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ আদালতের নির্দেশে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল ২০১৪ সালের টেট প্রার্থী আমনা পারভিনের। নির্দেশ মেনে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ইন্টারভিউ ও অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট দেওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল। এরপর পর্ষদ জানিয়ে দেয়, ওই প্রার্থী ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হননি। এ কথা শুনে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া দেখতে চেয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ভিডিয়ো ফুটেজ আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ২০১৪-র টেট পরীক্ষায় এই প্রার্থী উত্তীর্ণ হননি, তবে ভুল প্রশ্নের নম্বর পেয়েই উত্তীর্ণ হন। আরটিআই করার পর আমনা পারভিন জানতে পেরেছিলেন ওই বছরের টেট-এর প্রশ্নে ৬টি ভুল প্রশ্ন ছিল। এরপর তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। মামলা দায়ের হলে, আদালত নির্দেশ দেয় ওই প্রার্থীকে ৬ নম্বর দিয়ে দিতে হবে। যদি ওই নম্বর পেয়ে আমনা পাশ করেন তাহলে তাঁকে চাকরি দিতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর তাঁর প্রাপ্ত নম্বর হয় ৮২। পাশ মার্কস থাকার পরও চাকরি না হওয়ায় ফের আদালতের দ্বারস্থ হন আমনা। সেই মামলাতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে ওই প্রার্থীর ইন্টারভিউ ও অ্যাপ্টিটিউট টেস্ট নিতে হবে পর্ষদকে। চলতি বছরের ১৭ জুলাই সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। গোটা প্রক্রিয়ার ভিডিয়োগ্রাফি করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পর্ষদ আদালতে জানায় আমনা উত্তীর্ণ হননি, দেখা গিয়েছে আমনার যোগ্যতা নেই। এ কথা শুনেই ভিডিয়ো ফুটেজ দেখতে চেয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

'অভিষেক একা নয়, অনেককেই ভিতরে যেতে হবে', রাখির দিন হুঙ্কার ছাড়লেন দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ চলে গেলেও তিনি আছেন নিজের স্বমেজাজেই। এখনও তিনি আক্রমণ করে যাচ্ছেন। তাই এদিন তাঁর কটাক্ষ, ''মুখ্যমন্ত্রীর মতো প্রতিভা আগে বাংলায় আসেনি। উনি চা বানাতে জানেন, মিষ্টি বানাতে জানেন, জুতো সেলাই জানেন, গান গাইতে জানেন, নাচতে জানেন, আর কি করে ভোটে জিততে হয় পা ভেঙে সেটাও জানেন। তাই আমাদের বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।'' রাখি পূর্ণিমার দিন সাংসদ দিলীপ ঘোষ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর শহরের বোগদা এলাকায় এই ভাষাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন। কয়েকদিন আগে চন্দ্রযান-৩ চাঁদে পৌঁছনোর পর রাকেশ শর্মার কথা বলতে গিয়ে মুখ ফস্কে রাকেশ রোশনকে চাঁদে পাঠানো হয়েছিল বলে ফেলেন। এই নিয়ে জোর শোরগোল পড়ে যায়। এবার সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''নজরুল ইসলামকে দিয়ে মহাভারত লিখিয়ে নিচ্ছেন। আমার মনে হয় রাহুল গান্ধিকে নিয়ে আমাদের আর চিন্তা করতে হবে না। দিদিই যথেষ্ট আনন্দ দেওয়ার সামগ্রী আমাদের পরিবেশন করছেন।''

দত্তপুকুরের বিস্ফোরণ নিয়ে মেদিনীপুরের সাংসদ বলেন, ''নিরাপত্তা জিনিসটা বহু আগে বাংলা থেকে উঠে গিয়েছে। জীবনের সুরক্ষা নেই, সম্পত্তি, দোকান, মহিলাদের সুরক্ষা নেই। কোলাপস করে গিয়েছে।'' এদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী একটি মেসেজ পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সেখানে লোকসভা নির্বাচনের আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হবে বলে জানানো হয়। এটাই বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এই মেসেজ বিতর্ক নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ''কী করবেন মেসেজ এসেছে তো! উনি কি এবার বাঁচাতে পারবেন যদি গ্রেফতার করে? হয়তো সময় ঘনিয়ে এসেছে। উনি ভাবছেন পাপের ঘড়া ভরে গিয়েছে। শুধু অভিষেক একা নয়, অনেককেই ভিতরে যেতে হবে। সেটা উনি বুঝতে পারছেন।'' অন্যদিকে বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। আর বিজেপিকে টক্কর দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট। যার আজ তৃতীয় দফার বৈঠক মুম্বইয়ে। এই প্রসঙ্গে দিলীপের বক্তব্য, ''আমার মনে হয় বছর শেষ হওয়ার আগে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে। ওনাদের দলের একটা পরম্পরা আছে। তারা জেলে যান। কেষ্ট গিয়েছেন, পার্থবাবু গিয়েছেন। এবার ওনার সময় এসে গিয়েছে। আমরা বলছি যদি আপনি চুরি না করে থাকেন, ফেস করুন, সত্য বলুন। আর যারা করেছে তাদের ধরিয়ে দিন। এটার যদি অন্যথা হয় তাহলে আপনাকেও কেষ্টবাবুদের কাছে গিয়ে থাকতে হবে।''

যাওয়ার কথা মমতা-অভিষেকের, দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচিতে 'না' দিল্লি পুলিশের!

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্টঃ দিল্লিতে তৃণমূলের কর্মসূচির অনুমতি মিলল না। আগামী ২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে কর্মসূচি ছিল তৃণমূলের। রামলীলা ময়দানে থেকে দিনভর এই কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই কর্মসূচিরই অনুমতি মিলল না। দিল্লি পুলিশের তরফে সেই 'নিষেধ' জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ রাজ্যের শাসক দল। এ প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ''২ অক্টোবর আমাদের ধর্না ছিল দিল্লিতে, রামলীলা ময়দান আমরা চেয়েছিলাম। এখন দিল্লি পুলিশ সেটি নাকচ করে দিয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমরা রামলীলা ময়দানটা চাইছি। ২ অক্টোবর সভা হবে। ২৩ আগস্ট আমরা সেইগুলো জমা দিয়েছিলাম। দিল্লি পুলিশ আচমকা ২৮ আগস্ট জানিয়ে দিয়েছে আগে থেকে বুকিং শুরু করা উচিত ছিল। আগে থেকে বুকিং হয়ে গিয়েছে। তাই আপনাদের দেওয়া যাবে না।'' কুণাল ঘোষের সংযোজন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাওয়ার কথা, তাদের আটকানোর জন্য ধর্নার অনুমতি দিল্লি পুলিশ বাতিল করে দিল। এটা বিজেপি বাতিল করল। এটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, এর প্রতিবাদে খুব শীঘ্রই কী কর্মসূচি তা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শীঘ্রই জানাবেন। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে রয়েছে দিল্লি পুলিশ। স্বভাবতই, পুলিশের অনুমতি না দেওয়ার নেপথ্যে বিজেপির 'ষড়যন্ত্র' দেখছেন তৃণমূলের নেতারা। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তাই বাংলার আন্দোলন রুখে দিতে পুলিশকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

অধীর চৌধুরীর সাসপেনশন প্রত্যাহার
সর্বসম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত বিশেষাধিকার কমিটিতে

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্টঃ প্রত্যাহার করা হল লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীর সাসপেনশন। বুধবার (৩০ আগস্ট), সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করল লোকসভার বিশেষাধিকার কমিটি। এবার এই প্রস্তাব পাঠানো হবে লোকসভা স্পিকারের কাছে। এদিন লোকসভার স্বাধিকার রক্ষা কমিটির বৈঠকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া অধীর চৌধুরীকে। তাঁর উপস্থিতিতে, বিশেষাধিকার কমিটি স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। বাদল অধিবেশনের শেষ দিন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে কিছু আপত্তিকর মন্তব্যের কারণে, অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছিল তাঁকে। মণিপুর হিংসার বিষয়ে আলোচনার সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পলাতক অর্থনৈতিক অপরাধী নীরব মোদি এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন অধীর। ১১ আগস্ট, 'আপত্তিকর আচরণের' অভিযোগে, লোকসভা থেকে অধীর চৌধুরীকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। প্রহ্লাদ যোশী দাবি করেছিলেন, 'লোকসভা এবং লোকসভার অধ্যক্ষের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বারবার ইচ্ছাকৃতভাবে কটু মন্তব্য এবং আপত্তিকর আচরণ করেছেন অধীর চৌধুরী'। সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর,

সংবাদমাধ্যমের সামনে কংগ্রেস সাংসদ জানিয়েছিলেন, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের যুক্তিগুলি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। তিনি শুধুমাত্র মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন, কাউকে আঘাত করতে চাননি। অধীর চৌধুরী আরও জানিয়েছিলেন, তাঁরে সাময়িকভাবে বরাখাস্তের আদেশকে তিনি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। পরে, বিশেষাধিকার কমিটিকেও অধীর চৌধুরী জানান, কারও অনুভূতিতে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না তাঁর। এরপরই তাঁকে লোকসভা থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় বিশেষাধিকার কমিটি। সদস্যপদ এরপর, বিশেষাধিকার কমিটির সভাপতি তথা বিজেপি সাংসদ সুনীল কুমার সিং লোকসভা অধ্যক্ষের কাছে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দেবেন। এই প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অধীর চৌধুরী। তিনি জানিয়েছেন, লোকসভার কোনও সদস্যকে সাসপেন্ড করা হবে কি হবে না, এই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অধ্যক্ষ। এই ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ প্রথমে প্রস্তাবটি বিশেষাধিকার কমিটির কাছে পাঠালেন। এখন আবার কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত পাঠাচ্ছে অধ্যক্ষের কাছে। এত দীর্ঘ প্রক্রিয়া তিনি আগে কখনও দেখেননি বলে জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। একইসঙ্গে তিনি স্বাধিকার ভঙ্গের বিষয়ে একটি স্পষ্ট আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। সংসদের ভিতর, কী করলে বা কী বললে স্বাধিকার ভঙ্গ হয়, সেই বিষয়ে স্পষ্টতা থাকা উচিত। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯৭ সালে একবার এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব এসেছিল সংসদে। কিন্তু, তারপর আর এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এই অবস্থায়, স্বাধিকার ভঙ্গের বিষয়ে একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা হোক, এটাই চাইছেন কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা।

সাড়ম্বরে রাখিবন্ধন সংস্কৃতি দিবস পালন হল গঙ্গারামপুরে

জয়দীপ মৈত্র,দক্ষিণ দিনাজপুরঃ রাখি পূর্ণিমা। ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক্য অটুট রাখতে বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে রাখিবন্ধনদিনটি পালন করছেন। সেই সাথে সারা দেশের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে নানান জায়গায় সাড়ম্বরে রাখি উৎসব পালন হচ্ছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরে বুধবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রদায় সম্প্রীতির মেলবদ্ধন অক্ষুন রাখতে ও ভ্রাতৃত্ববোধ চিরস্থায়ী করতে রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষে রাজ্যব্যাপী সংস্কৃতি দিবস উদযাপন হল গঙ্গারামপুর পৌরসভার নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। পুরোও অনুষ্ঠানটি পরিচালনা হয় গঙ্গারামপুর পৌরসভার পৌরপিতা প্রশান্ত মিত্রের উদ্যোগে। এদিন গঙ্গারামপুর শহরের সুপরিচিত সুদীপ ডান্স একাডেমির ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়েই রাখিবন্ধন সংস্কৃতি দিবস অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর সুদীপ ডান্স একাডেমির ছাত্রীদের আরও নৃত্য পরিবেশনের পাশাপাশি অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র, ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার দাস, সহ পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ সহ আরও অন্যান্যরা। এইদিন অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত সকলেই রাখিবন্ধন উসব উপলক্ষে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং সম্প্রীতি মেলবন্ধনের বার্তা দেন। এরপর গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র ও ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার দাস সহ ১৮টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ একে অপরকে মিষ্টিমুখ করানোর পাশাপাশি রাখিবন্ধন সংস্কৃতি দিবসের প্রাঙ্গনে উপস্থিত দর্শক সহ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সকলের হাতে রাখি পরিয়ে সকলের সাথে সৌজন্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ চিরস্থায়ী করতে ও তা অক্ষুণ রাখতে সম্প্রদায় সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে আজ রাখি পূর্ণিমার এই শুভলগ্নে রাখিবন্ধন সংস্কৃতি দিবস উৎসব পালন করলেন। অনুষ্ঠান শেষে গঙ্গারামপুর বাসট্যান্ড সংলগ্ন মালদা-বালুরঘাট ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর পথ চলতি মানুষ সহ বাস, ট্রাক ও টোটো চালকদের মিষ্টি মুখ করান গঙ্গারামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র সহ অন্যান্যরা। রাখি বন্ধনের এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে. পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা সম্প্রদায় সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটানোর পাশাপাশি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌজন্যবোধ অক্ষুন্ন রাখলেন তা বলাই বাহুল্য। এইদিন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গনে দর্শক সহ সকলের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

সরকারি স্কুলে ছুটির সংখ্যা কমল বিহারে প্রতিবাদ শিক্ষকদের

পাটনা, ৩০ আগস্ট ঃবিহারের সরকারি স্কুলে উৎসবের ছুটির সংখ্যা কমিয়ে দিল বিহার শিক্ষা দফতর। ২৯ আগস্ট জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিহার শিক্ষা দফতর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারি স্কুলে উৎসবের ছুটির সংখ্যা ২৩ থেকে কমিয়ে ১১ করেছে। বিহার শিক্ষা দফতরের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শিক্ষকরা। আবার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপি নেতা সুশীল মোদী।বিহার সরকারের ছুটি কমানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বুধবার কিষাণগঞ্জে সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিহার রাজ্য শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি রাঘিবুর রহমান বলেছেন, এখানে (কিষাণগঞ্জ) ছাড়া বিহারের অন্য কোনও জেলায় ছুটি বাতিল করা হয়নি। আমরা এখানে জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে একটি স্মারকলিপি দিতে এসেছি এবং আমাদের লিখিত নির্দেশনা দেখাতে চেয়েছি যে কারণে রাখিবন্ধনের ছুটি বাতিল করা হয়েছে।এ বিষয়ে রাজ্যসভার সাংসদ ও বিজেপি নেতা সুশীল মোদী বলেছেন, এটি হিন্দু-বিরোধী মানসিকতার লক্ষণ। বিহারে ঘরে ঘরে পালিত হয় 'ছট'... স্কুল খুললেও এই উৎসবের সময় কোন শিশু কী স্কুলে যাবে? সরকারের

সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ়, ছোট্ট শিশুদের সঙ্গে রাখিবন্ধন উদযাপন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন হল আরও দৃঢ়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্কুল পড়ুয়া ও কচিকাঁচাদের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন করেছেন। রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির হাতে রাখি পরিয়ে দেয় কচিকাঁচারা। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ছোট্ট শিশুদের সঙ্গে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রাষ্ট্রপতি ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এদিন ছোট্ট শিশুদের আগমণে আরও যেন সুন্দর হয়ে ওঠে। ছোট্ট শিশুরা দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখি পরিয়ে দেন। সকলের সঙ্গে কথাও বলেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করতে রাখিবন্ধন উৎসবটি যথাযোগ্য উৎসাহ উদ্দীপনায় সারা দেশে পালিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী রাখি বন্ধন উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

জি-২০ গোষ্ঠী ভারতের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য পরিষেবার ভিত গড়ে তুলেছে

ডঃ মনসুখ মাণ্ডব্য, (কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী),নয়াদিল্লিঃ নতুন দিল্লিতে জি-২০ গোষ্ঠীর সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্র প্রধানদের অষ্টাদশ বৈঠকের প্রস্তুতি চলছে। এই আবহে একটি প্রকৃত সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার কাজটি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীনগরে স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে তিনি বলেছেন, আসুন, আমরা আমাদের উদ্ভাবনগুলিকে জনকল্যাণে ব্যবহার করি। তহবিলের অপব্যবহার রোধ করি। প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ যাতে সকলের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করি। অতিমারীর বছরগুলিতে যখন স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সকলের জন্য নিশ্চিত করা শুরু হয়, তখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। যদি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দারুণভাবে সংক্রমিত হয়, তখন সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে আপনি যদি প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে অর্থের যত জোরই থাকুক না কেন, আপনাকে সমস্যায় পড়তেই হবে। ভারতের নেতৃত্বে জি-২০ গোষ্ঠী বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে। সকলে যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান তা নিশ্চিত করতে যেসব সমস্যাগুলি দেখা দেয় তার সমাধানের জন্য ভারতের নেতৃত্বে জি-২০ গোষ্ঠী কিছু ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই উদ্যোগকে মন্ত্রী, প্রবীণ নীতি নির্ধারক এবং বিভিন্ন সংস্থা মুক্ত কন্ঠে স্বাগত জানিয়েছে। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে কোনো জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে একটি সর্বসম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার বিষয়ে সকলে সহমত হয়েছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সকলের কাছেই যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। টিকা, রোগের লক্ষণ নির্ধারণ সহ স্বাস্থ্য পরিষেবার সব ধরনের উদ্যোগে এমন একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে যেখানে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্ভূত স্বাস্থ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করা যায়। এর জন্য বিশ্বজুাে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে তা পরীক্ষানিরীক্ষার পর প্রাপ্ত সমাধানগুলির মধ্যে কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সেটি বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে চিরায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অতীতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে।চিকিৎসার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ কোভিড-১৯-এর টিকাকরণ এবং রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে অসাম্য নজরে এসেছে। একে অতিক্রম করার জন্য সারা পৃথিবীর সকলের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। একটি দেশে কোনো রোগ অন্য দেশেরও সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে সঠিক সময়ে প্রতিটি দেশ যাতে টিকাকরণ কর্মসূচী কার্যকর করে এবং বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে পারে ও আক্রান্তরা সকলেই যাতে ওষুধ পান, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।আন্তর্জাতিক স্তরে এর জন্য যে মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে তার চরিত্র হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। অর্থা, উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলায় যেসব সমাধানগুলি পাওয়া যাবে তা যাতে সকলের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন দেশে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত পরিকাঠামো রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে দ্রুততার সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের কাছে চিকিৎসা পৌঁছে দিতে হবে। এক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলিতে যাতে দ্রুত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় তার জন্য সব ধরনের উদ্যোগে সামিল হতে জি-২০ গোষ্ঠী অঙ্গীকারবদ্ধ। এর ফলে ভবিষ্যতে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি আগেই নেওয়া সম্ভব হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টিকা এবং রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জাম তৈরি করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে জি-২০ গোষ্ঠী বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগএকটি সর্বজনীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পরিষেবা অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যে ডিজিটাল উৎপাদানগুলি ব্যবহার করার ফলে অতিমারীর মোকাবিলায় কতটা সুবিধা হয়েছে সেটি আমরা ভারতে উপলব্ধি করতে পেরেছি। কোভিড অতিমারীর সময় ' পোর্টাল এবং ' উপযোগিতা প্রমাণ হয়েছে। এর ফলে, ১০০ কোটির বেশি মানুষের কাছে সহজেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেছে। তাঁরা সকলে টিকা পেয়েছেন। ভারত ইতিমধ্যেই ' ভারত ডিজিটাল মিশন'-এর ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে। এর সাহায্যে রোগীরা তাঁদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য চিকিৎসকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। ফলস্বরূপ, চিকিৎসকরা রোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দিতে পারেন। ১২০টির বেশি দেশে জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য নীতি তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে এই ব্যবস্থার চাহিদা বোঝা যায়। অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে ভাগ করতে আগ্রহী ছিলেন, অথচ ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে দেশগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য আদানপ্রদানের কোনো অভিন্ন মঞ্চ অতীতে ছিল না। ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই সিদ্ধান্ত অন্য কোনো দেশেরও একইভাবে গ্রহণ করার সম্ভাবনা থেকে যায়। অর্থা, একই কাজ আলাদাভাবে দুটি দেশ করছে যার উদ্দেশ্য অভিন্ন। এই সমস্যা দূর করতে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী ১৯ আগস্ট ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বা ' ইনিশিয়েটিভ অন ডিজিটাল হেলথ' (জিআইডিএইচ)-এর সূচনা করে। পুরো প্রক্রিয়াটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবায় যাতে কোনো বৈষম্য না সৃষ্টি হয়, গোষ্ঠীর সবক'টি দেশের এই উদ্যোগে সমর্থনের মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়েছে। উন্নতমানের ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে একটি জনমুখী স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ মানুষ পাবেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা ব্যবস্থার সব ধরনের নীতি এবং রোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। এছাড়াও, সারা বিশ্বজুাে মানুষ যাতে একটি নির্দিষ্ট গুণমানের চিকিৎসা পরিষেবা পান, সেটি নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, এই ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সময় কোনো দেশ কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে এবং অন্য দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঐ সমস্যার সমাধান করা সহজ হবে।জলবায়ু এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা কিভাবে মানুষের স্বাস্থ্য, প্রাণী জগতের স্বাস্থ্য এবং পৃথিবীর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা এখনও পাওয়া যায়নি। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী প্রথমবারের মতো এই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে তার সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা, উন্নত গুণমানসম্পন্ন ও সুস্থায়ী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করা এবং কার্বন নিঃসরণকে শূন্যে নামিয়ে আনার উদ্যোগের ফলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে নজরদারি চালাতে জি-২০ গোষ্ঠী অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের চূড়ান্ত নথিতে ' স্বাস্থ্য ব্যবস্থা'র মাধ্যমে অ্যান্টি বায়োটিক ওষুধের যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে শরীরে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।চিরায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থার ভূমিকা ।সারা বিশ্ব যখন একটি সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গাে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছে, সেই সময়ে আমাদের চিরায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থাটিকে আবারও কার্যকর করার ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হবে। এটি আমাদের দায়িত্ব। জি-২০ গোষ্ঠী সহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাধ্যমে এর সুফল যাতে মানুষের কাছে পৌঁছয় তা নিশ্চিত করতে হবে। গত বছর গুজরাটের জামনগরে চিরায়ত চিকিৎসা ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্য রাষ্ট্রগুলি যাতে এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দেয় এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য তথ্য-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে তার জন্য আমাদের উদ্যোগী হতে হবে। ' পরমম ভাগ্যম, স্বাস্থ্য সর্বার্থ সাধনম' - শ্লোকটির অর্থ রোগমুক্ত হওয়াই আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং সুস্বাস্থ্যই সম্পদ অর্জনের মূল চাবিকাঠি। মহামারীর থেকে আমরা জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কার্যকর করার এটিই উপযুক্ত সময়।

মহারাষ্ট্রের পুণে-তে বৈদ্যুতিক হার্ডওয়ারের দোকানে আগুন, প্রাণ হারালেন ৪ জন

পুণে, ৩০ আগস্ট ঃমহারাষ্ট্রের পুণে জেলায় একটি বৈদ্যুতিক হার্ডওয়ারের দোকানে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন ৪ জন। বুধবার ভোর পাঁচটা নাগাদ পুণে জেলার পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের পূর্ণনগর এলাকায় অবস্থিত ওই বৈদ্যুতিক হার্ডওয়ারের দোকানে আগুন লাগে। আবাসিক ভবনের নিচতলায় ওই বৈদ্যুতিক হার্ডওয়্যারের দোকানে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার ভোরে পিম্পরি-চিঞ্চওয়াড়ের পূর্ণনগর এলাকায অবস্থিত একটি বৈদ্যুতিক হার্ডওয়ারের দোকানে আগুন লাগে।

ড.মুহাম্মদ ইউনুসের অপরাধের দলিল দস্তাবেজ মূল্যায়নে বিদেশি বিশেষজ্ঞ, আইনজীবীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

শ্যামল সান্যাল,ঢাকাঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ ৩০ আগষ্ট বুধবার নোবেল বিজয়ী ড.মুহম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে চলমান বিচার বন্ধে বিবৃতিদাতা বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বিদেশী বিশেষজ্ঞ ও আইনজীবীদের তার বিরুদ্ধে দাখিলকৃত নথিগুলো মূল্যায়ন ও যাচাই-বাছাই করতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, অন্যথায় আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিবৃতি না দিয়ে তারা এক্সপার্ট পাঠাক।যদি এতই দরদ থাকে তারা ল-ইয়ার (আইনজীবী) পাঠাক। মামলার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ খতিয়ে দেখুন।তারাই দেখে বিচার করে যাক এখানে কোন অপরাধ আছে কী না। তবে, আইন তার নিজস্ব গতিতেই চলবে।যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের কতিপয় বিশিষ্ট নাগরিকদের খোলা চিঠির মাধ্যমে বিবৃতি প্রদান করে ড. ইউনুসের বিচার স্থগিত করার দাবি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার খুব অবাক লাগছে। ভদ্রলোকের যদি এতই আত্ম বিশ্বাস থাকতো যে তিনি কোন অপরাধ করেননি,তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিবৃতি ভিক্ষা করে বেড়াতেন না।তিনি বলেন,আমাদের দেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাছাড়া সবকিছু একটা আইনমত চলে। কেউ যদি ট্যাক্স না দেয় আর শ্রমিকের অর্থ আত্মস্যা করে এবং সেক্ষেত্রে

শ্রমিকদের পক্ষে যদি লেবার কোর্টে মামলা হয় তাহলে আমাদের কি সেই হাত আছে আমরা মামলা বন্ধ করে দেব। আর চলমান মামলা নিয়ে আমরাতো আমাদের দেশে আলোচনাও করি না,কারণ এটা সাবজুডিস (আদালত অবমাননা)। সেখানে বাইরে থেকে বিবৃতি এনে দাবি করা হচ্ছে মামলা প্রত্যাহার করার?এখানে আমার কোন অধিকারটা আছে আপনারাই বলেন,সে পাওয়ারটা দিয়েছেন আমাকে? জুডিশিয়ারিতো সম্পূর্ণ স্বাধীন।তিনি বলেন,যারা এই বিবৃতি দিয়েছেন তাদেরকে আমি আহ্বান করি-এক্সপার্ট পাঠান,লইয়ার পাঠান, এতই যদি দরদ থাকেতোএবংযার বিরুদ্ধে মামলা তার সমস্ত দলিল,দস্তাবেজ খতিয়ে দেখুন-সেখানে কোন অন্যায় আছে কি না, বা কি কি অসামঞ্জস্যতা আছে? লেবার ল নিয়েতো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ করে আইএলওতে অনেক কথা শুনতে হয়, বিভিন্ন নালিশের প্রেক্ষিতে- সেকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেনএদেশের কোম্পানী আইনে আছে লভ্যাংশের ৫ শতাংশ শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে এখন সেটা যদি কেউ না দেয় এবং এজন্য তারা যদি মামলা করে এবং মামলা করার ফলে তাদের যদি চাকরীচ্যুত করা হয় এবং তারজন্য তারা যদি আবার মামলা করে তাহলে সেই দায় দায়িত্বতো আমাদের নয়। আবার এই মামলা যাতে না হয় সেজন্য ঘুষ দেওয়া।প্রধানমন্ত্রী এ সময় স্মরণ করিয়ে দেন মামলা দায়ের করার ব্যাপারে তাঁদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই বরং মামলা রুজু করেছে শ্রমিকেরা এবং এনবিআর।ট্যাক্সেও বিষয়টা সম্পূর্ন এনবিআর এর এখতিয়ার। আর ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া হলে অর্থতো তাদের আদায় করতে হবে। কেননা ট্যাক্স দেয়াতো সকল নাগরিকের দায়িত্ব। আর যারা বিবৃতি দিয়েছেন এমন ইউরোপ আমেরিকা বা যুক্তরাজ্যে ট্যাক্স ফাঁকিদাতাদের সঙ্গে কি করা হয়-সেপ্রশ্নও তোলেন তিনি।বিশের বিভিন্ন দেশে নোবেল বিজয়ীরা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে ধরা পাায় মামলার শিকার এমন উদাহরণও টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমন বহু নোবেল লরিয়েট রয়েছেন যারা কারাগারে বন্দি আছেন পরবর্তীতে অপরাধমূলক কাজের জন্য। সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান-গ্রামীন ব্যাংকের এমিডি, তুলতেন সরকারি হারে বেতন,উল্লেখ করে সাবেক এমডি ড. ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে সরকার প্রধান বলেন,সরকারি বেতনভুকএকজন ব্যাংকের এমডি বিদেশে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করে আর বাণিজ্য করে?এ ব্যাপারে সাংবাদিকেরাও কোন খোঁজ খবর করে সংবাদ পরিবেশন করেননি যাএকজন রাজনীতিবিদের বেলায় করা হোত হলেও তিনি উস্মা প্রকাশ করেন।তিনি বলেন,দুর্নীতি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সবাই, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান করতে বলছেন,আর দুর্নীতিবাজ ধরা পাাে পছন্দের লোক তার কোন দোষ নাই।৪৬০ কোটি ক্ষতিপূরণ পেলেও ১২শ'কোটির ওপর যে পাওনা সেটার বিষয়ে দেশি-বিদেশি প্রভাবশালীদের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টায় আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁাে দেন প্রধানমন্ত্রী, কেন পারবে না?আদালত স্বাধীনভাবেই কাজ করবে, কে বিবৃতি দিলো না দিলো সেটা আদালতের দেখার দরকারটাকি এবং আদালত এতে প্রভাবিত হবে কেন? আদালত ন্যায় বিচার করবে। আওয়ামী লীগ সবসময় শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে, যোগ করেন তিনি।

রাখিবন্ধন উৎসবে মেতেছে গোটা দেশ শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর, উদযাপিত এলওসি-তেও

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃ ভাই ও বোনের অটুট সম্পর্কের উৎসব রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দে মেতেছে গোটা দেশ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রাখিবন্ধন উসব উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বুধবার সকালে টুইট (এক্স) করে রাষ্ট্রপতি মুর্মু জানান, সমস্ত দেশবাসীকে রাখিবন্ধন উৎসবের হার্দিক শুভেচ্ছা। ভাই এবং বোনের মধ্যে অটুট ভালোবাসার প্রতীক এই উৎসব। এই শুভ মুহূর্তে, আসুন আমরা দেশে নারীদের জন্য আরও নিরাপদ এবং সমান পরিবেশ তৈরি করার অঙ্গীকার করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও রাখিবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, বোন ও ভাইয়ের মধ্যে অটুট আস্থা ও অপরিসীম ভালোবাসার প্রতি নিবেদিত এই রাখিবন্ধন উৎসব আমাদের সংস্কৃতির এক পবিত্র প্রতিফলন। এই উৎসব সবার জীবনে স্নেহ, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অনুভূতিকে গভীর করে তুলবে, এটাই কামনা করি। জম্মু ও কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখা (এলওসি)-তেও উদযাপিত হয়েছে রাখি বন্ধন উৎসব। জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরে চুরান্দা গ্রামে সেনা জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন স্থানীয় মহিলারা। পঞ্জাবের আত্তারি-ওয়াঘা সীমান্তেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন মহিলারা। দেশজুড়ে যথোচিত মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে রাখিবন্ধন উৎসব।

গ্যাসের দাম কমানোয় খুশি ধর্মেন্দ্র প্রধান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃএলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমানোয় খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। বলেছেন, গত মঙ্গলবার দেশের মহিলাদের বড় উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, গত মঙ্গলবার দেশের মহিলাদের জন্য একটি দুর্দান্ত উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন দায়িত্ব নেন, তখন ওড়িশায় ২০-২২ শতাংশ এলপিজি কানেকশন ছিল। ওড়িশায় ১ কোটি পরিবার রয়েছে, যার মধ্যে ২১ লক্ষ বাড়িতে এলপিজি কানেকশন রয়েছে। এখন এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬ লক্ষে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধমেন্দ্র প্রধান বলেছেন, এই ৯৬ লক্ষের মধ্যে ৫৩ লক্ষ উজ্জ্বলা যোজনার অধীনে কানেকশন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, সাধারণ এলপিজি গ্রাহকদের জন্য দর ২০০ টাকা কমানো হয়েছে, যেখানে উজ্জ্বলা সুবিধাভোগীরা ৪০০ টাকা সুবিধা পাবেন।

জি-২০ উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রাজধানী, মধ্য দিল্লিতে তৈরি হচ্ছে হেরিটেজ পার্ক

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট ঃভারতের সৌরহিত্যে সেপ্টেম্বরে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে রাজধানী দিল্লি। জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সামনে ভারতের সৌন্দর্য্য তুলে ধরতে কোনও রকম খামতি রাখা হচ্ছে না। সেপ্টেম্বরের ৯ ও ১০ তারিখে নতুন দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি এখন জোরকদমে চলছে। জাতীয় রাজধানীর সৌন্দর্যায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছে দিল্লি পৌর নিগম।সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের অংশ হিসাবে, দিল্লির বিশিষ্ট স্থানে ২০টি ভাস্কর্য এবং ১১টি ফোয়ারা স্থাপন করেছে দিল্লি পৌর নিগম। ৮০ হাজারের বেশি টবের গাছ, ৪৩ হাজার চারা রোপণ করা হযেছে। শীর্ষ সম্মেলনকে স্মরণীয় করে রাখতে মধ্য দিল্লিতে একটি হেরিটেজ পার্কও তৈরি করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে জি-২০ গোষ্ঠীর বৈঠক উপলক্ষ্যে অপরূপ সৌন্দর্য্যে সেজে উঠছে রাজধানী দিল্লি।

রোহতাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত

পাটনা, ৩০ আগস্ট ঃ বিহারের রোহতাসে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। দুর্ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, বুধবার ভোররাত ৩-টে নাগাদ রোহতাস জেলার শিবসাগরের জাতীয় সাক ২-এর কাছে। ১২ জনের মত মানুষ রাঁচি থেকে স্করপিওতে করে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শিবসাগরের এনএইচ-টু-এর কাছে স্করপিও এবং কন্টেইনারের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনাস্থলেই স্করপিওর মধ্যে থাকা ৭ জনের মৃত্যু হয়। ৫ জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।স্করপিওর সব যাত্রী একই পরিবারের বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্করপিওতে মোট ১২ জন

ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা এই ক্রিকেটারটির জন্মদিন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ সালটা ১৯৬৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর। মুম্বইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলতে নামেন ক্লাইভ রবার্ট লয়েড। যার ক্রিকেট পরবর্তী কয়েক দশক ক্রিকেট বিশ্বকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। কী অসাধারণ ক্রিকেটার। কেবল ব্যাটিংয়েই নয়, বোলিং, ফিল্ডিং, এমনকি অধিনায়ক হিসেবেও তিনি উজ্জল ছিলেন। ৩১ আগস্ট (৩১৮১৯৪৪) গায়ানার জর্জ টাউনে তার জন্ম। ১৯৬৭ সালে ১৯ বছর বয়সে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে হ্যাসিংডনের হয়ে প্রথম পেশাদার লীগে পদার্পণ ঘটে লয়েডের।১৯৭৪ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে প্রথম পা রাখেন ভারতের মাটিতে। এ যেন তার স্বপ্নের সিরিজ। অধিনায়কত্বে এসেই লয়েড ব্যাঙ্গালোরে সেঞ্চুরি করেন এবং সিরিজের শেষ টেস্টে করলেন তার টেস্ট জীবনের সর্বোচ্চ স্কোর ২৪২। এরপর পরবর্তী দশ বছর দায়িত্ব এবং দক্ষতার সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন লয়েড। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রুডেনশিয়াল কাপ জয়ের ঘটনায় লয়েডের অবদান ছিল অনেকখানি। তার নেতৃত্বেই ১৯৮৩ সালে তৃতীয়বারের মতো ফাইনাল খেলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু সেই ফাইনালে কপিল দেবের ভারতের কাছে হেরে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই হারে দুঃখ পেয়ে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লয়েড নামক ক্রিকেটারের ওপর যে অগাধ আস্থা ছিল ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ডের।ক্রিকেট বোর্ড কখনোই চাননি লয়েড অধিনায়কত্ব ছেড়ে চলে যান। কারণটা ছিল লয়েডের প্রচন্ড সীমাহীন গাম্ভীর্য দলের মধ্যে খারাপ কিছু ঘটার সুযোগ দেননি কখনও। শুধু ইন্ডিজেরই নয়, সেসময়ে ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে. বেশিবার অধিনায়কত্ব করার বিশ্বরেকর্ড, সাত হাজার রান, শতাধিক টেস্ট খেলার কৃতিত্ব এবং দু-দু'বার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার গৌরব সেই সঙ্গে ১৯৮১ থেকে ১৯৮৪ একটানা ২৭টি টেস্টে অপরাজিত থাকার অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের পেছনে লয়েডের ক্রিকেট মস্তিষ্ক এবং তার অসাধারণ ব্যাটিং প্রতিভার দ্যুতি সমভাবেই ছিল।১৯৮৪'র ৩০ ডিসেম্বরে ক্লাইভ লয়েড তার জীবনের শেষ টেস্টটি খেলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ক্রিকেট জীবনে ১১০টি টেস্ট খেলেছেন। ৪৬.৬৮ গড়ে রান করেছেন ৭,৫১৫, যার মধ্যে সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৯টি। অপরাজিত ছিলেন ১৪ বার, সর্বোচ্চ রান ২৪২। আর ৮৭টি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ৩৯.৫৪ গাে রান করেন ১,৯৭৭। তার ব্যাটিং প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত সাংবাদিক জন আরলট বলেছিলেন, একজন দুরন্ত ক্রিকেটার হিসেবে তার নাম ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩১আগষ্টঃবুধবার, ১৩ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩১আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৩ ভাদ্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৩ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৩ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৬১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বুধবার । জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। শুভদিন।
বৃষভ রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে-
মিথুন রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা
কর্কট রাশিঃ প্রকৃতি আপনার মধ্যে লক্ষ্যণীয় প্রত্যয় এবং বুদ্ধি অর্পণ করেছে-কাজেই এটির সেরা ব্যবহার করুন।শুভদিন হবে
সিংহ রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। একজন নিমন্ত্রিত অতিথি আজ আপনার বাড়িতে। শুভ
কন্যা রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।
তুলা রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। বিবাহের যোগ হবে
ধনু রাশিঃআজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্থ্য আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে
মকর রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। সংসারে শুভ
কুম্ভ রাশিঃ কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। এই রাশিচক্রের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত ব্যবসায়ীদের আজকের অর্থটি খুব চিন্তা করেই বিনিয়োগ
মীন রাশিঃকিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। যে ব্যবসায়ীরা কাজের জন্য বাসা থেকে বেরোচ্ছেন তাদের আজ তাদের অর্থ নিরাপদ জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ চুরির সম্ভাবনা রয়েছে। জিভকে সংযত করতে হবে যাতে বয়স্ক

পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন সাদার্ন সমিতি ফুটবল ক্লাবের তিন কর্মকর্তা

বনস্পতি দে, গুরাপ হুগলি, ৩০ আগস্ট ঃ বুধবার হুগলির গুড়াপে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন সাদার্ন সমিতি ফুটবল ক্লাবের তিন কর্মকর্তা। তাঁদের মধ্যে রয়েছে ক্লাবের কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সহ সভাপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও কর্তা সৌরভ পাল। জানা গিয়েছে, বুধবার দুর্গাপুরে একটি খেলা ছিল কলকাতা লিগের। সার্দান সমিতি দল মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার কলকাতা থেকে একটি গাড়িতে করে দুর্গাপুর যাচ্ছিলেন কোচ ও দলের কর্মকর্তারা। গুড়াপের কাছে তাঁদের গাড়ির চাকা ফেটে গেলে দ্রুতগতিতে ছুটতে থাকা গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। এরপরেই একটি ট্রেলারের পেছনে গিয়ে ধাক্কা মারে গাড়িটি। তাতেই কোচ কর্মকর্তারা আহত হন। তাঁদের মধ্যে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমানের নবাবহাট এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'সামনের দোকান থেকে হঠাৎ জোর আওয়াজ পাই। বুঝতে পারি যে কোনও গাড়ির চাকার টায়ার ফেটে গিয়েছে। তারপরেই দেখি লোকজন সব ছুটে যাচ্ছেন। আমরাও যাই। গিয়ে দেখি একটি চার চাকা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহতদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়।' ক্লাব সূত্রে খবর, একই গাড়িতে করে তিন জন দুর্গাপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন। গাড়ির সামনের আসনে বসেছিলেন প্রণববাবু। পিছনের আসনে রঞ্জন এবং সৌরভ ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রণববাবু সবচেয়ে বেশি চোট পান। ঘটনার অভিঘাতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্ঞান হারান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। তবে এখন প্রত্যেকেই স্থিতিশীল আছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, মাথায় গুরুতর চোট রয়েছে কি না তা জানতে প্রণব বাবুর সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বাকি ২ জন কেও। তবে ক্লাব সূত্রে জানানো হয়েছে, কেউই এই মুহূর্তে দুর্গাপুর যাননি খেলা দেখতে। প্রত্যেকেই কলকাতায় ফিরে যান।

এসি হেলমেটের ব্যবহার শুরু করছে কলকাতা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ৪০-৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রাতেও রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই যান নিয়ন্ত্রণ করতে হয় কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশের কর্মীদের। এবার সেই পরিস্থিতি থেকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশে কর্মরতদের স্বস্তি দিতে এক অভিনব উদ্যোগ নোইয়া হল। প্রসঙ্গত, আমেদাবাদ, অন্ধ্রপ্রদেশের পরে পরীক্ষামূলক ভাবে এসি হেলমেটের ব্যবহার শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ।

কলকাতার রাস্তায় এবার থেকে এসি হেলমেট পড়ে ট্র্যাফিক সামলাতে দেখা যাবে কলকাতা পুলিশের ট্র্যাফিক কর্মীদের। তবে আপাতত শুধু কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের সাউথ গার্ডের হাতে এই হেলমেট তুলে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সফল হলে কলকাতা পুলিশের সব ট্রাফিক কর্মীরাই এই এসি হেলমেট হাতে পাবেন।অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই এসি হেলমেট। ঠান্ডা করার যন্ত্র চলে ব্যাটারিতে। এক বার চার্জ দিলে যন্ত্রটি প্রায় আট ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর থাকে। শুধু ঠান্ডা রাখাই নয়, এই হেলমেট ধুলোর দূষণের হাত থেকেই পুলিশকর্মীদের কিছুটা রক্ষা করবে। বাইরে থেকে বাতাস টেনে তা পরিশুদ্ধ করে এসি হেলমেটে প্রবেশ করানো হয়। তবে এসি হেলমেটের ওজন কিছুটা বেশি। বর্তমানে পুলিশকর্মীরা যে হেলমেট ব্যবহার করেন, তার

থেকে এসি হেলমেটের ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম মতো বলে জানা গিয়েছে।লালবাজারের ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে এসি হেলমেট পরে কাজ করলে পুলিশ কর্মীদের মাথার সঙ্গে দেহের অন্য অংশের তাপমাত্রার ফারাক হবে। এতে শরীরের কোনও ক্ষতি হচ্ছে কি না তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। এর আগে গরম থেকে মুক্তি দিতে ট্রাফিক পুলিশকর্মীদের নেক কুলার' ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে পরে নেক কুলার' বাতিল করা হয়।উল্লেখ্য, চলতি মাসে আমদাবাদ পুলিশও পরীক্ষামূলক ভাবে এই হেলমেটের ব্যবহার শুরু করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশেও পুলিশের মাথায় এসি হেলমেট পড়ার চল রয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন কলকাতা পুলিশের উপ-নগরপাল (ট্র্যাফিক) সূর্যপ্রতাপ যাদব এবং ট্র্যাফিক বিভাগের ইকুইপমেন্ট সেলের অধিকারিকরা।

সোনারপুরের একটি হাসপাতালে প্রয়াত হলেন গীতিকার কিংশুক চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ প্রয়াত গীতিকার কবি কিংশুক চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সোনারপুরের একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। বারাসতের বাসিন্দা ছিলেন কিংশুক। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সংগীত জগতে শোকের ছায়া। পরিবার সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই যকৃতের সমস্যার ভুগছিলেন তিনি। বিগত এক মাস ধরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। যদিও মাঝে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। কিন্তু সোমবার শারীরিক অবস্থা পুনরায় অবনতি হওয়ায় তাঁকে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন সকালে মৃত্যু হয় গীতিকারের। তাঁর অকাল প্রয়ানে শোকস্তব্ধ বাংলার শিল্পী মহল। কিংশুকের প্রয়াণের খবরটি সঙ্গীতশিল্পী সৌম্য বসু ফেসবুকে জানিয়েছেন। প্রয়াত গীতিকারের ছবি পোস্ট করে সৌম্য লেখেন, আজ কবিতারা চুপ। আজ সকাল ছিল না, রাত্রি নেমে এলো...কথা কবিতার কালো দিন...ও পারে ভাল থাকিস কিংশুক।'' হৈমন্তী শুক্ল, শিলাজি, নচিকেতা, রূপঙ্কর বাগচী, সিধু-সহ একাধিক শিল্পীর সঙ্গে কাজ করেছেন কিংশুক। সূত্রে খবর, বিগত প্রায় এক মাস ধরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মাঝে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু সোমবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সৌম্য বসু জানালেন, বছর দশেক আগে শারীরিক অসুস্থতার কারণে গান লেখা বন্ধ করে দেন কিংশুক। তবে ২০১৬ সালে আবার তিনি গান এবং কবিতা লিখতে শুরু করেন। মদন মিত্র অভিনীত এবং হরনাথ চক্রবর্তী পরিচালিত ওহ্ লাভলি' ছবিতেও কাজ করেছিলেন কিংশুক।

র‍্যাগিং রুখতে প্রযুক্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ র‍্যাগিং রুখতে কি ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ভারতীয় মহাকাশ গবেষনা সংস্থা ইসরোর এক প্রতিনিধি দল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে চলেছে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে এই প্রতিনিধি দলের আসাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ আগামী শুক্রবার সেখানকার সব শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সহ সব অংশীদারদের বৈঠকে ডেকেছে বলে রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য এখানে কোন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় কিনা তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস এর আগে ইসরোর চেয়ারম্যান ড ঃ এস সোমনাথ এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

যাদবপুরে বলবে ক্যামেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর জন্য প্রায ৩৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করল রাজ্য সরকার। প্রশাসনিক সূত্রে খবর এই নিয়ে শিক্ষা দফতরের প্রস্তাব অর্থ দফতরের বিচারাধীন ছিল। অর্থ দফতর ওই প্রস্তাব বিবেচনা করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যামেরা লাগানোর জন্য ৩৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৮৪ টাকা মঞ্জুর করেছে। তবে চূড়ান্ত ভাবে অর্থ বরাদ্দ হতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। ফলে কবে থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে তা এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

রাজ্যে চাষের জমির মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ ফের শুরু হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ প্রায় চার বছর বন্ধ থাকার পর রাজ্যে চাষের জমির মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ ফের শুরু হতে চলেছে। এবার ৩ লক্ষাধিক কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ১৬৪২ কোটি টাকার বেশি মঞ্জুর করা হয়েছে । যার মধ্যে কেংদ্রের প্রায় ৯৮৫ কোটি এবং রাজ্যের ৬৫৭কোটি টাকা রযেছে। কৃষি দফতরের এই উদ্যোগে রাজ্যের কৃষকরা বিনামূল্যে তাঁদের জমির মাটি পরীক্ষা করাতে পারবেন। জমির উর্বরতা তা বাড়াতে কি সার প্রযোজন ইত্যাদি নানা বিষয় তাদের জানানো হবে। বর্তমানে রাজ্যে ২২ জেলায় মোট ৩ হাজার৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চাযেত্ রয়েছে। এই সব গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি থেকে ১০০টি করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা হবে। সেগুলি সংগ্রহ করে পোর্টালে আপলোড করা হবে। সেখান থেকেই কৃষকেরা রিপোর্ট কার্ড পাবেন। রাজ্যের ১৩টি মাটি পরীক্ষার ল্যাবরেটরির পাশাপাশি এজেন্সি নিয়োগ করে মাটির নমুনা পরীক্ষার কাজ করা হবে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে।

জয়নগরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাখী বন্ধন পালন করা হলো বুধবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,৩০ আগস্ট ঃ রাখী সৌভাত্বতের বন্ধন।এই বন্ধন কোনো ধর্ম মানে না। এই উৎসব সবার। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বুধবার সারা রাজ্যে পালন করা হলো রাখী বন্ধন উৎসব। এদিন জয়নগর ২ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ব্লক যুব কল্যান দপ্তরের সহায়তায় নিমপীঠ বিডিও অফিসে রাখী বন্ধন উৎসব পালন করা হলো।এদিন এই উৎসবে সামিল হন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল,এস আই সনাতন কর্মকার,নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অশেষানন্দজী মহারাজ,জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু, জয়নগর ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, হাসনাবানু শেখ, উর্মিলা রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ওয়াহিদ মোল্লা,কণ্য কান্তি হালদার সহ আরো অনেকে। একই ভাবে জয়নগর ১ নং বিডিওর উদ্যোগে দক্ষিন বারাশতে রাখি বন্ধনে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। আবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌর যুব কল্যান দপ্তরের সহায়তায় পৌর প্রাঙ্গণে রাখী বন্ধন উসব পালন করা হলো। এদিন এই উৎসবে সামিল হন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, এস আই মধুসূদন পাল, এস আই রাজু গুপ্তা,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল,কাউন্সিলার রাখী ভট্টাচার্য,আবুল কাহার মোল্লা, প্রশান্ত ভান্ডারি, বিজলি মন্ডল সহ আরো অনেকে। এদিন পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখী পায় পৌরসভার কর্মীরা। অন্যদিকে জয়নগর থানার সামনে জয়নগর থানা, আলোর দিশারী ও জয়নগর চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে রাখী বন্ধন উসব পালন করা হলো।এদিন এই উসবে সামিল হন জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী,এস আই মধুসূদন পাল, এস আই রাজু গুপ্তা,জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, আলোর দিশারীর শিহান সমীর সরদার, জয়নগর চক্ষু হাসপাতালের আতিয়ার রহমান সহ আরো অনেকে। বকুলতলা থানার সামনে বকুলতলা থানার উদ্যোগে রাখী বন্ধন উসব পালন করা হলো।এদিন এই উসবে সামিল হন বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডল, এস আই সনাতন কর্মকার সহ আরোঅনেকে। এদিন জয়নগর কুলতলি রোডের পথচলতি মানুষ, গাড়ি চালক কে রাখি পড়ান বকুলতলা থানার পুলিশ কর্মীরা।-

বঙ্গভঙ্গ নয়! বিজেপির কড়া সমালোচনা হিন্দু মহাসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার নেতা চন্দ্রচূড় গোস্বামী বিজেপিকে কার্যত তুলোধোনা করে সাফ জানিয়ে দিলেন বিজেপি বাংলাকে ভাগ করতে চায়। কিন্তু তাঁরা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে। কোনওভাবেই বঙ্গভঙ্গকে তাঁরা সমর্থন করেন না। প্রসঙ্গত, তিনি বারবার মমতাকে মাতৃসমা বলে উল্লেখ করেন। এই বক্তব্য শুনে মুখ্যমন্ত্রীও বলেন, তোমাদের যদি কিছু প্রয়োজন হয়, জানিও। আমি সঙ্গে আছি।'' বাংলা দিবসের' দিন ঠিক করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে মঙ্গলবার বিজেপি যোগ দেয়নি। তবে যোগ দেয় অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা। একই সঙ্গে বিজেপির অবস্থানকে যে তাঁরা সমর্থন জানাচ্ছেন না সেকথা জানিয়ে দেন চন্দ্রচূড় গোস্বামী। তিনি বলেন, বাংলা দিবস পালন করার জন্য আমরা পয়লা বৈশাখের পক্ষে। কারণ হিন্দু-মুসলিম সবার কাছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটা পালন করা হয়। ২০ জুনের একটা রক্তাক্ত ইতিহাস আছে। ওইদিন কখনও বাংলার জন্মদিন হতে পারে না। ওই দিন বাংলার মানুষ মানবে না।'' পাশাপাশি তিনি বলেন, বঙ্গবিভাজনের বিরুদ্ধে আমরা। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপি বাংলাকে ভাগ করতে গেলে আমরা ভাগ হতে দেব না। আমরা লড়ব। এক্ষেত্রে সবসময় সরকারের পাশে আছি।''

মৌলানা আজাদ জাতীয় উর্দু বিশ্ববিদ্যালয় হকি কিংবদন্তি মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এবং ভারতের খেলাধুলার গভীর-মূল ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করেছে।

ডোমজুড় খুনে উদ্ধার মৃতা তরুণীর মোবাইল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ আগস্ট ঃ ডোমজুড় খুনে পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে উদ্ধার হলো মৃতা তরুণীর মোবাইল ফোন। অনুশ্রী হাজরা খুনের ঘটনায় তাঁর স্বামী ধৃত চন্দনকে নিয়ে এদিন সকালে ঘটনাস্থলে যায় ডোমজুড পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিমের কর্মীরাও। পুকুরে জাল ফেলে এবং ডুবুরি নামিয়ে চলছিল খুনে ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্র এবং অনুশ্রীর মোবাইলের খোঁজ। অবশেষে বুধবার বিকেল নাগাদ কাটলিয়ার 'পাস পুকুর' থেকে মৃতা অনুশ্রীর মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। ডোমজুড়ে তরুণী খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত মৃতার স্বামী চঃদন মাজিকে নিয়েই এদিন সকাল থেকে চলে তল্লাশি। মাকাদহের কাটলিয়ার পুকুরে জাল ফেলে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টা চালায় পুলিশ। খুনের পর আগ্নেয়াস্ত্রটি পুকুরে ফেলা হয় বলে জানিয়েছিল ধৃত চন্দন মাজি। এদিনই উদ্ধার হয়েছে অনুশ্রীর সাইকেলটিও। সলপ ব্রিজের নিচে একটি গ্যারেজে রেখে যাওয়া সাইকেল এদিন সনাক্ত করেন অনুশ্রীর বাবা।

ডিসেম্বরের ছুটিতে দার্জিলিং, পুরীতে ভিড়

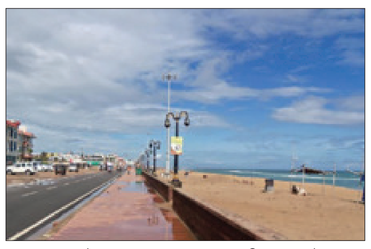

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ আপনি কি এখনো ভাবছেন বড়দিনের ছুটিতে কোথায যাবেন ? টিকিট তো পাবেন না, কত ওয়েটিং লিস্ট জানেন? দার্জিলিং মেলে গড়ে সব শ্রেণীতেই একশোর উপরে। এছাড়া পদাতিক , উত্তরবঙ্গ ও কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস এও ২২, ২৩ ও ২৪ শে ডিসেম্বর অপেক্ষমান যাত্রী তালিকা গড়ে পঞ্চাশের উপর। আর বন্দে ভারত! তাতেও ২৩ ডিসেম্বর একশোর কাছাকাছি ওয়েটিং। কামরূপ বা সরাইঘাটেও প্রচুর ওয়েটিং। ২২ শে ডিসেম্বরে যদিও বা ১০০র নিচে, ২৩ তারিখ থেকে তো কোনো কথাই নেই। এবার আসি পুরীর ক্ষেত্রে। ১২৮৩৭ হাওড়া পুরী সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২২, ২৩, ২৪ শে ডিসেম্বর ১৫০ এর উপরে ওয়েটিং। তাই যদি বড়দিনের ছুটিতে আর পাঁচটা বাঙালির সাথে দার্জিলিং বা পুরী বেড়াতে চান, তবে অনতিবিলম্বে পরিকল্পনা করুন। সব গাড়িতেই টিকিট প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

আজ আদ্যাপীঠে ঝুলন পূর্ণিমার সাথে রাখি পূর্ণিমার অনুষ্ঠানে আবাসিক বালিকাশ্রম এর মেয়েরা রাখি পড়ালেন আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইকে।- ছবি সুবল সাহা।

হুগলি জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৩০ আগস্ট ঃ হুগলি জেলার বিভিন্ন এলাকায় নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যময় রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হলো। এই উপলক্ষে হরিপাল ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোতরাধা পোলধারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় মাননীয় মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্নার নির্দেশে এক অনারম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উক্ত পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা কোলে উপপ্রধান সঞ্জয় ধাড়া বিভিন্ন মানুষকে রাখি পরিয়ে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত করেন। অন্যদিকে পুড়শুড়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সম্প্রীতির রাখি বন্ধন উৎসবে পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান জয়দেব জানা। হুগলি জেলা সদরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। হুগলির চাপ দানি পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মহাসমারোহে পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব। এখানে উপস্থিত হয়ে সকলকে ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ করেন পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা। এলাকার মহিলারা ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সদস্যরা পৌর প্রধান সহ পথ চলতি মানুষদের হাতে রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করান। পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা জানান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উৎসব শুরু করেছিলেন এরপর সবাই আমরা একত্রে রাখি বন্ধন উসব পালন করে চলেছি। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর শর্মিষ্ঠা মিশ্রা মৌসুমী মন্ডল সুরোজ কুমার গুপ্তা উপল মন্ডল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানটি দেখা গেল গতকালের পঞ্চায়েত উপ সমিতি গঠন নিয়ে উত্তপ্ত খানাকুলের অরুন্ডা গ্রামে, যেখানে গতকাল পঞ্চায়েতের উপ সমিতি গঠন নিয়ে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল আজ সেখানে আরামবাগের সাংসদ অপরূপা পোদ্দার হাজির হয়ে গ্রামবাসীদের এবং উপস্থিত পুলিশের হাতে রাখি পরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করে কোন প্ররোচনায় পা না দিতে অনুরোধ জানান। অন্যদিকে হুগলির শিয়াখালা গ্রাম পঞ্চায়েতেও তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদার সাথে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সব মিলিয়ে আজকে হুগলিতে রাখি বন্ধন উসব শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

জেনারেল ম্যানেজার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন এবং স্কাইওয়াকের প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্ট , প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স লেভেল, স্টেশন সংকেত, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। তিনি স্টেশনের কর্মচারী ও যাত্রীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। তিনি আজ সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রিট স্টেশন থেকে একটি মেট্রোতে দক্ষিণেশ্বরে যান। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে পরিদর্শন শেষ করে, শ্রী রেড্ডি বরানগর স্টেশনে পৌঁছান। তিনি বিটি রোড থেকে বরানগর স্টেশন পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ রোড এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের সাথে প্যাসেঞ্জার ইন্টার চেঞ্জিং পয়েন্ট পরিদর্শন করেছেন। প্রস্তাবিত বরানগর-ব্যারাকপুর মেট্রো করিডোর (পিঙ্ক লাইন - ১২.৫ কিলোমিটার) এর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কেও তাকে অবহিত করা হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বর ও বরানগর স্টেশনের সার্বিক ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন জেনারেল ম্যানেজার। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোলপ্লাজায় দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৩০ আগস্ট ঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর টোলপ্লাজায় দুর্ঘটনায় জখম হলেন দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ির চালক। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর দোটা নাগাদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে কলকাতাগামী একটি পণ্যবাহী গাড়ি সেতুর টোলপ্লাজার দিকে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি একটি সরকারি বাসের পিছনে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় গাড়িটির সামনের অংশ বাসের পিছনে ঢুকে যায়। গুরুতর জখম হয় পণ্যবাহী গাারি চালক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চিকিসার জন্য কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

এরালিগুল ফায়ারিং রেঞ্জে গুলি চালনার মহড়া

করিমগঞ্জ (অসম), ৩০ আগস্ট ঃ করিমগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেসি শাখার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশে জানিয়েছেন, এরালিগুলে অবস্থিত ১৫ নম্বর এপি (আইআর) ব্যাটালিয়ন ফায়ারিং রেঞ্জে আগামী ১ সেপ্টেম্বর ভোর সাড়ে ৫-টা থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১৮ নম্বর ব্যাচ জুনিয়র এনসিও ক্যাডার কোর্স পার্সোনালদের গুলি চালনার মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। ওই গুলি চালনার মহড়ার সময় যাতে কোনও ধরনের অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ওই ফায়ারিং রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সতর্কতা অবলম্বন করে চলাফেরা করতে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসন থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে নতুন রেশন কার্ড

হাইলাকান্দি (অসম), ৩০ আগস্ট ঃ হাইলাকান্দি জেলায় ৪ (চার) লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তি, যাঁদের রেশন কার্ড নেই, তাঁদেরকে নতুন করে রেশন কার্ড দেওয়া হবে। খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলাশাসক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, আগামী ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন রেশন কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন সংশ্লিষ্ট জিপি অফিস, সমবায় সমিতি অথবা উন্নয়ন খণ্ডে জমা করা যাবে। এছাড়া শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে লালা পুরসভা দফতর অথবা হাইলাকান্দি পুরসভা দফতরে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করা যাবে।

উত্তরপাড়া পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের রাখি বন্ধন উৎসব পালন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ৩০ আগসট ঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় এছাড়া উত্তরপাড়া পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হলো। উত্তরপাড়া পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলর সন্দীপ দাস এর পরিচালনায় রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয .একই সঙ্গে এখানে উত্তরপাড়া টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। সকাল থেকে মহিলা কর্মীরা পথচলতি মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের মেলবন্ধন করে এবং মিষ্টান্ন তুলে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে এলাকার কাউন্সিলর সন্দীপ দাস জানালেন আমরা রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রাখিবন্ধন উৎসব পালন করি প্রত্যেক বছর। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাখি বন্ধন উসব করি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলা হয়ে উঠুক সর্বত্র স্বৈরাচারী শাসক দল বিভেদ সৃষ্টি না করতে পারে সেটা আমাদের দেখতে হবে। একই বক্তব্য রাখেন টাউন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পম্পা দাস । এই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডলি ঘোষ যাদব রাখি বন্ধন উসব পালন করেন রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় কাউন্সিল উপলাদি ব্যানার্জি ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অর্ণব রায় এক নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পার্থ মজুমদার উত্তরপাড়া পুরসভা রাখি বন্ধন উৎসব পালন করেন এ প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন পুরসভার সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে অটুট রাখে সবার সৌভাগ্য কামনা করি।

গ্রামীন হাওড়ার প্রতিটি ব্লকে রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া, ৩০ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যান দপ্তরের উদ্যোগে , পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায় গ্রামীন হাওড়ার প্রতিটি ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো রাখিবন্ধন অনুষ্ঠান। কুলগাছিয়া সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত উলুবেড়িয়া ১নং ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামানিক, জেলা পরিষদের সদস্য দুলাল চন্দ্র কর,সেখ নূর সালাম, দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়, অপরদিকে শ্যামপুর মোড়ে আয়োজিত ১নং ব্লকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল,বিডিও তন্ময় কার্যী প্রমুখ।

বিধায়কের উদ্যোগে রাখীবন্ধন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্ত, বালি, ৩০ আগস্ট ঃ বিধায়কের উদ্যোগে বালিতে রাখীবন্ধন কর্মসূচি। বিধায়ক ডা,রানা চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বালিতে হয়ে গেল রাখীবন্ধন কর্মসূচি। বুধবার শুভ রাখীবন্ধন উসবের সকালে বালির বিধায়ক ডা রানা চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাক্তন কাউন্সিলর বলরাম ভট্টাচার্যের উদ্যোগে রাখীবন্ধন উৎসব পালন করা হয়। বালি বাজার সংলগ্ন রাস্তায় পথ চলতি মানুষকে রাখী পরিয়ে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেন বিধাযক। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে তৈরি রাখী স্কুল পড়ুয়া থেকে বযস্ক মানুষ, রিক্সাচালক সকলকে পরিয়ে দেওয়া হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৭১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪৩০

রাজ্য সঙ্গীত এবং বাংলা দিবস

সম্পাদকীয় ১

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন। তারপরে তিনি 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রচনা করেছিলেন যা আজকে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। বাংলা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা নিয়ে কেন এতো হইচই তা বুঝতে পারা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। বাংলা আগে বঙ্গভূমি বলে পরিচিত ছিল। রাঢ় বাংলা বলে পরিচিত ছিল। তারপরে বাংলার সঙ্গে যুক্ত ছিল ওড়িশা, বিহার থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি অঞ্চল। পরে প্রশাসনিক সুশাসনের জন্য বিহার, উড়িশাকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে। তাই নিয়ে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদ সভা হয়েছিল। হিংদু মুসলমান মিলিত হয়ে বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, থেকে শুরু করে মনমোহন ঘোষ, রাসবিহারী ঘোষ সবাই এই বাংলা ভাগের প্রতিবাদ করেছিলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকও বাংলার ভাগের প্রতিবাদ সভায় যোগদান করেন। যে বাংলা ভাগ নিয়ে ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পরে ১৯১১ সালে বাংলার বাসিন্দাদের চাপে পড়ে বাংলা ভাগ তুলে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা সেই বাংলাকে ভাগ করে স্বাধীনতা দিল। বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করে দিয়েই ইংরেজ শাসকেরা ভারত ত্যাগ করে। আর আজকে বাংলা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হচ্ছে। খণ্ডিত বাংলা প্রতিষ্ঠা দিবস বলা যেতে পারে। বাংলা দিবস যারা পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তারা কি জানেন কবে বাংলা প্রতিষ্ঠা শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রাচীন কালেও ছিল। সম্রাট আকবরের সময়ে থেকেই বাংলা ছিল। ঠিক করবে বাংলা তৈরি হয়েছিল তার হিসাব পাওয়া খুবই মুশকিল। তবে বাংলার সাংস্কৃতিক চর্চা অতি প্রাচীন কাল থেকে হয়ে আসছে। চৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলার জাগরণ শুরু হয়েছিল। বাংলাকে জাগরিত করতে চৈতন্যদেব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় রচিত হয়েছে মঙ্গল কাব্য। মনসা মঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য এবং শিবায়ন। ফলে বাংলা প্রতিষ্ঠা ঠিক কবে হয়েছিল তা বলা খুবই মুশকিল। যে বাংলা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে খণ্ডিত বাংলা। অখণ্ড বাংলা তো হারিয়ে গিয়েছে। সেই বাংলাকে ঘিরে হঠাৎ করে রাজ্য সঙ্গীত তৈরি করার বাসনাকে বলা যেতে পারে বাল্যচিত মনস্কাম বলছেন পণ্ডিত সমাজ। বাংলা ভাগ করে বাংলার আর্থিক শক্তির কোমর ভেঙে দিয়েছে ইংরেজ সরকার। তারা এটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে বাংলা মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। পূর্ব জার্মান এবং পশ্চিম জার্মান ভাগ করা করেছিল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে মিত্র শক্তি। তাদের মধ্যে ইংরেজরা ছিল। তারাই জার্মানকে দুটো ভাগ করে দেওয়ার খেলায় মেতে উঠে। কিন্তু পরে দুই জার্মান এক হয়ে যায়। বাংলা কিন্তু এক হতে পারলো না। দুটি বাংলা ভাগই রইল। পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলো বিজেপি দলের নেতারা। তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন বাংলা আজকে আয়তনে কত ছোট হয়ে গিয়েছে। যে বাংলাকে আগে সোনার বাংলা বলে গ্রহণ করা হতো সে বাংলা এখন বলতে গেলে নিঃস্ব। এই বাংলা তো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা চাননি। তারা অখণ্ড বাংলা চেয়েছিলেন। অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন।

ভারত-চিন সীমান্ত বিবাদ এবং রাশিয়া

সম্পাদকীয় ২

ভারত-চিনের সঙ্গে সীমান্তে শান্তি ফেরতে উদ্যোগী হয়েছে রাশিয়া। গাওলয়ান উপত্যকায় রক্তপাতের পরেই চিনা বিদেশ মন্ত্রী সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের ফোনে কথাবার্তার পিছনে উদ্যোগ রয়েছে রাশিয়ার। রাশিয়া চাইছে আমেরিকার যেন ভারত মহাসাগরের ওপরে কোনও আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে। ভারত মহাসাগরের আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে ভারতের পক্ষে তার অবস্থানের প্রয়োজন রয়েছে। চিনও চাইছে ভারত মহাসাগরের আমেরিকার যেন তাদের আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে। তার জন্য তারা পাকিস্তানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পন্ন করেছে। এবং বাংলাদেশের সঙ্গে চিন সম্পর্ক মধুর করে তোলার চেষ্টা করছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আমেরিকা যাতে মাথা না গলাতে পারে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে মোদি সরকার আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেটা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় চিনের। চিন কোনও সময়ে চাইছে না আমেরিকার এশিয়ার ভুখণ্ডের অবস্থান। যদিও চিনকে বাদ দিয়ে এখন বর্তমান জগত একেবারে অচল। সেটা সবাই বুঝতে পারছে। চিন যেভাবে কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরিকল্পনা মাফিক এশিয়ার বাজারগুলোকে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে সেটা অন্য কোনও ব্যবসায়িক রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতকাল আমেরিকার যেভাবে বিশ্বের সব রাষ্ট্রে ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে এসেছিল সেটাই এখন চিন করতে চাইছে। চিন পাকিস্তানকে নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠান বর্জন করতে বলেছিল। পাকিস্তান সেটাই করে। ভারতকে বললেও ভারত চিনের কথা না শুনে নোবেল পুরস্কার অনুষ্ঠানে তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। এতে চিন খানিকটা রুষ্ট হয়। চিন পরিস্কার করে ভারতকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে আমেরিকার দিকে বেশি যেন ভারত না ঝোঁকে। কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনের কথাকে বেশি আমল না দিয়ে আমেরিকা এবং ইসরায়েল দেশের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতে শুরু করে। এতে চিন বুঝতে পারে যে তারা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ভারত মহাসাগরের ওপরে মহড়া চালু করতে চেষ্ট করছে তাতে ভারত বাধা দিতে পারে এবং এর সহায়ক হতে পারে আমেরিকা এবং গ্রেট ব্রিটেন।

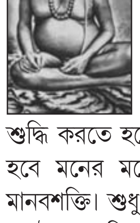

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে।

বাঘ শিকারী হিসাবে ভারতখ্যাত 'জিম করবেট'

রবীন্দ্র কুমার শীল

বাংলা সাহিত্যে শিকার কাহিনী আর নেই। ভারত থেকে শিকার শব্দটা একেবারে উবে গিয়েছে। যেদিন থেকে বণ্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নিয়ে আইন তৈরি হয়েছে সেই দিন থেকে ক্রমশ এই পৃথিবী থেকে শিকার শব্দটা আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন একটি পাখি শিকার করতে গেলে তা শিকার করার নিষিদ্ধ তালিকায় রয়েছে কিনা তা আগাম জেনে নিতে হয়। না হলে কিন্তু শিকার করতে গিয়ে জেল জরিমানা দুই হতে পারে। কিন্তু ভারতের মতো দেশে এক সময়ে শিকার করাটা নিষিদ্ধ ছিল না। তখন মানুষ খেঁকো বাঘ শিকার করে নাম করেছেন একজন তিনি ব্রিটিশ ভারতীয় হলেও ছিলেন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জিম করবেট। জিম করবেটের নাম সকলেই ভুলে গিয়েছে। তাঁর নাম আর কাউকে বলতে শোনা যায় না। কিন্তু এক সময়ে কলকাতার একটি প্রকাশক জিম করবেটের বই বাংলায় অনুবাদ করে প্রচুর অর্থ রোজগার করেছে। বাঙালিরা তো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় নয়। তারা ধর্ম প্রিয় মানুষ। অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালোবাসে না বাঙালিরা। শিকার কাহিনী, রহস্য কাহিনী, কল্প বিজ্ঞান কাহিনী সব কিছু কিন্তু ভুলতে শুরু করে দিয়েছে বাঙালিরা। অ্যাডভেঞ্চারের কোনও বই এখন আর কলেজ স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হচ্ছে না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে গল্প লিখেছিলেন আগে। এখন তাঁর বয়স বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। লেখার সংখ্যাও তাঁর কমতে শুরু করেছে। লেখক শংকর তো আধ্যাত্মিক জগতে চলে গেছেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ নিয়ে চর্চা করছেন আর সেই নিয়ে তিনি লিখছেন। অতীতে প্রকাশিত ক্লাসিক্যাল লেখকদের বইকে পুনরায় প্রকাশ করে কলেজ স্ট্রিট বই পাড়া এখন বলতে গেলে জমজমাট। নতুন কোনও লেখককে পাদপ্রদীপের আলোতে উঠে আসতে দেখা যাচ্ছে না। হাসির গল্প, ভূতুরে গল্প, রহস্যময় গল্প, রম্য গল্প এই রকম বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বর্তমান লেখকেরা লিখতে চাইছেন না। তারা সামাজিক উপন্যাস রচনা করছেন। কবিতা লিখছেন। গল্প লিখছেন। কিন্তু অ্যাডভেঞ্চারমূলক সাহিত্য রচনায় বাঙালী লেখকেরা এখন বিমুখ।। শিকারী গল্প তো দূরের কথা। শিকারী জিম করবেট ছোটবেলায় পাখির শিকার করতো। তখন খেলনা বন্দুক দিয়ে কাঁধে করে নিয়ে তাক করে পাখিদের মারার চেষ্টা করতো। লক্ষ্যবস্তুর ওপরে সঠিক নিশানা করার চেষ্টা করতেন। এটা তাঁর কাছে ছোটবেলার সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল। তিনি যে পরবর্তীকালে বড় শিকারী হয়ে উঠবেন সেটা কিন্তু কল্পনা করতে পারেন নি। জিম করবেটের পুরো নাম অ্যাডওয়ার্ড জিম করবেট। জন্ম গ্রহণ করেছেন ২৫ জুলাই ১৮৭৫ সালে। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক ছিলেন। নৈনিতালে তাঁর মা ম্যারি জেনে খুব প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। তিনি রিয়েল এস্টেটের মালিকও ছিলেন। সেখানে ইউরোপিয়ানরা এসে বসবাস করতো। তার পিতা ক্রিস্টোফার উইলিয়াম

ছিলেন একজন পোস্টমাস্টার। তিনি ১৮৭৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে করবেটের পিতা পরলোকগমন করলেন তখন জিমের বয়স তখন মাত্র ছয় বছর। তাঁর বড় ভাই টম পিতার কাজে যোগদান করে পোস্টমাস্টার হয়ে কাজ করতে শুরু করেন নৈনিতালে। কিন্তু শৈশব থেকে জিম করবেট বনজঙ্গলের ওপরে একটি আকর্ষন ছিল তীব্র। বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোই ছিল তাঁর নেশা। বড় ভাই টম তাঁকে একাকী বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে বহুবার নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি তা শুনতেন না। বড় ভাইকে লুকিয়ে লুকিয়ে বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। হাতে ছিল একটি খেলনা বন্দুক। পরে একটি দোনালা বন্দুক জোগাড় করে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতেন দিনের বেলায়। বহুবার সাপের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বহু সময়ে তিনি সাপের কামড় খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিলেন। বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয় তার অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেন। গাছে উঠতেদ্রুত পারতেন বলেই তিনি বহুবার বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাঁর বাড়ির পাশেই ছিল কালাধুঞ্জ বন। সেখানে বন্য প্রাণীরা বসবাস করতো। তিনি নির্ভয়ে সেখানে প্রবেশ করতেন। ভয়ডর বলে তাঁর কাছে কোনও বস্তু ছিল না। তিনি স্বাধীনভাবে বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন বলেই তিনি বন্য জন্তু এবং পাখিদের আওয়াজ শুনে শুনে বুঝতে পারতেন ধারে কাছে কী ধরনের প্রাণী রয়েছে। তিনি তখন সতর্ক হয়ে যেতেন। হিংস্র প্রাণী থাকলে নিকটস্থ গাছে চড়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতেন। যে কোনও পাখির ডাক শুনে বলে দিতে পারতেন ওটা কোনও পাখির ডাক। এইভাবে শৈশব থেকে তৈরি করেছিলেন নিজের বন্যজীবন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ওক ওয়েনিং স্কুলে। পরে ফিলানদার স্মিথ কলেজে পড়াশুনা করেন। পরে তিনি ছাত্র জীবন ত্যাগ করে বেঙ্গল এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েতে কাজ নেন। পাঞ্জাবে মানকপুরে তিনি ফুয়েল ইন্সপেক্টর হয়ে কাজ করতে শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি আবার সাব কন্ট্রাক্টর হয়ে ট্রান্সপোর্ট এর সাহায্যে মাল সরবরাহ করতেন গঙ্গার মোকাম্বা ঘাট থেকে বিহার পর্যন্ত। এত কাজের মধ্যেও তিনি কিন্তু বনজঙ্গলে ঘোরা এবং ছোটোখাটো শিকার করার নেশাটাকে কিছুতেই দূর করতে পারতেন না। ছুটি থাকলে কাঁধে একটি দোনালা হালকা বন্দুক নিয়ে বের হয়ে পড়তেন শিকার ধরার আশায়। পশুপাখী শিকার করে নিয়ে আসতেন। তাদের মাংস রান্না করে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে বনভোজন করতেন জিম করবেট। নেশাটা পরবর্তীকালে তাকে একেবারে শিকারীতে পরিণত করে দিয়েছিল। ভারতের বহু পাঠকদের কাছে তিনি শিকারী জিম করবেট নাম পরিচিতি লাভ করেন। তিনি যেভাবে শিকারী হয়েছিলেন তার অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কয়েকটি বইও লিখেছিলেন নিজেই যা তখনকার দিনে সেরা শিকারী গল্পকার হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিকার কাহিনী যা ভারতের সাহিত্যে বিরলতম রচনা বলা যেতে পারে। জিম করবেট ছোটোখাটো পশু বা পাখি শিকার করতেন। পরবর্তীকালে তিনি বাঘ এবং নেকড়ে শিকার করতে শুরু করলেন শুধুমাত্র মানুষের জীবন রক্ষা করতে। বাঘ শিকার করতে হবে জেনেও তিনি ভয় পাননি। কীভাবে বাঘকে ঘায়েল করতে হবে সেটাও তিনি রপ্ত করেছিলেন। বাঘ হচ্ছে বনজঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জীব। বাঘ যাকে একবার লক্ষ্যবস্তু করে নেবে তার পেছনে পড়ে যাবে যতক্ষণ না তাকে শিকার করতে পারছে সে। এই জ্ঞানের ওপরে ভরসা করে জিম করবেট শিকার করতেন। তিনি জানতেন যে বাঘ তাকে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে। ফলে বাঘ তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতো তাকে শিকার করার জন্য। এই তথ্যটাকে অবলম্বন করে বন্দুক তাক করে থাকতেন শিকার জিম করবেট। বাঘ কোনও সময়ে লক্ষ্যবস্তুতে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় না। সারাদিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঘাসের আড়াল থেকে জিমকে লক্ষ্য রাখতো। জিমও নিজকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভুলতো না এবং বাঘকে কীভাবে ঘায়েল করবেন তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা করতেন। তীক্ষ্ন ছিল জিমের চোখ। নিশানাও ছিল অব্যর্থ। ফলে বাঘ তাঁকে সহজে ঘায়েল করতে পারেনি। বহুবার তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন মানুষ খেকো বাঘের হাত থেকে। পাশাপাশি তিনি মানুষদেরও রক্ষা করেছিলেন বাঘের হাত থেকে। বাঘের সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হল মানুষ এবং তার রক্ত। কারণ মানুষের মাংস খুব নরম এবং সুস্বাদু। ফলে মানুষ শিকার করার ওপরে বেশি নজর থাকে বাঘের বা চিতার। তার ওপরে মানুষ শিকার করতে কোনও কসরৎ করতে হয় না। বন্য প্রাণী শিকার করতে গেলে দৈহিক শক্তি লাগে। কিন্তু মানুষ শিকার করতে বাঘের বা চিতার কেনও অসুবিধা হয় না। মানুষ একেবারে অসহায় হয় বাঘ বা চিতার কাছে। জিম করবেট প্রথম বাঘ শিকার করেন চম্পায়াত টাইগার। ৪৩৬টি বাঘ শিকার করেছেন। পরে তিনি মানুষ খেঁকো নেকড়ে বাঘও শিকার করেছিলেন। পানার চিতা শিকার করেন ১৯১০ সালে যে চিতা প্রায় ৪০০ জন মানুষকে হত্যা করেছিল। তাঁর দ্বিতীয় শিকার রুদ্রপ্রয়াগের মানুষ খেঁকো চিতা ১৯২৬ সালে। বদ্রীনাথ এবং কেদারনাথ হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ওপরে আট বছরের অধিক সময় ধরে হানা দিয়েছে এবং প্রায় ১২৬ জনকে খেয়েছে। এই শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি একটি বই রচনা করেছিলেন-'ম্যান ইটার অব কুমায়ুন'। 'তালাদেস ম্যান-ইটার', 'মোহন ম্যান ইটার', 'থাক ম্যান ইটার', 'মুক্তেশ্বর ম্যান ইটার' এবং 'চৌঘর ম্যান ইটার'কে তিনি হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষ খেকোদের শিকার করার একটা তীব্র নেশা তাঁর পেয়ে বসেছিল। তাঁর কাছে খবর আসতো যে ওমুক জায়গায় মানুষ খেঁকো বাঘ বা চিতা হানা দিতে শুরু করেছে। মানুষকে রক্ষা করতে তিনি কাঁধে বন্দুক নিয়ে বের হয়ে পড়তেন। তখন বাঘ শিকার করা বা চিতা শিকার করার ওপরে এতো কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল না। ফলে অনায়াসে তিনি মানুষকে রক্ষা করতে শিকার করতে বের হয়ে পড়তেন। বহু সময়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বনের মধ্যে ছাউনি ফেলে শিকারের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে। গাছের উপরে মাচা করে বসবাস করতে হয়েছে বেশ কয়েকদিন বাঘ শিকারের জন্য। বাঘ এবং চিতা সবচেয়ে বেশি চালাক। তাদের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। ঘ্রান শক্তির তুলনা করা যায় না। তবে বাঘ যাকে একবার টার্গেট করবে তাকে যে কোনও সময়ে শিকার করে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করে সে। কৌশল করে বাঘ তার শিকার ধরে। বাঘের চেয়েও নিজের গতিকে ক্ষিপ্র করতে হবে নাহলে কিন্তু বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই অসম্ভব। ১৯২০ সালে ফ্রেডরিক ওয়াল্টার চ্যাম্পিয়ন তাঁকে নিয়ে একটি ছবি করেন। ১৯৪৮ সালে হলিউড পরিচালক ব্রায়ন হ্যাসকিন 'ম্যান ইটার অব কুমায়ুন' চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। রবর্তীকালে করবেট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের কাজে মন দিয়েছিলেন। ভারতে তিনিই প্রথম ন্যাশনাল পার্ক তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

জোট ইন্ডিয়া চেয়ারপার্সন কি মল্লিকার্জ্জুন খাড়্গে?

বিশেষ প্রতিনিধি

মুম্বইতে বিজেপি বিরোধী জোটের চেয়ারপার্সন কে হবেন তা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছে। জোটে কাউকে সার্বিকভবে আহ্বায়ক রাখা না হলেও কিন্তু চেয়ারপার্সন রাখতে হবে। অহ্বায়ক হিসাবে কাউকে রাখা না হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও জোটের সভা পরিচালনা করতে একজন চেয়ারপার্সনের দরকার। সেখানে কংগ্রেসের সভাপতি মুল্লিকার্জ্জুনের নাম উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে। এ বাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও অসম্মতি নেই বলে জানতে পারা গিয়েছে। কিন্তু আম আদমি দল কংগ্রেস থেকে চেয়ারপার্সন করা ব্যাপারে আপত্তি দেখা দিতে শুরু করেছে। যদিও এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আলোচনা করা হয়নি তাদের সঙ্গে। এদিকে আহ্বায়ক হিসাবে নাম উঠে আসতে শুরু করে দিয়েছে নীতীশ কুমারের। ইণ্ডিয় জোটের যে সমন্বয় কমিটি তৈরি করা হবে সেখানে নীতীশ কুমারকে আহ্ববায়কের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে বলে সবার মত প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। মুম্বই আলোচনার মধ্যে দিয়ে ইণ্ডিয়া জোটকে শক্তিশালী করার কথা উঠতে শুরু করেছে। ইণ্ডিয়া জোটের লোগো তৈরির করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে তিনি একটিলোগো তৈরি করে ফেলেছেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই লোগোকে সবাই যদি স্বীকৃতি দেয় তাহলে সেটাকে ইণ্ডিয়া জোটের লোগো হিসাবে গণ্য হবে। ইণ্ডিয়া জোটের ইস্তাহার প্রকাশ করবা ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক কৌশলের কাছে বিরোধী জোটের নেতারা বারবার পরাস্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। আদানিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলের সাংসদেরা যেভাবে সোচ্চার হতে শুরু করেছিল তা পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল বেশ ঝিমিয়ে পড়ে গিয়েছে। মণিপুর নিয়ে বিরোধীরা মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু মণিপুর ঘুরে এসে বিরোধী দলের সাংসদেরা মোদির দিকে আঙ্গুল তুলে একটি কথা বলতে পারেনি। কারণ মণিপুরের ঘটনাটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়। সেখানে মাদক জগত অধিকার নিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই। মোদি সরকার মাদক বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তা করতে গেলে সময় লাগবে। ম্যাজিক নয় যে একদিনে বা কয়েক মূহূর্তে মাদক বিরোধী রাজ্য হিসাবে মণিপুর গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা করতে শুরু করেছে যে মণিপুরকে মাদক বিরোধী রাজ্যে পরিণত করতে। কিন্তু তা করতে সময় লাগবে। এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে যদি আহ্বায়ক হিসাবে পছন্দ করা হয় তাহলে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস থেকে একজনেক আহ্বায়ক করতে হবে। তবে সবটাই নির্ভর করছে মুম্বই সম্মেলনের ওপরে। মল্লিকার্জ্জুন খগে কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তিনি দলিত পরিবারের একজন সদস্য। তিনি হিন্দু মুসলমান বিরোধী ব্যক্তি নন। তিনি সব ধর্মকে সম্মান দিয়ে কথা বলেন। যদিও তাঁর মা বোন মারা গিয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের নিজামপন্থী মুসলমান রাজাকারদের হাতে। এদিকে নীতীশ কুমার দলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন। তিনি পিছিয়ে পড়া কুর্মি সম্প্রদায় নেতা। তবে নীতীশ কুমার বলেছেন যে পদের প্রতি তাঁর কোনও মোহ নেই। তিনি চান শক্তিশালী বিরোধী বিজেপি জোট যাতে করে আগামি দিনে মোদি যেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন। এদিকে এনডিএ জোটও মুম্বইতে পাল্টা বৈঠক করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। মুম্বইতে ইণ্ডিয়া জোটের ২৭টি দল রয়েছে। আর এনডিএ জোটে অংশ গ্রহণ করবে বিক্ষুব্ধ শিব সেনা দল থেকে শুরু করে এনসিপি। মহারাষ্ট্রের আসন ভাগাভাগি নিয়ে কথা বলবে এনডিএ দলের নেতারা। ইণ্ডিয়া জোটে কাউকে আহ্বায়ক হিসাবে রাখতে চাইছেন না বিরোধী জোটের নেতারা। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মোদি সেই আহ্বায়ককে কেন্দ্র করে আক্রমণ তৈরি করতে পারে। মোদি যাতে কোনও রকম বাড়তি সুবিধা গ্রহণ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে বিরোধী জোটের নেতারা। এদিকে রাজ্য বিজপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীর একটি মাত্র রাগের কারণ হচ্ছে দুর্নীতি এবং পরিবারতন্ত্রকে নিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছেন প্রধামন্ত্রী মোদি স্বয়ং। প্রধানমন্ত্রী মোদি চান না গণতান্ত্রিক দেশে কোনও পরিবারতন্ত্র চালু হোক। তিনি চান পরিবারতন্ত্রকে বাদ দিতে হবে। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে মোদির সঙ্গে নেত্রীর খুবই সখ্যতা ছিল। সেখানে চিড় খেয়েছে এই একটি মাত্র কারণে। দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং মন্ত্রীরা। মোদি এটাকেও অপছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপি দলের রাজনৈতিক নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে বাংলায় একটি বিকল্প শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন্দ্রকে বাদ দিয়ে সেখানে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে শাসক দলের নেতারা। যারা এই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতিকে বর্জন করতে শুরু করেছে। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য। সেখানে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কোনও নাম উচ্চারণ করছে না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের বাধা কোথায় তা বুঝতে পারা গেল না। কেন্দ্র রাজ্য যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের সমস্ত প্রকল্পগুলি বাস্তবে রূপায়ন করতে পারলে রাজ্যের উন্নতি লাভ হতো। সেটা করতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। এখন তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করছে যে মোদি সরকারকে পরাস্ত করতে। বহু টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে গ্রহণ করেছে যার কোনও হিসাব দিতে নারাজ রাজ্য সরকার। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে সড়ক নির্মাণ এবং আবাসনের সঠিক হিসাব এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এসে পৌঁছায় নি। যার ফলে কেন্দ্র টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ইণ্ডিয়া জোট যারা তৈরি করেছে তারা প্রত্যেকেই কোটি কোটি টাকা লুঠ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে দুর্নীতির। ইডি এবং সিবিাই আদালতের নির্দেশ অনুসারে এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তারাই এখন ইণ্ডিয়া জোট তৈরি করে নিজেদের রক্ষা করার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আগামি লোকসভার নির্বাচনের পর এই সব দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ধরে ধরে গ্রেফতার করা হবে বলে মনে করছেন বহু রাজনৈতিক দলের নেতারা। মুম্বই বৈঠকে আলোচনা পরেই রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশে পরবর্তী বৈঠক করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ইণ্ডিয়া জোটের নেতারা।

হেরিটেজ ঝুলন যাত্রা

ঝুলন যাত্রা বাংলার একটি বিশেষ উৎসব হিসাবে পালন করা হচ্ছে। কলকাতার বহু বনেদি পরিবারের ঝুলন যাত্রাকে কেন্দ্র করে পাঁচদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বহু বাজারের অধিকারী বাড়ি, দাস বাড়ি, দত্ত বাড়ি থেকে শুরু করে বহু বাড়িতে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। ঝুলন উৎসবে রাধা কৃষ্ণকে এক একদিন নানা বেশে সাজানো হয়ে থাকে। কোনও কোনও বাড়িতে পুতুল দিয়ে কৃষ্ণের জন্মদিন থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের নানান কাহিনী সকলের সমানে তুলে ধরা হয়ে থাকে। ইচ্ছাপুরের নবাব গঞ্জের রাজবাড়িতে এখন এখনও ঝুলন উৎসবর আয়োজন করা হয়। সাহা পবিরারের বাড়িতেও ঝুলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। বরাহনগরের ঝুলন বাড়ি রয়েছে। প্রায় পাঁচশো বছরের প্রাচীন ঝুলন বাড়ি। এই বাড়িতে এখনও ঝুলন

উৎসব সমারহের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। পুরিতেও ঝুলন উৎসবের আয়োজন করা হয়। কলকাতার বহু বাজারের নটবর দত্তের বাড়িতে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়। কলকাতার বহু বাজারের বাবু রাম শীল লেনে রাম কানাই অধিকারী বাড়িতে পাঁচদিন ধরে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়। সেখানে বাংলার বিখ্যাত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই বাড়িতে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত শিল্পী যদু ভট্ট বসবাস করতেন। তিনিও ঝুলন উৎসবের সময়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। বাঁকুড়ার বিপুরের বহু বাড়িতে আজও নিষথার সঙ্গে ঝুলন উৎসব পালিত হয়। রাজা রামমোহন রায় সরণিতে অবস্থিত সেন বাড়িতে ঝুলন উৎসব এর বয়স প্রায় তিন শত বর্ষে পদার্পণ করলো। নেবুতলার কাছে ক্রাউচ লেনে বলাই দাসের বাড়িতে ঝুলন উৎসব পালন করা হয়ে থকে।

প্রকাশ্যে গেরুয়া শিবিরের গোষ্ঠী-কোন্দল, কর্মী সভায় ডাক না পাওয়া নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে খাওয়া- দাওয়ার বৈঠক বলে কটাক্ষ বিজেপি নেতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ গেরুয়া শিবিরে প্রকাশ্যে অভ্যন্তরীণ সংঘাত। কর্মী সভায় ডাক না পাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল। দ্বিধাবিভক্ত বিজেপি নেতৃত্ব। মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা। পাল্টা সাফাই অপরপক্ষের। লোকসভার আগে অস্বস্তিতে গেরুয়া শিবির। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতেই খোঁচা তৃণমূলের। তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বুধবার উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার অন্তর্গত মণ্ডল ২ -এর কর্মীসভা ছিল হরিশ্চন্দ্রপুর সংগঠন সমিতিতে। সেখানে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে জয়ী প্রার্থীদের সম্বর্ধনাও দেওয়া হয় বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। মণ্ডল সভাপতি অজয় পাশওয়ান সহ অন্যান্য মণ্ডল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে হয় এই কর্মসূচি। তবে এই দিনের কর্মসূচিতে দেখা যায়নি হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির দুই বর্ষীয়ান নেতা তথা অতি পরিচিত মুখ রুপেশ আগরওয়াল এবং কিষাণ কেডিয়াকে। আর তাদের অনুপস্থিতির কারণেই প্রকাশ্যে এসেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা। যদিও মণ্ডল সভাপতি অজয় পাশওয়ানের দাবি তিনি সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন এই বৈঠকে আসার জন্য। যারা আসেন নি তারা কেন আসেন নি তিনি বলতে পারবেন না। অন্যদিকে কিষান কেডিয়ার দাবি তাকেও নেতৃত্ব তাকে এই বৈঠকের ব্যাপারে জানিয়ে ছিল। শারীরিক কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। কিন্তু গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোন প্রশ্ন নেই। তবে একদমই অন্য সুর শোনা গেছে রুপেশ আগরওয়ালের গলায়। মণ্ডল সভাপতি এবং মণ্ডল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি। তার অভিযোগ এই বৈঠকের ব্যাপারে তাকে কেউ জানায় নি। এমনকি শুধু তিনি নন অনেক কর্মীরাই বৈঠকের ব্যাপারে জানে না। সাথে এই বৈঠকে খাওয়া দাওয়ার বৈঠক বলে কটাক্ষ করেছেন রুপেশবাবু। আর বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতার গলায় অভিমানের সুর শোনা যেতেই গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এসে পড়েছে গেরুয়া শিবিরের। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল।

সাথে প্রশ্ন উঠেছে অভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণেই কি পঞ্চায়েতে ফলাফল খারাপ হলো বিজেপির। কংগ্রেস সিপিআইএম জোটের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে বিজেপির উপ-প্রধান হলেও গত পঞ্চায়েতের তুলনায় হরিশ্চন্দ্রপুরে চারটি আসন কমেছে বিজেপির। যদিও এই দ্বন্দ্ব মানতে নারাজ গেরুয়া নেতৃত্ব। বিজেপি মণ্ডল সভাপতি অজয় পাশোয়ান বলেন, আমাদের আজকের জয়ী প্রার্থীদের সম্বর্ধনা এবং লোকসভা নিয়ে একটি কর্মী সভা বৈঠক ছিল। আমাদের অফিস সেক্রেটারি সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্যক্তিগত কারণে হয়তো কেউ কেউ উপস্থিত থাকতে পারেননি। বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোন ব্যাপার নেই। জেলা বিজেপি কমিটি সদস্য তথা চাঁচল বিধানসভার পর্যবেক্ষক কিষান কেডিয়ার দাবি, আমাকে মণ্ডল সভাপতি এবং জেলার যুব সভাপতি ফোন করেছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে আমার শরীর খারাপ। তাই আমি যেতে পারিনি। আমাদের গোষ্ঠীর কোন ব্যাপার নেই। এটা তৃণমূলের অপপ্রচার। যদিও বিজেপি নেতা রুপেশ আগরওয়ালের অভিযোগ, এই বৈঠকের কোন সূচনা আমার কাছে আসেনি। অনেক কর্মীরাই সেটা জানে না। এটা বৈঠক না খাওয়া দাওয়ার বৈঠক সেটাও জানি না। কেউ যদি নতুন করে বিজেপি করতে চায় তাহলে কিছু বলার নেই। কিন্তু আমি কোন গোষ্ঠীতে নেই আমি শুধু দলকে বুঝি। জেলা ছাত্র তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ মহলদারের কটাক্ষ, সারা ভারত জুড়েই বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এই রাজ্যেও একাধিক গোষ্ঠী। শুভেন্দু- সুকান্ত -দিলীপের আলাদা আলাদা গোষ্ঠী। হরিশ্চন্দ্রপুরেও তার প্রতিফলন হচ্ছে। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় বিজেপির উত্থানের অন্যতম কান্ডারী হলেন, রুপেশ আগরওয়াল এবং কিষান কেডিয়া। ব্লক এবং জেলা স্তরে সংগঠনের দায়িত্বও সামলেছেন এই দুই নেতা। প্রশ্ন উঠছে তবে কি বিজেপিতেও আদি নব্যের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। যদি না হয়ে থাকে তবে কেন ডাকা হলো না রূপেশ আগরওয়ালা কে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে অভ্যন্তরীণ অস্বস্তি বাড়ছে বিজেপির।

কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করা যাবে না - শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো যাবে না, বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে এমনি মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দুপুরে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন সেখান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বেশ কিছু জায়গায় দেখা যাচ্ছে কন্ট্রাক্টচুয়াল এমপ্লয়ীদের দিয়ে নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে, তা কখনোই করানো যাবে না। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিষয়ে তিনি বলেন, আগে ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া হয়েছিল যে যথেষ্ট ছিল না তবে আজ জানানো হয়েছে আরো ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হবে। তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মত নির্বাচন হবে না শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে। এর পাশাপাশি রামায়ণ লেখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি শিলিগুড়িতে ঘটে যাওয়া একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় নিন্দা জানান তিনি। তিনি বলেন, বাংলায় মহিলারা অসুরক্ষিত। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ধূপগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

দিঘায় উঠল ৪৫ লাখ টাকার দুষ্প্রাপ্য 'জীবনদায়ী' তেলিয়া ভোলা

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৩০ আগস্ট ঃ দিঘায় জালে উঠল লক্ষ লক্ষ টাকা দরের তেলিয়া ভোলা। ৯ টি মাছের দাম প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। প্রায় ৩১ হাজার টাকা কেজি দরে নিলাম হয় মাছগুলি। এক একটি মাছের ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি। ওড়িশার ধামরা থেকে এক মৎস্য ব্যবসায়ী এদিন দিঘা মোহনায় মাছগুলি নিয়ে আসে। মাছগুলি পৌঁছানোর পর রীতিমতো সেগুলিকে দেখার হিড়িক পড়ে যায় দিঘা মোহনায়। এই দুষ্প্রাপ্য তেলিয়া ভোলা মাছগুলি ১০০ থেকে ১৫০ নটিক্যাল মাইল গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায়। এই মাছের পটকা ও অন্যান্য অঙ্গ দিয়ে জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি হয়। এছাড়া এই মাছগুলি বিদেশেও রপ্তানি হয়। দিঘার জিকেটি আড়ত-এ এই মাছগুলির নিলাম হয়। মন্দার বাজারে এই বহুমূল্য মাছ পেয়ে খুশি মৎস্যজীবীরা। তেলিয়া ভোলাগুলি দেখতে ভিড় জমিয়েছেন দিঘার পর্যটকেরাও। দিঘায় কখনও এত বড় তেলিয়া ভোলা দেখা মেলেনি।

কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজনে এবং কোচবিহার জেলা ও পৌর যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহার লেন্স ডাউন হলে অনুষ্ঠিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কোচবিহারের জেলা শাসক পবন কাদিয়ান। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন, সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ সহ বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা। কোচবিহারের লেন্স ডাউন হলে এদিনের এই অনুষ্ঠান রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা পাঠ, নৃত্যের মধ্য দিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। অন্যদিকে, বুধবার ভেটাগুড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এর বাসভবনে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব। ১৩ বেঙ্গল বিএন এনসিসি এর উদ্যোগে রাখি পূর্ণিমার বিশেষ দিনে আয়োজিত হয় রাখি বন্ধন উৎসব। এদিন এনসিসি ক্যাডেটেরা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়িতে যায় এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে রাখি পরিয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে। এদিন এই রাখি বন্ধন উৎসবে শামিল হয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক প্রত্যেকের হাতে উপহার তুলে দেন। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি এনসিসির ক্যাডেটরা এদিন সেখানে থাকা নিশীথ প্রামাণিকের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে রাখি পড়ায়।

মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ উদ্বোধন হলো ট্রমা কেয়ার ইউনিট

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ আগস্ট ঃ কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিকেল কলেজে আনুষ্ঠানিক ভাবে আজ উদ্বোধন হলো ট্রমা কেয়ার ইউনিটের। আজ ফিতা কেটে এই ট্রমা কেয়ার ইউনিট - এর উদ্বোধন করেন মেডিকেল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলাশাসক পবন কাদিয়ান সহ হাসপাতালের বিভিন্ন আধিকারিকরা। ২০ শয্যা বিশিষ্ট এই ট্রমা কেয়ার ইউনিট চালু হওয়ায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। জানা যায় ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ব্যায় করে এই ট্রমা কেয়ার ইউনিট টি তৈরি করা হয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সহ রয়েছে দুটি ওটি।

ময়নাগুড়িতে হাতিকে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষার শপথ নিলেন পরিবেশপ্রেমীরা

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের গরুমারার রামশাই মেদলা ক্যাম্পে হাতিকে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষার শপথ নিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। বুধবার চার কুনকি হাতির জন্য তাঁরা বন দফতরের হাতে রাখি তুলে দিয়েছেন। মেদলা ক্যাম্পের চার কুনকি হাতি শিলাবতী, আমনা, রাজা, অরণ্যের জন্য রাখি তুলে দিয়ে তাদের সংরক্ষণের বার্তা দিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশপ্রেমী অর্ণির্বাণ মজুমদার জানান, গত কয়েক বছর ধরে রাখি পূর্ণিমায় এভাবে তাঁরা দিনটিকে উদ্‌যাপন করে আসছেন। চারিদিকে যেভাবে হাতি মানুষ সংঘাত চলছে এবং যেভাবে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই হাতির মৃত্যু ঘটছে, তা সত্যিই চিন্তার। তাই এদিন রাখি পরিয়ে হাতিদের রক্ষার অঙ্গীকার করা হল। চার কুনকি হাতিকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে পরে রাখি পরিয়ে দেন বন দপ্তরের মাহুতেরা। এরপর হাতিদের মুখে তুলে দেওয়া হয় তাদের প্রিয় খাবার। পাশাপাশি হাতির মাহুত পাতাওয়ালা সহ বনকর্মীদেরও রাখি পরিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গরুমারা সাউথের রেঞ্জার অয়ন চক্রবর্তী।

কোচবিহারে তৈরি হতে চলেছে লন্ডন টাওয়ারের আদলে ক্লক টাওয়ার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩০ আগস্ট ঃ ইতিমধ্যেই হেরিটেজের তালিকায় রয়েছে রাজার শহর কোচবিহার। কোচবিহার শহরের এবার তৈরি হতে চলেছে লন্ডন টাওয়ারের আদলে ক্লক টাওয়ার। কোচবিহার শহরকে সাজিয়ে তুলতে ইতিমধ্যেই কোচবিহার শহরের প্রবেশ দ্বারে তৈরি হযেছে একটি গেট। এবার কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র হরিসপাল চৌপতিতে তৈরি হচ্ছে একটি ক্লক টাওয়ার। গতকাল রাতে সেই ক্লক টাওয়ারের ভূমি পূজো এবং মাটির পরীক্ষা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ কোচবিহার পৌরসভার কাউন্সিলররা।

নদীয়া ও পুরুলিয়ায় ডাকাতি, স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ঃ একই দিনে নদীয়া ও পুরুলিয়ার স্বর্ণগহনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রয় সংস্থায় ডাকাতির জেরে বুধবার নিজেদের নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চিঠি দিচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি। বউবাজার এলাকায় প্রচুর সোনার দোকান রয়েছে। রাজ্যের প্রায় ২৮ হাজার স্বর্ণ ব্যবসায়ী রয়েছে। সরকার আগামী দিনে তাঁদের জন্য কী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে, তা নিয়েই স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি দিচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় চার জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নদীয়ার রানাঘাট ও পুরুলিয়ায় ডাকাতির ঘটনায় চলে কুড়ি মিনিটের একটা অপারেশন। প্রথমে দু'জন ক্রেতা সেজে ভিতরে ঢোকেন। নিয়ম মাফিক গেট বন্ধ করে দেন নিরাপত্তাকর্মীরা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে পিছনে ঢোকেন আরও ৯ জন। তাঁরা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে গেট খুলে ভিতরে ঢোকেন। কর্মীদের ভয় দেখাতে শোরুমের মধ্যে গুলি চালান। তারপর সিসিটিভি-র হার্ড ডিস্ক খুলে নেওয়া হয়। চলে লুঠপাট। মূল্যবান পাথর, সোনা-হীরে-রূপোর গয়না-সহ সবই লুঠ করে নিয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে, ঘণ্টা খানেকের ব্যবধানে ওই স্বর্ণগহনা প্রস্তুতকারক ও বিক্রয় সংস্থার পুরুলিয়ার আউটলেটেও ডাকাতি হয়। একই পদ্ধতিতে। দুটি আউটলেট মিলিয়ে ৮ কোটির গয়না লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্যে গত কয়েক মাসে ছোটখাটো একাধিক সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বারাকপুরের পর শক্তিগড়েও সোনার দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে বাধা পেয়ে গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। এইভাবে পরপর ডাকাতির ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত রাজ্যের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। এবার নিরাপত্তার দাবিতে আবেদন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রদফতরের কাছে আবেদন জানাবেন আতঙ্কিত স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।

বিপর্যয়ের জোড়া ফলায় কোথাও সেতুই নেই, ভেলায় নদী পারাপার কোথাও ধস সড়কে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৩০ আগস্ট ঃ একপ্রান্তে সেতুতে ধস, অপরপ্রান্তে সেতু না থাকায় কংসাবতী নদীতে চলছে বাঁশের ভেলায় পারাপার। সমস্যায় পুরুলিয়ার আড়ষার মানুষজন। দ্রুত সেতু সংস্কারের দাবি গ্রামবাসীদের। পুরুলিয়া থেকে বেলডি হয়ে আড়ষা যাওয়ার পথ গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়ক। এই সড়কের মাঝে থাকা কংসাবতী নদীতে ধস নামায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুই প্রান্তের বাসিন্দারা। সেতুতে ধস নামার পর থেকে একমাস ধরে দুর্ভোগের শিকার আশপাশের প্রায় তিরিশটিরও বেশি গ্রামের মানুষ। আপাৎকালীন সময়ে গ্রামে অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছাতে গেলে ১৫-১৬ কিমি বেশি পথ ঘুরে গ্রামে পৌঁছাতে হচ্ছে। কংসাবতী নদী থেকে অবাধে বালি উত্তোলনের কারণেই সেতুর এই ভগ্নদশা বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদের। গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত সেতুটির সংস্কার করা হোক। শিলান্যাসের পরেও দীর্ঘ ৭ বছর সেতু তৈরির কাজ থমকে। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেরাই কংসাবতী নদীর উপর বাঁশের সেতু তৈরি করে পারাপার শুরু করেছেন। আড়ষা ব্লকের বামুনডিহা ও পুরুলিয়া ১ নম্বর ব্লকের কাঁটাবেড়া গ্রামের সংযোগস্থল কংসাবতী নদীতে অস্থায়ী বাঁশের সেতু দিয়ে যাতায়াত করছেন গ্রামবাসীরা। এতে ঝুঁকি থাকলেও, নিরুপায় গ্রামবাসীরা। ২০১৬ সালে এই বামুনডিহা ও কাঁটাবেড়া গ্রামের মাঝে কংসাবতীর উপর ১৪৭ মিটার সেতু নির্মাণের জন্য পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের খাতে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। কিছুটা এগনোর পরে হঠাৎই সেতুর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে টানা প্রায় ৭ বছর ধরে স্থগিত সেতুনির্মাণের কাজ। চরম সমস্যায় বামুনডিহা, জুরাডি, তুম্বাঝালদা, কাঞ্চনপুর, কুদগাড়া, জামবাইদ, বিরচালি, মানপুর, আহাড়রা-সহ ১৫-২০ টি গ্রামের মানুষজন। বালি চুরির কারণে সেতুতে ধস নেমেছে বলে অভিযোগ পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর। দোষীদের আগে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে দ্রুত সেতু সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ। নদীর জল কমলে দ্রুত সেতু সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাতো। বামুনডিহা এলাকায় সেতু নির্মাণের বিষয়ে আলোচনার আশ্বাসও দিয়েছেন।

ফুল সহ কাঁচামালের দামে মূল্য বৃদ্ধি পেলেও নবদ্বীপে ফুলের রাখির চাহিদা যথেষ্ট ভাল

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ আগস্ট ঃ বুধবার দেশ জুড়ে মহাসমারোহে পালিত হলো রাখিবন্ধন বা রাখি পূর্ণিমা তিথি। যেখানে তুলো, সুতো, কাগজ সহ বিভিন্ন উপকরনের রাখির পসরা ছিল সর্বত্রই, তবে নদীয়ার নবদ্বীপে এসবের পাশাপাশি প্রচলিত আছে রজনীগন্ধা সহ বিভিন্ন ফুলের রাখির। আর বুধবার রাখি পূর্ণিমার দিন সকাল থেকেই নবদ্বীপ শহরের পোড়ামাতলা সহ বিভিন্ন এলাকায় কাগজ, তুলো, সুতো সহ বিভিন্ন রকমের রাখির পাশাপাশি ফুলের দোকানেও ছিল ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় ফুলের রাখি কেনার জন্য। তবে বিক্রেতাদের দাবী রজনীগন্ধা ফুলের দাম এবছর চারশো টাকা কেজি দরে কিনতে হয়েছে, সাথে বিভিন্ন উপকরনের দামেও ঘটেছে বৃদ্ধি, ফলে এবছর কিছু টা বৃদ্ধি পেয়েছে ফুলের রাখি, তারা জানায় এবছর ফুলের রাখি প্রতি পিস ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতারা আরও জানান, মূল্য বৃদ্ধি তে ক্রেতাদের চিন্তার ভাঁজ পড়লেও বছরে একটা দিন দাদা- ভাইদের জন্য কেউ আবার তারে আরাধ্য দেবতার জন্য ফুলের রাখি এই দামে কিনতে পিছু পা হচ্ছে না, চাহিদা যথেষ্ট ভাল আছে। তবে রাখি পূর্ণিমা বা রাখিবন্ধন উৎসব নিয়ে রয়েছে নানা মত বা কথা, বঙ্গভঙ্গ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর রবি ঠাকুর বাংলায় প্রচলন করেন রাখিবন্ধনের, যা আজও সম্প্রীতির বন্ধনের মাধ্যমে পালিত হয়। আবার অর্বাচীন পুরাণ মতে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন রাজ পুরোহিত রাজার হাতে বেঁধে দিতেন একটি সুতো, যার অর্থ ছিল প্রজাদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি। এভাবেই শুরু হয় রাখিবন্ধন। আবার কথিত আছে শিশুপাল বধের সময় সুদর্শন চক্রে শ্রীকৃষ্ণের হাতের কনিষ্ঠা কেটে যায় দ্রৌপদী তাঁর কাপাস তুলোর সুতোর তৈরি শাড়ির আঁচলের অংশ ছিঁড়ে তাঁর হাতে বেঁধে দেন। সেই প্রচলন হয় সুতোর বন্ধন বা রাখি বন্ধন।

বাংলাদেশ থেকে দুর্গাপুরের যৌনপল্লিতে পাচার নাবালিকা, গ্রেপ্তার ৩

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট ঃ বাংলায় পাচার করে দেওয়া হয়েছিল বাচ্চা মেয়েটিকে। কিন্তু সে, রক্ষা করতে পারলো না। শেষমেস মেয়েটিকে পুলিস উদ্ধার করল। এদিন দুর্গাপুরের যৌনপল্লি থেকে বাংলাদেশি নাবালিকা উদ্ধার। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় এক মহিলা-সহ তিনজনকে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, দুর্গাপুর থানা এলাকার কাদারোডে যৌনপল্লিতে এক নাবালিকাকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন সেখানকার মহিলারা। প্রথমে ওই নাবালিকাকে তাঁদের নিজস্ব সংগঠন দুর্বার মহিলা সমিতির কার্যালয় নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় দুর্গাপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। এরপর দফায় দফায় ওই নাবালিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ তদন্ত নেমে জানতে পেরেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি বাংলাদেশের ঢাকার কেরানিগঞ্জে। বেকারিতে কাজ দেওয়ার নামে মাস দেড়েক আগে ওই নাবালিকাকে রাজা নামের এক ব্যক্তি বনগাঁ সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আনে। তারপর হাত বদল হয়ে সোজা কাঁকসার পানাগড় গ্রামে। নাবালিকাকে জেরা করে পুলিশের হাতে উঠে আসে বিস্ফোরক তথ্য। পানাগড় গ্রামেই একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন বাংলাদেশের ঢাকা শহরের চারমিনার মাঠের বাসিন্দা পেশায় যৌনকর্মী সাইনুর বিবি। বেশ কিছুদিন ওড়িশায় এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার পর সম্প্রতি দুর্গাপুরের কাদারোডের যৌনপল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন। সাইনুরের বাবু' এখন সামী মুস্তাক আহমেদ এই পাচারের অন্যতম কিংপিন'। বনগাঁ সীমান্ত থেকে এই নাবালিকাকে মুস্তাকই গাড়ি করে পানাগড় গ্রামে নিয়ে আসে। সেই গাড়িও আটক করেছে পুলিশ। সাইনুর বিবি ও মুস্তাক আহমেদ দুর্গাপুর, বর্ধমান, আসানসোলে হোটেল ও বিউটি পার্লারে মহিলা যোগান দিত বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শুধু এই নাবালিকাই নয়, আরও এক বাংলাদেশী নাবালিকাকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে খবর। তাকে চেন্নাই পাচার করা হয়েছে। পানাগড় গ্রাম থেকে দুর্গাপুরে নিয়ে এসে এই নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হয় দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গির বাসিন্দা পাপ্পু রজকের হাতে। পাপ্পু আদতে দুর্গাপুরের যৌনপল্লির একজন দালাল। পাপ্পু ওই নাবালিকাকে পৌঁছে দেয় কাদারোডের সাইনুরের কোঠা'য়। ওই নাবালিকাকে এলাকায় ইতস্তত ঘুরতে দেখেই পুলিশের হাতে তুলে দেয় দুর্বার মহিলা সমিতি। সমিতির সম্পাদক বলেন, আমরা ওই নাবালিকাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি। এবার পুলিশ গোটা চক্রকে ধরুক এটাই চাই। সাইনুর বিবি, মুস্তাক আহমেদ ও পাপ্পু রজককে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই নাবালিকাকে বর্তমানে দুর্গাপুর মহিলা থানায় রাখা হয়েছে। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের এসিপি তথাগত পান্ডে বলেন, তিনজনকে এই পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলবে। পুলিস গোটা চক্রকে ধরার চেষ্টা করবে।

জলাশয় থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ, চাঞ্চল্য রাজগঞ্জে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ সোমবার থেকে নিখোঁজ পর অবশেষে বুধবার এক জলাশয় থেকে উদ্ধার হল ৩৫ বছর বয়সের এক যুবক মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসী কাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলাহাট সংলগ্ন এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই যুবকের নাম মন্টু সিংহ রায় (৩৫)। গত সোমবার এলাকারই এক বন্ধুর সাথে পাগলাহাটে যাওয়ার পর থেকে তিনি নিখোঁজ রয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে সোমবার এবং মঙ্গলবার তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে কিন্তু পাওয়া যায়নি। আজ বেলা দশটা নাগাদ তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে এক জলাশয়ের সামনে মৃতার দাদা তার ভাইয়ের জুতো এবং রুমাল দেখতে পরে থাকতে দেখতে পায়। এরপরই সন্দেহ হওয়ায় তিনি জলাশয়ে ভালো মতো চোখ মেলতেই কচুরিপানার ভিতরে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পরিবারের দাবি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কিছু হওয়ার জেনে এই ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে গোটা ঘটনাটির তদন্ত করছে বলে রাজগঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বালুরঘাটে চালু হল ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট ঃ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বালুরঘাটে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার বা মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ চালু করা হল। বুধবার সকালে বালুরঘাট জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে থাকা বিবেকানন্দ কনফারেন্স হলে এই ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণারের উদ্বোধন করেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক হরিশ রসিদ, জেলার সোশ্যাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরের ওসি তপন সরকার সহ অন্যান্যরা। জেলার থানা থেকে বিভিন্ন সরকারি অফিসে এবার থেকে থাকবে মাতৃদুগ্ধ পান কক্ষ। চলতি মাসের প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছিল এক মাসের মধ্যেই জেলার প্রতিটি অফিসে এই কক্ষ করতে চলেছে প্রশাসন। যাতে করে কোনও কর্মীর সন্তান বা কাজে আসা কোনও মায়ের সন্তান অভুক্ত না থাকে।

বালুরঘাটে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩০ আগস্ট ঃ দত্তপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর আরও বেশি সক্রিয় হয়েছে পুলিশ। রাজ্যজুড়ে চলছে অভিযান। উদ্ধার হচ্ছে নিষিদ্ধ শব্দবাজি। এবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য ১০ লক্ষ টাকারও বেশি। বুধবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের চকভৃগু পিডব্লিউডি পাড়ায় একটি বাড়ি থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক তরুণ নন্দীকে আটক করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইসি শান্তিনাথ পাঁজা।

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৮১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে -এর বাতিলকরণ, তারিখ: ১৪-০৮-২০২৩
টেন্ডার নং. ২৫-এপি-III-২০২৩ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৮১/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৪-০৮-২০২৩ প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ৭৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে -এর বাতিলকরণ, তারিখ: ০৭-০৮-২০২৩
টেন্ডার নং. ৩৯-এপি-I - ২০২৩ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৭৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৭-০৮-২০২৩ প্রশাসনিক কারণে বাতিল করা হয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রকল্প তত্ত্বাবধান সেবার যোগান
ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ২৮ অফ ২০২৩ তারিখঃ ২৮-০৮-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। [illegible] টেন্ডার মূল্য ২,১২,৮২,০৮৮/- টাকা। বায়না রাশি ২,০৬,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯.০৯.২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়: ১৯.০৯.২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। বিস্তারিতের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ দেখুন।
[illegible]
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১
০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ১২১৩, ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০, www.myhmc.in
এইচএমসিএইচ/ ডাবলু ডাবলু / পি-০৮/ ২৩-২৪ তারিখঃ ২৪.০৮.২০২৩
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
ই-বিজ্ঞপ্তির আহ্বান জানানো হচ্ছে, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার , এইচ এম সি, এর পক্ষ থেকে, নির্দেশিত পদ্ধতিতে ১) বার্ষিক কাজ এবং আঞ্চলিক ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ (ক্লোরিনেশান গ্যাসের/ হাইপো ক্লোরাইড মিশ্রণের সরবরাহ সহ) পিএম বস্তিতে শিবপুরে অলোকা সিনেমা হলের নিকটে এবং ২) বার্ষিক কাজ এবং আঞ্চলিক ক্লোরিনেশন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সাথে ক্লোরিনেশান গ্যাসের/ হাইপো ক্লোরাইড মিশ্রণের সরবরাহ সহ ফাঁসিতলা, হাওড়ায় প্রতিষ্ঠিত, নাম করা, সম্পদপূর্ণ, সত্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে যাদের এই ধরণের কাজে অভিজ্ঞতা আছে। এই সংক্রান্ত তথ্য সবিস্তরে পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশে এবং ই-ই-২ এর দফতরে https://wbtenders.gov.in. বিড জমা(অনলাইন) করার শেষ সময় তারিখ ০৫.০৯.২০২৩ বিকাল ৬টা পর্যন্ত। এইচ এম সি কর্তৃপক্ষের অধিকার আছে যেকোনো আবেদনপত্র কোনও রকম কারণ বর্ণনা ছাড়াই বাতিল করে দেওয়ার।
১৩২(১) / ২৩-২৪
২৯.০৮.২৩
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌর নিগম

Jiaganj-Azimganj Municipality
P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad
West Bengal; PIN-742122.
e-mail – jamunicipality@gmail.com
Phone: 03483-253222

Sl.	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1.	Construction of " Vehicles Shed " at Zone-B OHR Campus Ward No - 04 under Solid Waste Management (SWM), within Jiaganj - Azimganj Municipality.	2023_MAD_561103_1	18.9.2023
2.	Renovation and Beautification of Municipal Pond(Namely Kali Gatta) Vide land schedule Plot No-352, Mouza-Nehalia,Ward No-10 within Jiaganj Azimganj Municipality.	2023_MAD_561103_2	18.9.2023
3.	Renovation of existing pond namely "Suore Gatta " Vide plot no-338,339,Khatian No-238,369 in Azimganj Mouza , JL no- 239,at Bagunbari (Hunumantala) at ward no 12 within Jiaganj Azimganj Municipality.	2023_MAD_561103_3	18.9.2023
4.	Construction of "Shed for Conservancy Vehicles of AZIMGANJ Town" under Solid Waste Management (SWM) NEAR AZIMGANJ BURNING GHAT, Ward No - 17 within Jiaganj - Azimganj Municipality.	2023_MAD_561103_4	18.9.2023

Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

রেল কোচ রেস্টুরেন্টের জন্য ই-নিলাম
রেল কোচ রেস্টুরেন্টের জন্য ই-নিলাম, বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। [illegible] www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
ডিআরএম (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বেড়ানো

কলকাতা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে এই অজানা দ্বীপ

মাছরাঙা দ্বীপ। নামটা একেবারেই অচেনা, তাই না। কিন্তু জানেন কি কলকাতার কাছেই রয়েছে সেই জায়গা। সপ্তাহান্তের ছুটিতে অনায়াসেই কাটিয়ে আসা যায় সেখানে। কলকাতা শহর থেকে মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই মাছরাঙা দ্বীপ। যেখান থেকে দেখা যায় বাংলাদেশ। আর বর্ষায় ইলিশের স্বাদ নেওয়ার কথা ভুললে চলবে

কেন। বাংলাদেশ যখন কাছে তখন ইলিশ তো মিলবেই। দ্বীপটি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত। টাকির কাছেই তার অবস্থান। ইছামতি নদী এবং ভাসা নদীর মিলন স্থলে তৈরি হয়েছে দ্বীপটি। টাকিকে মিনি সুন্দরবন বলা হয়। এখান থেকে সু ন্দরী ম্যানগ্রোভ গাছের জঙ্গল দেখা যায়। ইছেমতী নদীর অপর পাড়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এই মাছরাঙা দ্বীপ থেকেও দেখা যায় বাংলাদেশ। এমনকী বাংলাদেশের জেলেদের মাছ ধরাও দেখা যায় এই দ্বীপ থেকে। এক দিনের ছুটিতেই এখান থেকে ঘুরে আসা যায়। ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে হাসনাবাদ লোকালে পৌঁছে যাওয়া যায় টাকি। স্টেশন থেকে অটোতে বা টোটোতে চলে আসুন ইছামতী নদীর পাড়ে। সেখান থেকে ছাড়ে নৌকা। সেই নৌকায় পৌঁছে যাওয়া যায় এই মাছরাঙা নদীর পাড়ে। যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার পছ ন্দ করেন তাঁদের পক্ষে এই মাছরাঙা দ্বীপ সেরা জায়গা। এই দ্বীপে অসংখ্য প্রজাতির পাখির দেখা মেলে। মাছরাঙা পাখি তো দেখা দেবেই। মাঝের লোভেই মাছরাঙা পাখি ভিড় করে এই দ্বীপে। সেই কারণেই এই দ্বীপের এই নাম করণ করা হয়েছে। মাছরাঙা দ্বীপে দিনের বেলা কাটিয়ে ফিরে আসুন টাকিতে। সেখানে থাকার অনেক জায়গা রয়েছে। শীতকালে অনেকেই মাছরাঙা দ্বীপে পিকনিক করতে আসেন। টাকি থেকে এই মাছরাঙা দ্বীপে পৌঁছতে ৩০ মিনিট সময় লাগে। অর্থাৎ নদীর অনেকটা ভেতরে রয়েছে জায়গাটি। এখানে তেমন কোনও বসতি নেই। পর্যটকরা ঘুরতে যান। আবার সেখান থেকে টাকিতে ফিরে আসেন। হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতি দ্বীপটি দেখাশোনা করে। সুন্দরবন যেতে কে না পছন্দ করেন। বর্ষা কালে তো কথাই নেই। ইলিশের টানে সুন্দরবনে ছোটেন পর্যটকরা। তবে সেখানে লঞ্চে করে ঘুরতে হয় সুন্দরবনের খারিতে। তার আগে অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু এবার পর্যটকদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর। জাহাজে করে সুন্দরবন ভ্রমণ। অনেকেই শুনে চমকে যাবেন। কিন্তু বাস্তবে এটাই ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতর জাহাজে সু ঃদরবন ভ্রমণের আয়োজন করেছে।

মন ভরে যাবে এমভি সর্বজায়া পর্যটকদের নিয়ে পারি দেয় সু ঃ দরবনে। প্রথমে বিবাদি বাগে পর্যটন দফতরের অফিসে রিপোর্টিং করতে হয়। সেখান থেকে পর্যটন দফতর সব ব্যবস্থা করেন পর্যটকদের জন্য। বিবাদিবাগ থেকে ভলভো বাসে করে বাসন্তি হাইওয়ে দিয়ে বাস ছোটে। আড়াই ঘণ্টার লাগে সোমনাখালি পৌঁছতে। সেখানেই থাকে এমভি সর্বজায়া। তারপরে সেখান থেকে সুন্দরবনের পথে রওনা দেবে গাড়িটি। বাসে চাপার পরেই সব পর্যটক দের ব্রেকফাস্ট দিয়ে দেওয়া হয়। সোনাখালিতে মাতলা-হোগল নদীর উপরে দাঁড়িয়ে থাকে জাহাজ। নৌকা করে জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়। দুপুর ১২টায় ছাড়ে এমভি সর্বজায়া। জাহাজের মধ্যে এসি ডেকও রয়েছে। অনেকটা ২ টিয়ার এসি কামরার মতো ব্যবস্থা। টু টিয়ার এসি কামরার মতোই এখানে বালিশ, চাদর , কম্বল, টাওয়েল দেওয়া হয়। আবার নন এসি ডেকও রয়েছে। সেখানে এসির মতোই ব্যবস্থা কেবল এসি থাকে না। আবার চাইলে কেবনেও থাকতে পারেন। যেমনচটা জাহাজে রয়েছে। লোয়ার ডেকেও রয়েছে সেই সব থাকার জায়গা। আবার আপার ডেকে ডাইনিং আড্ডা মারার জায়গা। এখানে বসে চারিদিকের জঙ্গল দেখা যায়। খাবার খাওয়ার মজা এখানে আলাসা। দুপাশে দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্গল। জাহাজের মধ্যেই হয় রান্না।

মাঝে মাঝে হল্ট দেয় জাহাজ। নৌকা করে নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন ঘাটে। সেখান থেকে জঙ্গলের ভেতরে ঘুরিয়ে আনা হয় পর্যটকদের। সুতানুখালি ঘাট। যেখানে রয়েছে বনদেবী আর দক্ষিণ রায়েরক মন্দির। তারপরেই ভয়ঙ্কর বাঘের দর্শন পাওয়া যায়। ওয়াচ টাওয়ারে বসে বাঘের সন্ধান দেখতে পারেন। যদিও সচরাচর তিনি দেখা দেন না। অক্টোবর মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে এই জাহাজ। এখান থেকে সজনে খালিও দেখানো হয়। খাবার-দাবার একেবারে বাড়ির মতো। সেদিন রাত্রি বাস করার পর পরের দিন নির্ধারিত সময়ে সোনাখালি পৌঁছয়। বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে আবার সোনাখালি থেকে বাস বিবাদিবাগে পৌঁছে যায় পর্যটকদের নিয়ে। কাজেই একেবারে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর বললে ভুল হবে না।

বেড়াতে যাওয়ার ঠিকানা পুরুলিয়া, পুজোর আগে চালু হবে ট্রেকিং রুট

জঙ্গলে রয়েছে শাল, পিয়াল, মহুয়া, বহড়া, কুসুমের মত বৃক্ষরাশি

রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে চোখ টানছে দুয়ারসিনি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র। সেই সঙ্গে এই পর্যটন প্রকল্প দেখভাল করে লাভের মুখ দেখছে পুরুলিয়ার বান্দোানের আসনপানি যৌথ বন পরিচালন কমিটি। এই প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র-ই ওই কমিটিকে স্বনির্ভর করে তুলেছে। তাই বাংলার একেবারে শেষ ঠিকানা বান্দোয়ানের দুয়ারসিনি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্রকে ঘিরে কৌতুহল বাড়ছে। পুরুলিয়ার কংসাবতী দক্ষিণ বন বিভাগের বান্দোয়ান দুই বনাঞ্চলের মধ্যে রয়েছে এই প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র। কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে বনদপ্তরের স্টেট ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির মাধ্যমে এই কেন্দ্র চলছে। ২০২১-২২ আর্থিক বছরে এই কেন্দ্র থেকে বনদপ্তর আয় করেছে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ২০০ টাকা। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে আয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৮০ হাজার ৭২০ টাকা। যেহেতু এই কেন্দ্র যৌথ বন পরিচালন কমিটি দেখভাল করছে তাই বিধি অনুযায়ী আয়ের ২৫ শতাংশ টাকা তারা পাচ্ছেন। ওই নিরিখে ২০২১-২২ আর্থিক বছরে ওই কমিটি হাতে পেয়েছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ টাকা। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে তাদের হাতে এসেছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, দুয়ারসিনি প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র থেকে আয় বাড়ছে। লাভের মুখ দেখছে ওই কেন্দ্র চালানো আসনপানি যৌথ বন পরিচালন কমিটি। ওই পর্যটন প্রকল্প থেকে তারা স্বনির্ভর হয়েছেন।

ওই ভ্রমণ কেন্দ্রের কটেজের পিছনেই রয়েছে একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ে পর্যটকদের নিয়ে যেতে পুজোর আগেই যাতে ট্রেকিং রুট খোলা যায় সেই চেষ্টা করছে কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ। ডিএফও জানান, কটেজ থেকে ওই পাহাড়ের দূরত্ব কম বেশি ৩ কিলোমিটার। সেই পাহাড়ে পর্যটকদের নিয়ে যেতে ট্রেকিং রুট আমরা চালু করছি। ওখানে বসার জায়গা থাকবে। এছাড়া ওই ক্যাম্পাসে দুটো টেন্ট বসানোরও পরিকল্পনা নিয়েছে বনদপ্তর। বর্তমানে এই পর্যটন প্রকল্পে তিনটি কটেজ রয়েছে। রযেছে দুটো

ডরমেটরি। অফবিট টুরিজম হিসাবেই দুয়ারসিনিকে তুলে ধরেছে কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ। কটেজের ভাড়া ২ হাজার ২৪০ টাকা। ডরমেটরি মাত্র ২০০ টাকা। ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেখানকার মাটির ছোঁয়াতেই তৈরি করা হয়েছে এই কটেজ। কটেজের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে সাতগুড়ুম নদী। এই জঙ্গলে রয়েছে শাল, পিয়াল, মহুয়া, বহড়া, কুসুমের মত বৃক্ষরাশি। মাঝেমধ্যে নানা পাখির ডাক আর জঙ্গলের নির্জনতায় যেন হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা এই দুয়ারসিনি। কপাল ভাল থাকলে বুনো হাতি ছাড়াও চিতল হরিণ, বুনো শুয়োর, গন্ধগোকুল, ডোরাকাটা হায়না, এমনকী নেকড়ের মুখোমুখিও হয়ে যেতে পারে পর্যটকের দল। তাই জঙ্গলে ট্রেকিং করার সময় অ্যাডভেঞ্চার টুরিজমে কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করতেই হবে। এই পর্যটন প্রকল্পের মধ্য দিয়েই বাংলা-ঝাড়খন্ড টুরিজম সার্কিট যুক্ত হয়েছে। দুয়ারসিনি থেকে প্রায় ২০ কিমির মধ্যেই ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার গালুডি ও ঘাটশিলা। এই কেন্দ্রে পা রাখলে অনায়াসে বেড়ানো যাবে ঝাড়খণ্ডের দলমা পাহাড় ছুঁয়ে থাকা গালুডি-ঘাটশিলা। বান্দোয়ান থেকে প্রায় ১৭ কিমি দূরে কুঁচিয়া বিটের এই দুয়ারসিনি। বাম আমলে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকৃতি ভ্রমণ কেন্দ্র চালু হয়। তখন এই কটেজ পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের অধীনে ছিল। তাদের পর্যটন পুস্তিকায় একেবারে শেষ ২০ নম্বরে নাম ছিল এই কেন্দ্রের। উদ্বোধনের পর বছর পাঁচেক এখানে পর্যটন ব্যবসা জমে উঠলেও পরবর্তীকালে মাওবাদী আতঙ্কে ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যে পালাবদলের পর ২০১৬ সালে এই কেন্দ্রকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুলতে কাজ শুরু হয়। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি নতুন চেহারায় এই কেন্দ্র চালু করে বনদফতর। তাই ।ার দেরি নয়, এখনই খোঁজ খবর করতে শুরু করে দিন পূজো তো এস গেল।

ভুবনেশ্বর-নয়াদিল্লি-ভুবনেশ্বর রাজধানি এক্সপ্রেস এখন তেজস রাজধানি এক্সপ্রেস

কলকাতা, ৩০শে আগস্ট, ২০২৩। ২২৮২৩২২৮২৪ এবং ২২৮১১২২৮১২ ভুবনেশ্বর-নয়া দিল্লি-ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেসের LHB কোচগুলি LHB তেজস কোচ দিযে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওযা হযেছে। ঙ ২২৮২৩২২৮২৪ ভুবনেশ্বর-নয়া দিল্লি-ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস টাটানগর হযে ৩১.০৮.২০২৩ তারিখে ভুবনেশ্বর এবং নযাদিল্লি থেকে LHB তেজস কোচের সাথে চলবে। ঙ ২২৮১১২২৮১২ ভুবনেশ্বর-নযা দিল্লি-ভুবনেশ্বর রাজধানী এক্সপ্রেস ভুবনেশ্বর থেকে ৩০.০৮.২০২৩ তারিখে আদ্রা হযে এবং নযাদিল্লি থেকে ০১.০৯.২০২৩ তারিখে LHB তেজস কোচের সাথে চলবে।

প্রাক-নন-ইন্টারলক নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির নিয়ন্ত্রণ

গোরখপুর, ৩০ অগাস্ট ঃ পরিচালন সুবিধার জন্য, উত্তর রেলওয়ের বারাণসী জংশন রেলওয়ে প্রশাসন খুলে দিয়েছে। ইয়ার্ডের রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, প্রাক-নন-ইন্ট ারলকনন-ইন্ট ারলকিং কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির ডাইভারশন এবং নিয়ন্ত্রণ নিম্নরূপ করা হবে। রুট পরিবর্তন-- ১৪২১৪ বারাণসী সিটি-বাহরাইচ এক্সপ্রেস, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত বারাণসী শহর থেকে চলমান, জৌনপুর-জাফরাবাদ-মাদিয়াহু-জাংহাই-লোহতা রুট দিয়ে চলবে।- ১৪২১৩ বাহরাইচ-বারাণসী সিটি এক্সপ্রেস ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত বাহরাইচ থেকে চলমান পরিবর্তিত রুট লোহতা-জাংহাই-মাদিয়াহু-জাফরাবাদ-জৌনপুর দিয়ে চলবে।- ১৪০১৭ রাক্সৌল-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস, ৩১, ০৭, ১৪, ২১, ২৮, ০৫ সেপ্টেম্বর এবং ১২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রাক্সৌল থেকে চলমান, তার নির্ধারিত রুট বারাণসী সিটি-বারাণসী জং-অযোধ্যা ক্যান্ট-লখনউ-এর পরিবর্তে পরিবর্তন করা হয়েছিল। আলমনগর। রুটটি চলবে শাহগঞ্জ-আউড়িহার-জৌনপুর হয়ে।- ১৪০১৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-রাক্সৌল এক্সপ্রেস ০৬, ১৩, ২০, ২৭ সেপ্টেম্বর, ০৪ এবং ১১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলমান তার নির্ধারিত রুট আলমনগর-লখনউ-অযোধ্যা ক্যান্ট -বারাণসী জং-বারাণসী সিটি থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে। শাহগঞ্জ-জৌনপুর-আউরিহার হয়ে চলবে।- ১৪০০৭ রাক্সৌল-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০১, ০৬, ০৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯ সেপ্টেম্বর, ০৪, ০৬, ১১ এবং ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রাক্সৌল থেকে তার নির্ধারিত রুটে চলবে বারাণসী সিটি- বারাণসী জং. -সুলতানপুর-লখনউ-আলমনগরের পরিবর্তে, পরিবর্তিত রুট জৌনপুর-আউরিহার-জাফরাবাদ-সুলতানপুর হযে চালানো হবে।- ১৪০০৮ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-রাক্সৌল এক্সপ্রেস ৩১ আগস্ট, ০৫, ০৭, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২৬, ২৮ সেপ্টেম্বর, ০৩, ০৫, ১০, ১২ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলমান তার নির্ধারিত রুটে চলবে আলমনগর- লখনউ-সুলতানপুর-বারাণসী জং-বারাণসী সিটির পরিবর্তে, পরিবর্তিত রুটটি সুলতানপুর-জাফরাবাদ-জৌনপুর-আউরিহার হযে চলবে।- ১৪০১৫ রাক্সৌল-আনন্দ বিহার টার্মিনাস এক্সপ্রেস ০৩, ০৫, ১০, ১২, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬ সেপ্টেম্বর, ০১, ০৩, ০৮ এবং ১০ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রাক্সৌল থেকে চলমান তার নির্ধারিত রুটে বারাণসী জে-ভারানা চলবে -সুলতানপুর। -লখনউ-আলমনগরের পরিবর্তে পরিবর্তিত রুট আউরিহার-জৌনপুর-জাফরাবাদ-সুলতানপুর হয়ে চালানো হবে।- ১৪০১৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাস-রাক্সৌল এক্সপ্রেস ০১, ০৩, ০৮, ১০, ১৫, ১৭, ২২, ২৪, ২৯ সেপ্টেম্বর, ০১, ০৬, ০৮, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে চলমান তার নির্ধারিত এলাম রুটে থাকবে -লখনউ।

নারীঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে দোষীদের আইন অনুযায়ী দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা

আগরতলা, ৩০ আগস্ট ঃ রাজ্যের মহিলাদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নযনের পাশাপাশি তাঁদের সুরক্ষার বিষযটিকেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিযেছে। রাজ্যের কোথাও নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনা ঘটলে তক্ষণা পদক্ষেপ নেওযা হচ্ছে। এক্ষেত্রে দোষীদের আইন অনুযাযী দ্রুত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাখিবন্ধন উসব উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা রাজ্যের সমস্ত বোনেদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের মঙ্গল কামনা করে এ কথা বলেন।

মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের মহিলারা যাতে রাস্তায নির্ভযে চলাফেরা করতে পারেন, সে লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হয়েছে। তাছা।া প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী নারী স্বশক্তিকরণের লক্ষ্যে বহু প্রকল্প চালু করেছেন।

বর্তমান রাজ্য সরকার শুরু থেকেই রাজ্যে মহিলা সশক্তিকরণের লক্ষ্যে গুরুত্ব দিযে কাজ করছে। মহিলা স্বশক্তিকরণে সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হযেছে। এছাড়াও সরকারি মার্কেট স্টল ও শপিং কমপ্লেক্স বণ্টনের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হযেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে ছাত্রীরা বিনা বেতনে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন। নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্রীদের বিনামূল্যে বাইসাইকেল প্রদান করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায ১ লক্ষ বাইসাইকেল ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হযেছে। পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায সফল মেধাবী ছাত্রীদের বিনামুল্যে স্কুটি দেওযার উদ্যোগও রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে প্রায ৫০ হাজারের মতো স্ব-সহাযক দল রযেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। স্ব-সহাযক দলগুলোকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার জন্য রিভলভিং ফান্ড দেওযা হচ্ছে।

পরিকাঠামোর উন্নয়নমূল কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করেছে

মালিগাঁও, ৩০ আগস্ট ঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের অধীনে গোরখপুর ক্যান্ট. ও কুশমহি স্টেশনের মধ্যে প্রি নন-ইন্ট ারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সেকশন দিয়ে অতিক্রম করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল অথবা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। ট্রেনের বাতিলকরণ-

. ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ১৫৬২১ (কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) ও ট্রেন নং. ১৫৬২২ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল-কামাখ্যা) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ৪ সেপ্টেম্বর ও ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ১৫৬৫১ (গুয়াহাটি-জম্মু তাওয়াই) ও ট্রেন নং. ১৫৬৫২ (জম্মু তাওয়াই-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ৪ সেপ্টেম্বর ও ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ১৫০৭৮ (গোমতি নগর-কামাখ্যা) ও ট্রেন নং. ১৫০৭৭ (কামাখ্যা-গোমতি নগর) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ৩ সেপ্টেম্বর ও ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৫৬১৬ (গুয়াহাটি-উদয়পুর সিটি) ও ট্রেন নং. ০৫৬১৫ (উদয়পুর সিটি-গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ৩০ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৪৬৫৪ (অমৃতসর জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) ও ট্রেন নং. ০৪৬৫৩ (নিউ জলপাইগুড়ি-অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

. ২ সেপ্টেম্বর ও ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যথাক্রমে ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ (কাটিহার-অমৃতসর জং.) ও ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ (অমৃতসর জং.-কাটিহার) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তন-

. ৩০ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭০৭ (কাটিহার জং.-অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি ছাপরা জং., গাজিপুর সিটি, বারাণসী জং., বানারস, প্রয়াগরাজ জং. ও কানপুর সেন্ট্রাল হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

. ৩০ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭০৮ (অমৃতসর জং.-কাটিহার জং.) এক্সপ্রেস ট্রেনটি কানপুর সেন্ট্রাল, প্রয়াগরাজ জং., বানারস, বারাণসী জং., গাজিপুর সিটি ও ছাপরা জং. পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ-

এছাড়াও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ৩ সেপ্টেম্বর তারিখে ট্রেন নং. ১৫৬৫৫ (কামাখ্যা-শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় পুনর্নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গন্তব্যস্থল শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী কাতরা স্টেশন যাওয়ার জন্য কামাখ্যা স্টেশন থেকে ট্রেনটি ১১.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩.০০ ঘণ্টায় রওনা দিবে।

Name Change

I, BARKUT SEIKH is wrongly recorded in my Passport No- M9963288, S/o- AKSAD SK. Residing at Vill - Belgram, Post- Panchthupi, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742161, West Bengal. Shall henceforth be known as BARKAT SK. That my name BARKAT SK and BARKUT SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AKSED SEIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- M9963288, S/o- MABED SK. Residing at Vill - Belgram, Post- Panchthupi, Ps- Burwan, Dist- Murshidabad, Pin- 742161, West Bengal. Shall henceforth be known as AKSAD SK. That my name AKSAD SK and AKSED SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABAIDA SK is wrongly recorded in my Son's Passport No- V5637911, S/o- AULAAD SEIKH. Residing at Vill - Pachim, Post- Margram, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742147, West Bengal. Shall henceforth be known as BAIDAR SK. That my name BAIDAR SK and ABAIDA SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad

Name Change

I, SERAJUL SEKH S/o- SEKH SOLEMAN, Residing at Vill - Nutan Nagharia, Post- Nagharia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. That my name SERAJUDDIN SEIKH is wrongly recorded in my Son's Passport No- A9550305. Shall henceforth be known as SERAJUL SEKH. That my name SERAJUL SEKH and SERAJUDDIN SEIKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, AGARUL HAQUE is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- SARAFAT SHAIKH. Residing at Vill - Chaitanyapur, Post- Jasohari, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742147, West Bengal. Shall henceforth be known as AJARUL HAQUE. That my name AJARUL HAQUE and AGARUL HAQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ABUWAFA MALITYA is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- ALTAF HOSSAIN. Residing at Vill - Shyamnagar miapara, Post- Shyamnagar, Ps- Nowda, Dist- Murshidabad, Pin- 741156, West Bengal. Shall henceforth be known as MD ABU WAFA. That my name MD ABU WAFA and ABUWAFA MALITYA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD IMTIAJ ALI is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- ABDUR RAHIM BISWAS. Residing at Vill - Nowdapara, Post- Daulatabad, Ps- Daulatabad, Dist- Murshidabad, Pin- 742302, West Bengal. Shall henceforth be known as INTAJ ALI. That my name INTAJ ALI and MD IMTIAJ ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I AKBAR ISMAIL NIMACHWALA (OLD NAME) SON OF ISMAIL FIDAHUSSAIN NIMACHWALA RESIDING AT BL-2,FLAT-7A2,158A NASKARHAT, PICNIC GARDEN ROAD,PS-TILJALA, KOLKATA - 700039, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKBAR NIMACHWALA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/08/2023.THAT AKBAR ISMAIL NIMACHWALA AND AKBAR NIMACHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jalil Molya & Abdul Jalil Molla (old name) S/O Sekendar Molla Presently residing at Vill: Simultala, PO- Kanthalberia, PS- Basanti, Simultala, Baruipur, West Bengal 743 329 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) JALIL MOLLA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. Jalil Molya, Abdul Jalil Molla and JALIL MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I, KAUSHIK BISWAS (old name) S/O PRABIR BISWAS Presently residing at O-60/10/A FATEPUR 2ND LANE ,GARDEN REACH KOLKATA 700024 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) KOUSHIK BISWAS, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. KAUSHIK BISWAS and KOUSHIK BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, MD MOHASIN MONDAL (old name) S/O KASEM ALI MONDAL Presently residing at South Nibra, Mondalpara, Howrah-711409 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MOHOSIN ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. MD MOHASIN MONDAL and MOHOSIN ALI MONDAL both are same and one identical person..

Name Change

I, MD MASROOF ALAM (old name) S/O MOHAMMED MAROOF Presently residing at 22A, Chandra Nath Roy Road, PS-Tiljala, Kolkata-700039 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) NIDA IMRAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. MD MASROOF ALAM and NIDA IMRAN both are same and one identical person.

Name Change

I, MD MERAJ HUSSAIN (old name) S/O ABUL HASSAN Presently residing at 23, Topsia Road, PS-Tiljala, Kolkata-700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MD MERAJ, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. MD MERAJ HUSSAIN and MD MERAJ both are same and one identical person

Name Change

I, MANJILA MANDAL (old name) W/O ALAUDDIN MONDAL Presently residing at U-90, M.S. Darga Lane, PS-Rajabagan, Kolkata-700018 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MANJILA BEGUM, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. MANJILA MANDAL and MANJILA BEGUM both are same and one identical person.

Name Change

I, TABUL CHANDRA alias SRI TABUL CHANDRA (old name) S/O BIREN BARMAN Presently residing at Vill-Bara, PO-Thakurnagar, PS-Gaighata, N. 24 Pgs-743287 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TABUL CHANDRA BARMAN, vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. TABUL CHANDRA, SRI TABUL CHANDRA and TABUL CHANDRA BARMAN both are same and one identical person.

Name Change

I, MITHU MONDAL (old name) W/O DINESH RANJAN MONDAL Presently residing at Vill-Sitala Paschim, PO+PS- Sonarpur, S. 24 Pgs-700150 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) MITHU MONDAL PAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. MITHU MONDAL and MITHU MONDAL PAL both are same and one identical person.

Name Change

I, HANUFA BEGAM (old name) W/O JALALUDDIN MALLICK Presently residing at VTC: Girigarnagar, PO: Ibrahambad Sonadanga, East Bardhaman-713422 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) HANUFA MALLICK, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. HANUFA BEGAM and HANUFA MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, YOUNUS ALI MOLLA(old name) S/O HASAN ALI MONDAL Presently residing at Panchur Molla Para, PO-Bidhangar, Dist-South 24 Pgs, Pin-700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) YOUNUS ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. YOUNUS ALI MOLLA and YOUNUS ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, ANGUR BIBI(old name) W/O YOUNUS ALI MONDAL Presently residing at Panchur Molla Para, PO-Bidhangar, Dist-South 24 Pgs, Pin-700066 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANGURA BIBI, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. ANGUR BIBI and ANGURA BIBI both are same and one identical person.

Name Change

I, YOUNUS ALI MONDAL S/O HASAN ALI MONDAL Presently residing at Panchur Molla Para, PO-Bidhangar, Dist-South 24 Pgs, Pin-700066 West Bengal, India, do hereby solemnly affirm & declaring my son's actual name SALAHIN ALI MONDAL instead of MD SALEHIN ALI MONDAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. SALAHIN ALI MONDAL and MD SALEHIN ALI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change

I, SUMANA MUKHOPADHYAY (old name) W/O SRINATH MUKHOPADHYAY Presently residing at Ozone, Block-3, Flat-5B, 2060, Dakshin Kumrakhali, Rajpur Sonarpur(M), Baruipur-700103 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SUMANA BANDYOPADHYAY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. SUMANA MUKHOPADHYAY and SUMANA BANDYOPADHYAY both are same and one identical person.

Name Change

I, SHIMMY NAAZ alias SHIMMY NAZ (old name) W/O ASGHAR KAMAL Presently residing at BUILDING 16H/6, GORA CHAND ROAD, PO-ENTALLY, KOLKATA-700014 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SNIME NAAZ, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 30/08/2023. SHIMMY NAAZ, SHIMMY NAZ and SNIME NAAZ both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJENDRA KUMAR JAIN, SON OF LATE JES RAJ JAIN , RESIDENT OF 2A VICTORIA TERRACE,4TH FLOOR, KOLKATA-700017, HAVE CHANGED MY NAME TO RAJENDRA KUMAR SARAOGI AND I SHALL HEREAFTER BE KNOWN AS RAJENDRA KUMAR SARAOGI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 30/08/2023

অনুপম বকলমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ভূমিকায় পরিদর্শন করছেন বাজির কারখানা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৩০ আগস্ট ঃ বিজেপি দল, বিজেপির নেতৃত্বই বকলমে কেন্দ্রীয় সরকারি পরোয়ানা। বুধবার বোলপুর লাগোয়া বহু পুরাতন সুরুলের বাজির কারখানা পরিদর্শন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অনুপম হাজরা। রবিঠাকুরের সময় থেকে এই বাজির কারখানা চলছে। কারখানার বর্তমান মালিক চিন্ময় মালাকার ও কর্মী বিশ্বজিত বাগদিরা অর্ডারের অভাবে এমনিতেই ধুঁকছে। বুধবার এই কারখানা পরিদর্শনের পর তারাপীঠে আসেন অনুপম হাজরা। এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার নির্দেশে নব্য ও পুরাতনী বিজেপি নেতা কর্মীদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে তারাপীঠ আসেন তিনি। এদিন বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ বাজি কারখানা গুলি ঘুরে দেখব। এবং তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাব। সেই মত আজ বীরভূমের সুরুল গ্রামে একটি অবৈধ বাজি কারখানা ঘুরে দেখছি। আগামী দিনে আচমকা রাজ্যর বিভিন্ন জেলায় গড়ে ওঠা অবৈধ বাজি কারখানা গুলি ঘুরে দেখবো। অন্যদিকে, গত বছর রাখী বন্ধনের দিনে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। আজও সেই রাখি বন্ধন উৎসব। তাই রাখী পূর্ণিমার দিনে অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারের বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন করা হলো। রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে তারাপীঠে একথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অনুপম হাজরা। পাশাপাশি পুরোনো বসে থাকা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আবার তাদের দলে কার্যকর করার বার্তা দেন তিনি। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে দুধকুমার মন্ডল সহ বসে থাকা বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি অনুপম হাজরা। আজ বীরভূমের তারাপীঠে রাখী বন্ধনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এই বৈঠক করেন তিনি। অনুপম হাজরা জানান, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশ মেনে তিনি পুরোনো ও বসে থাকা কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে আবার তাদের দলে কার্যকরী করার কাজ করছেন। বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে ওঠা অবৈধ বাজি কারখানা গুলি ঘুরে দেখব। এবং তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে জানাব।

পরিদর্শক এবং কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকে চিঠি চার ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৩০ আগস্ট ঃ বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার না পেয়ে আজ বুধবার ই-মেইল মারফ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পরিদর্শক এবং কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রকে চিঠি দিল চার ছাত্রী। এর আগে আঠারো অগাস্ট স্নাতকোত্তর স্তরের চার ছাত্রী মুখে কাপড় বেঁধে প্রতিবাদে উপাসনা গৃহ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রতিবাদে সামিল হন। বিশ্বভারতীতে দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের তাঁরা শিকার হয়েছেন বলে তাঁরা দাবি করেছেন। যাদবপুর কাণ্ডের পর বিশ্বভারতীতেও একের পর এক ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে রবিঠাকুরের প্রাণের আরাম শান্তিনিকেতন। প্রতিবাদীদের মধ্যে দুই জন ওবিসি সম্প্রদায়ভূক্ত আছেন। অভিযোগ, কোনভাবেই কোন অজ্ঞাত কারণে বিশ্বভারতী নৃতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান অর্ণব ঘোষের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ। অথচ বিভিন্ন অজুহাতে সুপারভাইজার হিসেবে ছাত্রীদের প্রতি কুদৃষ্টি এবং কুইঙ্গিত দিতেন, অভিযুক্ত অধ্যাপক। অভিযোগ, এই চারজন ছাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের একাডেমিক কেরিয়ার শেষ করে দিয়েছেন অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান তথা বর্তমান এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অর্ণব ঘোষ। অভিযোগকারিনী ছাত্রীরা উপাচার্য, আই সি সি (অভ্যন্তরীন তদন্ত কমিটি), বিভিন্ন দফতরে জানিয়েছেন। বুধবার পি এম ও, আচার্য, পরিদর্শক এবং কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে বিশ্বভারতীর নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ইমেইল মারফ জানান তাঁরা।

মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ জেলা প্রশাসন ও ইংরেজবাজার পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে মালদা শহরের ফোয়ারা মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব

ও সংস্কৃতি দিবস পালন। উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা ঘোষ বর্মন, জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক জামিল ফাতেমা বেওয়া সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও পৌরসভার কাউন্সিলরা। সকাল দশটা নাগাদ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্গ প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ও সভাধিপতি সহ অন্যান্য সদস্যারা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরীকে রাখি পরান। পরে মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন পথ চলতি মানুষ, গাড়ি চালক, রিক্সা চালক সহ পুলিশ কর্মীদের রাখি পরার এবং মিষ্টিমুখ করান। মন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান বলেন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসব। তাই আগামী দিনে সকলে একত্রিত ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে।

বরফচাদর ভেঙে ঠান্ডা জলে ডুবে লহমায় ১০ হাজার পেঙ্গুইনের মৃত্যু

আন্টার্কটিকা, ৩০ আগস্ট ঃ জলবায়ু পরিবর্তন লহমায় মেরে ফেলল ১০ হাজার পেঙ্গুইন বাচ্চাকে! সম্প্রতি আন্টার্কটিকায় হাজার হাজার পেঙ্গুইন শাবকের মৃত্যু ঘটেছে। এই পেঙ্গুইনদের পালক সাঁতারের উপযোগী হয়ে ওঠার আগেই তাদের পায়ের নীচে থাকা সমুদ্রবরফ গলে যায় এবং তা ভেঙে পড়ে। বরফজলে ডুবে বা ঠান্ডায় জমে পেঙ্গুইন বাচ্চাগুলির মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উচ্চতা এবং ওজনের দিক থেকে পেঙ্গুইনের সবচেয়ে বড় প্রজাতি হল 'এমপেরর পেঙ্গুইন'। এই 'এমপেরর পেঙ্গুইনে'র ১০ হাজার শাবকই এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২০২২ সালের শেষ দিকে, আন্টার্কটিকার দক্ষিণে বেলিংসহাউজেন সাগরের কাছে। তবে তখনই জানা যায়নি। ঘটনাটি উপগ্রহচিত্রে ধরা পড়ে। এবং জানাজানি হয়। একটি স্টাডি থেকে এই খবর বেরিয়ে এসেছে। বেলিংসহাউজেন সাগরে পাঁচটি পেঙ্গুইন কলোনি নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালান গবেষকেরা। গবেষণাকর্মটির সঙ্গে যুক্ত আছেন পিটার টি ফ্রেটওয়েল এবং তাঁর সহকর্মীরা। এটি প্রকাশিত হয়েছে 'কমিউনিকেশনস আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' জার্নালে। বিজ্ঞানীদের ওই গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, পেঙ্গুইন পাখিরা এই অঞ্চলের জমা বরফে সাধারণত হাজির হয় মার্চ মাসের দিকে। এখানে তারা সঙ্গী খুঁজে নেয়। পরে ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম ফুটিয়ে বাচ্চার জন্ম দেয়। কয়েকমাস ধরে তাদের বড়ও করে। এই পুরো বিষয়টি হয় এই ঠান্ডা বরফমোড়া পরিবেশে। বাচ্চা পেঙ্গুইনগুলির সমুদ্রে নামার সময় সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি। কিন্তু নির্দিষ্ট এই ঘটনায় গবেষকরা লক্ষ্য করেছেন, এমপেরর পেঙ্গুইনের হাজার হাজার বাচ্চার পালক সাঁতারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই তারা যে-বরফচাদরে আস্তানা গে৷ছে তাতে ফাটল ধরে নভেম্বরেই। এদিকে তখনও সমুদ্রে স্বাধীনভাবে নামেতে তাদের ২- ৩ মাস দেরি। এই অবস্থায় তাদের পায়ের নীচের বরফস্তর ভেঙে ঠান্ডা বরফজমা জলে গিয়ে পড়ছে তারা এবং সাঁতার না কাটতে পেরে ডুবে মারা গেছে! পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে বলেই এই ঘটনা ঘটেছে। আর এরকম চলতে থাকলে এই শতকের শেষ নাগাদ পৃথিবী থেকে এমপেরর পেঙ্গুইনের ৯০ শতাংশেরও বেশি আবাসস্থল হারিয়ে যাবে! ফ্রেটওয়েল এবং তাঁর সহকর্মীরা বলেছেন, এমপেরর পেঙ্গুইনদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বেশ ভালো রকম প্রভাব পড়ছে।

পানাগড়ে ক্যানেল পাড়ের বেহাল রাস্তা, দুর্ভোগে গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৩০ আগস্ট ঃ সংস্কারের কাজ চলছে সেচ ক্যানেলের। তাতে যাতায়াত করছে ডাম্পার, জেসিবিসহ নানান ভারি যানবাহন। তার জেরে ভেঙে পড়ছে ক্যানেল পাড়ের রাস্তা। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে ভাঙাচোরা ওই রাস্তা। বেহাল রাস্তায় বিপাকে পড়েছে সাধারন মানুষ থেকে স্কুল পড়ুয়া। আবার কোথাও ঝুঁকি নিয়ে করছে বাস চলাচল। এমনই নজিরবিহীন ছবি ধরা পড়ল পানাগড়, গলসী-১ নং ব্লকের পোতনা-পুরষা এলাকায়। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক বিভিন্ন জলাধার নদী, ব্যারেজ সংস্কার, আধুনিকিকরন, পুনরগঠনের অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। প্রকল্পের নাম ড্যাম রিহ্যাবিটেশন এন্ড ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ড্রিপ)। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ওই প্রজেক্টে অংশগ্রহন করেনি। পরে ২০১৮ সালে ড্রিপ-২ তাতেও অংশগ্রহন করেনি। পরে ওই বছরে আলাদা করে বিশ্বব্যাঙ্কে নদী ও সেচ ক্যানেল সংস্কারের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করে। তখন বিশ্বব্যাঙ্কে ৩২০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করে। ওই অর্থে রাজ্যের দামোদর নিম্ন তীরবর্তী এলাকায় সেচ ক্যানেল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। টেন্ডারে একটি বেসরকারী সংস্থা কাজের বরাত পায়। সেই মত দুর্গাপুর ব্যারেজের নিম্ন তীরবর্তী ক্যানেল সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে। আর ওই কাজে ব্যাবহার হচ্ছে নানান পোক-লেন জেসিবি, ডাম্পারের মত ভারি মেশিন ও যানবাহন। ক্যানেলের সংস্কার হওয়া মাটি, পলি তুলে রাখা হচ্ছে পাড়ের ওপর। আর তার জেরে ভেঙে পড়ছে ক্যানেল পাড়ের রাস্তা। গত কয়েক মাস ধরে বেহাল পানাগড়ের রেলপার সংলগ্ন ডিভিসি ক্যানেলের ব্রিজ থেকে পলাশডাঙ্গা যাওয়ার রাস্তা। ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল বেশ কয়েকটি গ্রাম রয়েছে রয়েছে কয়েকটি বিদ্যালয়ও। বেহাল রাস্তার জেরে যান চলাচলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কর্দমাক্ত রাস্তায় যান চলাচল যেমনই বিপদজ্জনক, তেমনই সুষ্ঠভাবে চলাচল করাও ঝুঁকিপুর্ন। একটি বেসামাল হলেই যানবাহন যেমন উল্টে প৷বে। তেমনই পড়ে গিয়ে পা ভাঙার শঙ্কাও রয়েছে। একইরকম অবস্থা গলসী-১ নং ব্লকের ভাষাপুল থেকে সিমিসিমি যাওয়ার রাস্তা। ভাষাপুর-পোতনা প্রায় ৩ কিলোমিটার ওই রাস্তা বিপদজ্জনক হয়ে পড়েছে। ভাষাপুর ও সিংপুরের মাঝপথে সেচ ক্যানেলের ওপর সেতু রয়েছে। বছরখানেক ধরে সেতুটি জরাজীর্ন। দুর্ঘটনা ঠেকাতে ওই সেতুর বাইপাস রাস্তা করা হয় মোরামের। আর সেটাই বৃষ্টিতে বেহাল হয়ে প৷ছে। ওই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল কমবেশী ২৫ টি গ্রাম। ৪ টি বাস যাতায়াত করে। এছাড়াও রয়েছে একাধিক স্কুল। গ্রামবাসীদের কাছাকাছি পুরষা হাসপাতালে আসার একমাত্র রাস্তা। গত কয়েকদিনেরে বৃষ্টিতে রাস্তাটি আরও বিপদজ্জনক হয়ে পড়েছে। এক হাঁটু গর্ত ও কাদায় ভর্তি। যেকোন সময় যাত্রী বাস থেকে যানবাহন উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, মাস কয়েক আগে বিক্ষোভ দেখানোর পর মৌম দিয়ে মেরামত করা হয়েছিল। সেচ ক্যানেল সংস্কারে ভারি যানবাহন চলাচলে আরও বেহাল হয়ে পড়েছে রাস্তাটি। ৩ কিলোমিটার বেহাল রাস্তা এড়িয়ে চলতে ৯ কিলোমিটার ঘুরপথে আসতে হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবী, রাস্তাটি দ্রুত মেরামত না হলে বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। তাতে বহু প্রানহানি হতে পারে। যদিও এবিষয়ে দুর্গাপুর সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মজুমদার বলেন, সেচ ক্যানেলের কাজ বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় হচ্ছে। তার জন্য নোডাল বিভাগ রয়েছে। ক্যানেল পাড়ে রাস্তা তাতে মেরামত করার বিষয়ে জানা নেই। যদিও এই বিষয়ে কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য্য বলেন, সেচ দফতর মেরামত না করলে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেরামত করার চিন্তাভাবনা করা হবে।

বর্ধমানে কৃষক সেতুর বিকল্প সেতুর চিন্তা ভাবনা চলছে ঃ জেলা সভাধিপতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট ঃ বর্ধমান জেলার সেতুগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল বর্ধমানের কৃষক সেতু। বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর এলাকায় বাসিন্দাদের দাবি মেনে ১৯৭৫ সালে তৈরি করা হয়েছিল এই সেতু। শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন। ১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় আসার পরে বামফ্রন্ট সরকার ওই সেতু মানুষ ও যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দিয়েছিল। এই কৃষক সেতু পূর্ব বর্ধমান জেলার সঙ্গে হুগলি জেলাকে সংযুক্ত করেছে। দক্ষিণ দামোদরের মানুষজন এই সেতুর মাধ্যমেই পূর্ব বর্ধমান শহরে আসেন বিভিন্ন কাজের সূত্রে। অতিরিক্ত বালি বোঝাই লরি সহ বিভিন্ন ভারি যানবাহন চলার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল দশা হয়ে পরেছিল কৃষক সেতু এবং তার উপর দিয়ে যাওয়া ব্যস্ততম রাস্তা টি। দক্ষিণ দামোদরের মানুষজন এই সেতুর মাধ্যমেই বর্ধমান শহরে আসেন বিভিন্ন কাজের সূত্রে। বিভিন্ন মহল থেকেই কৃষক সেতুর বেহাল দশা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। দক্ষিন দামোদর হয়ে হুগলি, বাঁকুড়া, দুই মেদিনীপুর তাই বুধবার হঠাৎই পরিদর্শনে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার সহ-সভাধিপতি গার্গী নাহা, খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ, পূর্ব বর্ধমান জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাসবিহারী হালদার সহ জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামা প্রসন্ন লোহার জানান, কৃষক সেতুর অবস্থা খুবই খারাপ। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত

থেকেই এই সেতুটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে আপাতত ভাবে। তবে দক্ষিন দামোদরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিকল্প সেতুর চিন্তা ভাবনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষক সেতুর মেরামতির কাজ শুরু হলে দিনের বেলায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন করা হবে। কিন্তু রাতের দিকে এক ঘন্টা সম্পূর্ন যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসন্নবাবু। তিনি আরও জানান, কৃষক সেতুর মধ্য দিয়ে ওভারলোডিং গাড়ি যাওয়ার অভিযোগ আসে বারংবার। এটি সম্পূর্ন পরিবহন দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের দেখার বিষয়। এই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি বৈঠক করা হবে। বর্ধমান থেকে আরামবাগের মধ্যে যে সমস্ত রাস্তার বেহাল অবস্থা হয়েছে সেগুলো খুব শীঘ্রই মেরামতির কাজ শুরু হবে বলেই জানিয়েছেন জেলা সভাধিপতি।

শিলিগুড়ির বিভিন্নস্থানে সাড়ম্বরে পালিত হল রাখি বন্ধন উৎসব

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ আজ রাখী বন্ধন উৎসব, বিভিন্ন স্থানে ঘটা করে পালিত হচ্ছে এই উৎসব। রাখি বন্ধন উৎসব শুধুমাত্র ভাইবোনের বন্ধন নয় মানবতার বন্ধন সম্প্রীতির বন্ধন। প্রসঙ্গত সাল ১৯০৫ ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন উৎসবের ডাক দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বানে হিন্দু-মুসলিম সকলে

সাড়া দিয়েছিল। মৈত্রীর মানবতার এই উৎসবের সকলে অংশগ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন সকলে। এদিন শিলিগুড়িতে হঠাৎ করে বিভিন্ন স্থানে পালন করা হচ্ছে রাখি বন্ধন উৎসব। শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন সকালে ঘটা করে রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। এই রাখি বন্ধন উৎসব পালনের সময় উপস্থিত ছিলেন ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা এম এম আইসিসি শ্রীমতি শ্রাবণী দত্ত, ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট কমল কর্মকার সহ আরো অন্যান্যরা। এদিন সকলে সকলের হাতে রাখি পড়িয়ে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কর্নেল ধনিরাম শান্ডিল হামিরপুরে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ পরিদর্শন করবেন

হামিরপুর, ৩০ আগস্ট ঃ কর্নেল ধনিরাম শান্ডিল উত্তরপ্রদেশের হামিরপুরে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ জেলাজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মানুষের জনজীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী, কর্নেল ডাঃ ধনীরাম শান্ডিল আগামী বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার হামিরপুর জেলায় দুদিনের সফরে আসছেন। সফরে এসে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ত্রাণ সমাগ্রী বিলি ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। কর্নেল ড. ধনিরাম শান্ডিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হামিরপুরে পৌঁছোবেন এবং জেলা সদরের কাছে বারোহা গ্রামে দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করবেন। শুক্রবার সকালে তিনি ভরঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ছাপ্রোহ গ্রাম, বাদসার বিধানসভা কেন্দ্রের জব্বল খাইরিয়ান গ্রাম এবং নাদৌন বিধানসভা কেন্দ্রের মানসাই গ্রাম পরিদর্শন করবেন ও তাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেবেন। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি জেলা সদরের হামির ভবনে জেলা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের পর্যালোচনা করবেন বলেও জানা গিয়েছে।

প্রকৃতি বাঁচানোর বার্তা স্কুল পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্ট ঃ গাছকে রাখি পরিয়ে প্রকৃতি বাঁচানোর বার্তা স্কুল পড়ুয়াদের। সারা ভারতের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও পালিত হচ্ছে রাখি উৎসব। ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোড়াপীর এলাকায় একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা রাখি পড়ালো গাছকে। অভিনব কায়দায় রাখি উৎসব পালন তাদের। বুধবার সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গাছকে রাখি পরিয়ে উৎসবের শামিল হয় স্কুল পড়ুয়ারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বুদ্ধদেব দাস এবং স্কুল ছাত্রী বর্ণা তালুকদার জানিয়েছে, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে গাছ। করোনাকালে অক্সিজেনের অভাবে বোঝা গিয়েছিল গাছ পৃথিবীর জন্য কত প্রয়োজন। তাই গাছকে ভাই মনে করে রাখি পরিয়ে তাদের রক্ষা করার বার্তা দেওয়া হয় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে।

রাখী বন্ধন পালিত হল জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে সাড়ম্বরে পালিত হল রাখি পূর্ণিমা উৎসব। জামালপুর পুল মাথায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভুতনাথ মালিক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মেহমুদ খান, জামালপুর এক পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী, উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মন্ডল, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে, কল্পনা সাঁতরা, ব্লকের যুব কল্যাণ দপ্তরে অফিসার অনুপম চ্যাটার্জী সহ অন্যান্যরা। প্রথমেই পুল মাথায় নজরুল ইসলামের পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, মেহমুদ খান, ভূতনাথ মালিক। এরপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের ছবিতে মাল্যদান করা হয়। তারপরে উপস্থিত সকলকে পথ চলতি মানুষের হাতে রাখি পরিয়ে দেওয়া হয়।

হেভিওয়েট শুধু চেহারায় নয়, ডিউটিতেও হেভিওয়েট রানাঘাটের এএসআই

দুরন্ত বার্তা, রানাঘাট, ৩০ আগস্ট ঃ পুরোটাই যেন সিনেমা! দিনে দুপুরে নামী সোনার দোকানে চুরির ঘটনা মঙ্গলবার সংবাদ মাধ্যমে বারবার উঠে এসেছে। দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি চালাতে দেখা যায় কিছু জনকে। এই ঘটনা ঘটার সময় জানলা দিয়ে উঁকি দিতে দেখা গিয়েছে কয়েক জন গৃহস্থকে। তাঁদেরই কেউ এক জন মোবাইলে যে ভিডিয়ো করলেন, যা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমত ভাইরাল, তাতে দেখা গেল রিভলভার হাতে সশস্ত্র কয়েক জনের পিছু নিয়েছেন এক জন। গায়ে পুলিশের উর্দি ছিল না। তাই স্থূলকায় মানুষটি কে, তা কেউই বোঝেননি। তবে রানাঘাটে ডাকাতদলের চার সদস্যকে গ্রেফতারের পর ওই 'মোটা লোকটাকে' নিয়ে কৌতূহল বেড়েছে। এই মোটা লোকটা রতন রায়। রানাঘাট থানার এএসআই। দুষ্কৃতীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র থেকে ছোঁড়া গুলির সামনে যিনি অকুতোভয়। যিনি জং ধরা রিভলভার দিয়ে গুলির প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। ওজন ১০২ কিলোগ্রামের আশপাশে। গড়পড়তা শারীরিক উচ্চতায় এই অতিকায় শারীরিক গঠন নিয়ে প্রায়শই সহকর্মীদের ঠাট্টা-তামাশা শোনেন। তবে মঙ্গলবার দুপুরে যে কাণ্ড তিনি ঘটিয়েছেন, তাতে পুলিশ সুপারও রতনকে নিয়ে গর্বিত। ব্যারাকপুর সেন্টারের ১৯৯৬ ব্যাচের কনস্টেবল থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া এএসআই রানাঘাটে ডাকাতদলের ছোঁড়া মুহুর্মুহু গুলির সামনে পড়েও পিছু হঠেননি। বরং চার দুষ্কৃতীকে প্রায় ৫০০ মিটার ধাওয়া করেছেন। দু'জনকে ঘায়েল করেছেন তাঁর হাতের ওই জং ধরা রিভলভার দিয়ে। রতন বাবু বলছেন, তখন কার হাতে কোন অস্ত্র কিছুই নাকি তাঁর মাথায় ছিল না। এএসআইয়ের কথায়, ''একটাই কথা মাথায় ঘুরছিল- পুলিশের সম্মান।'' তাঁর গুলি পায়ে লেগে দুই ডাকাত ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় জুয়েলারি শোরুম থেকে লুট হয়ে যাওয়া বহুমূল্যের গয়না। মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর রিভলভার হাতে ডাকাতদলের পিছু নেওয়া ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শুভেচ্ছার বন্যা বইছে। যদিও ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো এবং সংবাদমাধ্যমে চোখ রেখে ভয় পেয়ে গিয়েছেন লালবাগে থাকা রতনের স্ত্রী মিঠু। কয়েকবার ফোন করার পর স্বামীর গলা শুনে উদ্বেগ কমেছে। দুই সন্তান তখন আদুরে গলায় বাবাকে ফেরার সময় চকলেট নিয়ে যাওয়ার আবদার জানিয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রে 'সজ্জিত' ডাকাতদলের সঙ্গে 'অসম লড়াইয়ে' অসাধ্যসাধন করে রতন বলছেন, ''পুলিশের মান বাঁচাতেই হতো।'' পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা ৩টে ১০ মিনিট নাগাদ রানাঘাট থানায় টেবিল ডিউটির দায়িত্বে ছিলেন এএসআই রতন। রানাঘাটের গয়নার শোরুমের এক নিরাপত্তারক্ষী থানায় ফোন করে জানান যে, একদল ডাকাত ঢুকে পড়েছে তাঁদের দোকানে। আর সময় নষ্ট করেননি রতন। গাড়ির চালক- সহ চারজন লাঠিধারী পুলিশ নিয়েই তিনি ছুটে গিয়েছেন ঘটনাস্থলে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঝটপট লুট করে বেরিয়ে পড়েছিল ডাকাতেরা। পুলিশের দিকে পর পর তিন রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে তারা। ডাকাতদলের অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের মুহুর্মুহু গুলির মাঝে অসহায়ের মত লুকিয়ে পড়তে হয়েছিল লাঠিধারী পুলিশকর্মীদের। কিন্তু হাল ছাড়েননি রতন। কোমর থেকে পুরনো রিভলভার বার করে ডাকাতদলকে জবাব দেন তিনি। অল্পবয়সী ছিপছিপে চেহারার চার সদস্যকে প্রায় ১০২ কেজি ওজন নিয়ে টেক্কা দেন রতন। তাঁর চার রাউন্ড গুলির মধ্যে দুটি গুলিতে গুরুতর জখম হয় ডাকাতদলের দুই সদস্য। ওই দু'জন লুটিয়ে পড়তেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বাকি দু'জন। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক। আসে সশস্ত্র পুলিশ। তার পর গ্রেফতার হয় আহত দুই ডাকাত-সহ মোট চার জন। উদ্ধার হয় দুটি মোটর বাইক, নগদ ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, চারটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, একাধিক ভুয়ো- নথি। মঙ্গলবারের 'অপারেশন' নিয়ে রতন বলেন, ''খবর পাওয়া মাত্র মাথায় ঘুরছিল, কোনও ভাবে যেন পালাতে না পারে ডাকাতরা। ভেবে নিই, যে ভাবেই হোক আমাকে পুলিশের সম্মান বাঁচাতেই হবে।'' তাঁর সংযোজন, ''ভয় হয়নি। তবে আশঙ্কা ছিল ডাকাতদের বাগে আনার আগেই না গুলি শেষ হয়ে যায়!'' এএসআই রতন রায়কে নিয়ে রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার কে কান্নান বলেন, ''রতন-সহ গোটা দল যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, তার জন্য প্রত্যেককে জেলা পুলিশ সুপার হিসাবে ধন্যবাদ জানালাম। আর রতনবাবুর লড়াইটা ছিল চোখে পড়ার মতো। পুলিশ জেলা ওঁদের জন্য গর্বিত।''

শিলিগুড়ি থেকে চুরি হওয়া গাড়ি উদ্ধার হল বিহার থেকে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ বিহারের গলগলিয়া থেকে উদ্ধার হল শিলিগুড়ি থেকে চুরি যাওয়া গাড়ি। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম ছিরিং শেরপা ও মুকেশ বিশ্বকর্মা। আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। কয়েকদিন আগে গুরুংবস্তি এলাকা থেকে চুরি যায় বোলেরো গাড়িটি। এরপর এই বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গাড়ির মালিক। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে গলগলিয়া থেকে গাড়িটিকে উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় ছিরিং শেরপা ও মুকেশ বিশ্বকর্মাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, চুরির গাড়িটিতে ভুয়ো নম্বরপ্লেট লাগিয়ে সেটিকে বিক্রি করার জন্য বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

মারণ রোগে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যের পাশে গৌতম গোস্বামী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩০ আগস্ট ঃ মারণ রোগে আক্রান্ত চয়নপাড়ার জিতেন সূত্রধরের পরিবার। চার সদস্যের এই পরিবারের চারজন এক মারন রোগে আক্রান্ত। ধীরে ধীরে সকলেই এগিয়ে চলছে মৃত্যুর মুখে। বাবা জিতেন রায় ছাড়া প্রায় সকলেই চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়েছে। উপার্জন করার ক্ষমতা কারোরই নেই, ফলে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে এই পরিবারটি। তবে তাদের পাশে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আসছে সমাজসেবী গৌতম গোস্বামী। বিগত সময় খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি অর্থ দিয়ে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন তিনি। বাড়িতে বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল। এবার রাখি বন্ধনের উৎসবে তাদের সামিল করতে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হয় গৌতম গোস্বামী। তাদের রাখী পরিয়ে উৎসবে সামিল করার পাশাপাশি কিছু আর্থিক সাহায্য করেন তিনি, এবং সকলকে এই পরিবারের পাশে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসার আবেদন করেন গৌতম গোস্বামী।

অসুস্থ ১৮ জন স্কুল পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৩০ আগস্ট ঃ বমি ও পায়খানার উপসর্গ নিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হল ১৮ জন আবাসিক পড়ুয়াকে। বুধবারেও চলছে চিকিৎসা। মঙ্গলবার কালনা ২ ব্লকের সাতগাছি এলাকায় এমনই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সন্ধ্যের পর একজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায়, তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কালনার সাতগাছি এলাকায় হিন্দু মিশন বয়েজ হোম রয়েছে। জানা গিয়েছে এদিন বেলা বাড়তেই পড়ুয়াদের শরীর খারাপ হতে থাকে। বমি ও পায়খানার উপসর্গ দেখা দেয়। বিকাল থেকেই ১০-১২ বছর বয়সী ওই পড়ুয়াদের কালনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাতের দিকে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ । জরুরী ভিত্তিতে তাদের চিকিৎসা শুরু হয়। বুধবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে সকল পড়য়াই আগের থেকে ভাল আছে, তবে তাদের চিকিৎসা চলছে। কি থেকে হঠাৎ পড়ুয়াদের বমি পায়খানা শুরু হল, তারা কি খেয়েছিল সেই বিষয়ে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শরাইঘাট ব্রিজে বিদ্যমান ওএইচই ব্যবস্থার পরিবর্তন ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: [illegible] তারিখ: ২৮-০৮-২০২৩। [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রয়োজনীয় যোগ্যতাঃ একটি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় / ইনস্টিটিউট থেকে খনি প্রকৌশলে স্নাতক এবং কয়লার খনি ব্যবস্থাপকের শংসাপত্র সহ।

অভিজ্ঞতা প্রোফাইলঃ মাইনিং অপারেশনে এক্সিকিউটিভ ক্যাডারে ন্যূনতম ২৩ বছরের অভিজ্ঞতা। প্রার্থীর ওপেনকাস্ট মাইনিং অপারেশনে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং খনি নিরাপত্তা ফাংশনে কমপক্ষে ০৩ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কীভাবে আবেদন করতে হবেঃ আগ্রহী প্রার্থীদের আমাদের ওয়েবসাইট careers.ntpc.co.in-এ লগ ইন করতে হবে অথবা বিশদ যোগ্যতার মানদণ্ড, বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ পাঠ্য এবং আবেদনের জন্য www.ntpc.co.in-এ ক্যারিয়ার বিভাগে যেতে হবে। শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদন গ্রহণ করা হবে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন পোর্টাল ৩০.০৮.২০২৩ থেকে ১৩.০৯.২০২৩ পর্যন্ত খোলা থাকবে। পরবর্তী কোনো সংযোজন/ শুদ্ধিআপডেট শুধুমাত্র আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

NTPC Limited (A Govt. of India Enterprise) Leading the Power Sector

রেজ. অফিসঃ এন টি পি সি ভবন, স্কোপ কমপ্লেক্স, ৭, ইন্সটিটিউশনাল এরিয়া, লোদি রোড, নিউ দিল্লী -১১০০০৩, CIN: L40101DL1975G01007966 । ই-মেলঃ ntpccc@ntpc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.ntpc.co.in

Advt No.-1823

দাবা বিশ্বকাপ মাতিয়ে ঘরে ফিরলেন প্রজ্ঞানন্দ, চেন্নাইয়ে গ্র্যান্ড ওয়েলকাম

চেন্নাই, ৩০ আগস্টঃ দেশে ফিরলেন রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। ১৮ বছরের ভারতীয় দাবা বিশ্বকাপ মাতিয়ে দিয়েছিলেন। টুর্নামেন্ট থেকে রুপো নিয়ে ফিরেছেন তিনি। বুধবার সকালে চেন্নাই বিমানবন্দরে পা দিতেই ফুল, মালায় অভ্যর্থনায় ভেসে যান প্রজ্ঞানন্দ। দাবা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হতে না পারলেও চেন্নাইয়ের কিশোরকে নিয়ে দেশবাসীর গর্বের শেষ নেই। বিশ্বনাথন আনন্দের পর গর্ব করার মতো আরও এক দাবাড়ু পেয়ে গিয়েছে। আনন্দের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে দাবা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছেন প্রজ্ঞা। একইসঙ্গে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে ক্যান্ডিডেটস টুনামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আগামী বছরে ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্ট এখন প্রজ্ঞানন্দের যাবতীয় ধ্যানজ্ঞান। তার আগে এশিয়ান গেমসে অংশ নেবেন তিনি। এশিয়াডের প্রস্তুতি নিতে কলকাতায় আসবেন তিনি। দেশের চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু কলকাতায় ৩১ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর হতে চলা টাটা স্টিল চেস ইন্ডিয়া র‍্যাপিড ও ব্লিজ টুর্নামেন্ট খেলবেন। এশিয়ান গেমসের স্কোয়াডে থাকা সব দাবাড়ুই এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবেন। চেন্নাই বিমানবন্দরে দারুণ অভ্যর্থনার পাশাপাশি উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের মুখে পড়েন প্রজ্ঞানন্দ। প্রবল ভিড় ও চিৎকারের মাঝে খুব সংক্ষেপে প্রজ্ঞানন্দ বলেছেন, আমার দারুণ লাগছে। দেখে ভালো লাগছে যে এত মানুষ আমার জন্য এসেছেন। এটা দাবার জন্য খুব ভালো খবর। রাখি পূর্ণিমার শুভদিনে ঘরে পৌঁছেছেন প্রজ্ঞানন্দ। ভাইকে নিয়ে আপ্লুত তাঁর দিদি বৈশালী। চেন্নাইয়ের মানুষ যেভাবে প্রজ্ঞানন্দকে স্বাগত জানিয়েছেন তা নিয়ে বৈশালী বলেন, ''আমি এমন উন্মাদনা ১০ বছর আগে দেখেছি।। যখন বিশ্বনাথন আনন্দ স্যার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তাঁকে এভাবেই স্বাগত জানানো হয়েছিল। আমরা ওকে রিসিভ করতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। দেখে খুব ভালো লাগল যে আমরা ছাড়াও এত মানুষ ওকে ভালোবাসা দিচ্ছে।'' চেন্নাইয়ে ফেরার পর প্রজ্ঞানন্দ পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। সেখানেও সম্মানিত করা হয় তাঁকে। আর কিছুদিন পরই প্রজ্ঞানন্দ আসছেন কলকাতায়। চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাবেন এ রাজ্যের দাবা উৎসাহীরা।

'মোহনবাগানকে ফাইনালে তুলব'

ডুরান্ড সেমির আগে হুঙ্কার কামিংসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ জেসন কামিংস। মোহনবাগানের অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার পরপর তিনটি ম্যাচে গোল করেছেন। কিন্তু নিজের সেরা ছন্দে আসতে তার এখনও কিছুটা সময় লাগবে মনে করেন জেসন। সবুজ মেরুনের মিডিয়া টিমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জেসন কামিংস জানিয়েছেন, ''অনেক প্রস্তাব থাকলেও মোহনবাগানের ইতিহাস এবং সমর্থকদের ভালোবাসা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কলকাতায় মাঝরাতে নেমেই বুঝতে পেরেছিলাম এখানে ফুটবল নিয়ে আবেগে আছে। ডুরান্ড কাপের প্রথম ডার্বি আমরা হেরে গেলাম। তারপর থেকে তিনটে ম্যাচ জিতেছি। বৃহস্পতিবার সামনে গোয়া। সেমিফাইনাল বলে কথা। ওরা খুব শক্তিশালী দল। কিন্তু মোহনবাগান দেশের সেরা দল। এটা আমরা প্রমাণ করবই। দলের মধ্যে কম্বিনেশন এবং বোঝাপড়া এখন ৬০ শতাংশ। আরও ২০ শতাংশ বাড়াতে পারলেই আমাদের আসল শক্তি দেখতে পাবেন। আমি গোল পেতে শুরু করেছি। এটা অবশ্যই আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে। কিন্তু আমি এর থেকেও ভাল খেলার ক্ষমতা রাখি। আশা করছি প্রত্যেক ম্যাচে এবার আমার উন্নতি দেখতে পাবেন।'' জেসন আরও বলেন, ''জানি অনেকেই চাইছেন ডুরান্ড কাপ ফাইনালে কলকাতা ডার্বি হোক। আমাদের নজর প্রথমেই গোয়া ম্যাচ। সেটা জিতলে তবে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করব। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যদি মোহনবাগান ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তাহলে এএফসি কাপ এবং ইন্ডিয়ান সুপার লিগ শুরু হওয়ার আগে আমাদের আত্মবিশ্বাস আরও খানিকটা বেড়ে যাবে। দলের প্রত্যেকে এখন শুধু সেমিফাইনালের দিকে নজর দিয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে এসে বুঝতে পারছি এখানকার ফুটবল মান যথেষ্ট উন্নত।'' তাঁর বক্তব্য, ''ভারতীয় ফুটবলাররা সবাই লড়াকু। আমার সঙ্গে দিমিত্রি এবং সাদিকু জমে গেলে সমর্থকরা অনেক গোল দেখতে পাবেন। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের ডিফেন্সকেও ভাল খেলতে হবে। কোচ আমাদের একটি করে ম্যাচ নিয়ে ভাবার কথা বলেছেন। তাই আমাদের সামনে এখন শুধুমাত্র একটাই ফোকাস। গোয়াকে হারাতেই হবে।''

শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে গেল মেন ইন ব্লু

কলম্বো, ৩০ আগস্টঃ আজ, বুধবার ৩০ আগস্ট শুরু হল এশিয়া কাপ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ মুলতানে। মুখোমুখি হয় পাকিস্তান ও নেপাল। তার মাঝে এশিয়া কাপের বোধনের আগেই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছে যায় ভারতীয় টিম। রোহিত শর্মার ভারত এ বারের এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু করবে ২ সেপ্টেম্বর। মেন ইন ব্লুর প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বাবর পাকিস্তান। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ ভারতীয় টিমের শ্রীলঙ্কায় পৌঁছনোর ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। জানা গিয়েছে, মেন ইন ব্লু আজ দুপুর ১.৩০ মিনিটে কলম্বোয় পৌঁছে গিয়েছে মেন ইন ব্লু। শ্রীলঙ্কায় আসার আগে বেঙ্গালুরুর আলুরে ৫ দিনের প্রস্তুতি শিবিরে অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এই শিবিরে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের লক্ষ্য ছিল দলের সঠিক কম্বিনেশন খুঁজে বের করা। এশিয়া কাপ যাত্রা শুরুর আগে ভারতের যে ৫ দিনের শিবির হয়েছিল, তা বেশ ভালোই হয়েছে বলে জানান টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা এখন ২ সেপ্টেম্বরের অপেক্ষায় রয়েছেন। কারণ, ওই দিন ভারতের এশিয়া কাপ সফর শুরু হবে। গত বারের এশিয়া কাপে সুপার-৪ থেকে বিদায় নিয়েছিল ভারতীয় টিম। এ বার দেখার ৫০ ওভারের এশিয়া কাপে ভারত কেমন পারফর্ম করে। এশিয়া কাপের পরই ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। নেপাল ছাড়া যে বাকি ৫টি দল (ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা) ২০২৩ এশিয়া কাপে অংশ নিয়েছে তাদের জন্য এই টুর্নামেন্ট ওডিআই বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মতো। উল্লেখ্য, এশিয়া কাপে এই প্রথম বার খেলবে নেপাল। এ বার দেখার এই টুর্নামেন্টে কতদূর এগোয় নেপাল।

তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩০ আগস্টঃ গত ২৩ আগষ্ট কলকাতা জেলা তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার তত্ত্বাবধানে। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আগামী ৮-১০ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ায় আয়োজিত রাজ্য তাইকোন্ডো প্রতিযোগীতার জন্য কৃতি প্রতিযোগী বাছাই করা। কলকাতা জেলার সাতটি বিভিন্ন ক্লাব থেকে ২০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করে। এই জেলাস্তরীয় প্রতিযোগীতায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দমদম পৌরসভার উপ-পৌরপ্রধান তথা তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশসন কলকাতার সভাপতি নিতাই দত্ত। তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন কলকাতার সাধারণ সম্পাদক দিব্যেন্দু সিংহ ঘোষনা করেন, এই জেলাস্তরীয় প্রতিযোগীতায় ৩৪টি স্বর্ণপদক সহ সিয়ঙ্গস তাইকোন্ডো অ্যাকাডেমি দল হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং তালা স্পোর্টস অ্যালি ক্লাবের দল ২০টি স্বর্ণপদক সহ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন লিটন দাস

ঢাকা, ৩০ আগস্টঃ এ বারের এশিয়া কাপ থেকে থেকে ছিটকে গেলেন বাংলাদেশের তারকা ক্রিকেটার লিটন দাস। আগামিকাল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এশিয়া কাপ যাত্রা শুরু হবে সাকিব আল হাসানের বাংলাদেশের। তার আগে বাংলাদেশ শিবিরে দুঃসংবাদ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে, ভাইরাল জ্বর হওয়ায় দলের সঙ্গে শ্রীলঙ্কায় যেতে পারবেন না লিটন দাস। তাঁর বদলি ক্রিকেটারের নামও ঘোষণা করেছে বিসিবি। অভিজ্ঞ উইকেট কিপার ব্যাটার লিটন দাসের বদলি হিসেবে এশিয়া কাপের জন্য বাংলাদেশ টিমে নেওয়া হয়েছে এনামুল হককে। তিনি ডিসেম্বরে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ ওডিআইতে খেলেছিলেন। বুধবার তিনি দলের সঙ্গে যোগ দেন। ৩০ বছর বয়সী ডান হাতি ব্যাটার এনামুল দেশের হয়ে ৪৪টি ওডিআইতে ১২৫৪ রান করেছেন। এই ফর্ম্যাটে তাঁর রয়েছে ৩টি শতরান। দীর্ঘদিন জাতীয় দলে ওডিআইতে খেলার সুযোগ পাননি এনামুল। কিন্তু ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে পুরনো ফর্মে পাওয়া গিয়েছে তাঁকে। আবাহনীর হয়ে তিনি ১৬টি ম্যাচে ৮৩৪ রান করেন। করেন ৩টি সেঞ্চুরি। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ব্যাটারও হন তিনি। ঘরোয়া ক্রিকেট ভালো পারফর্ম করার কারণেই জাতীয় দলে ফিরলেন এনামুল। এ কথা স্বীকার করেছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন। তিনি বলেন, ''এনামুক হক ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করার পাশাপাশি বাংলাদেশ টাইগার্স প্রোগ্রামে ভালো ফর্মে ছিল। ও বরাবর আমাদের ভাবনাতেও ছিল। লিটন দাস দলে না থাকায় টপ অর্ডারে একজন ভালো ব্যাটারের প্রয়োজন। যে কিপিংও করতে পারে। তাই এনামুলকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।''

'আর একা বাইরে বেরোতে পারি না', স্টারডমে কাবু রিঙ্কু

অলিগড়, ৩০ আগস্টঃ কেরিয়ার, জীবন বদলে দিয়েছে ২০২৩ সালের আইপিএল। আলিগড়ের রিঙ্কু সিং এখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার। পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কার যে কী মহিমা তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রিঙ্কু। ওই ম্যাচের পর রাতারাতি স্টার বনে যাওয়া, জাতীয় দলে অভিষেক-গত কয়েকটা মাস রিঙ্কুর জীবন ১৮০ ডিগ্রি বদলে গিয়েছে। তাতেও যেন খচখচানি। না পাওয়ার কোনও আক্ষেপ নেই। বরং যা পেয়েছেন তার জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ রিঙ্কু। ওই কথায় বলে না, খ্যাতির বিড়ম্বনা। রিঙ্কু সিং এখন সেই বিড়ম্বনাতেই পড়েছেন। একটা সময় নিজ এলাকা চষে বেড়াতেন। বর্তমানে রিঙ্কু সিংকে চেনেন না এমন মানুষ আলিগড়ে অন্তত নেই। তাই আগের মতো নির্দ্বিধায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারেন না। সেই ব্যথা ছলকে উঠেছে রিঙ্কুর কথায়। যদিও সেই ব্যথাতেও রয়েছে সুখ। পাঁচ ছক্কা হাঁকিয়ে জাতীয় দলে প্রবেশের টিকিট পেয়েছেন রিঙ্কু। সর্বপ্রথম ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন এশিয়ান গেমসের জন্য। সেপ্টেম্বর মাসে

শুরু হবে এশিয়া গেমস। তার আগে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজে অভিষেক হয়েছে রিঙ্কুর। অভিষেক সিরিজে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জিতেছেন। বিদেশ সফর থেকে ফিরে বাবা ও মাকে উপহার দিয়েছেন ভারতীয় দলের জার্সি। আবেগী রিঙ্কু সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন। আলিগড়ের ২৫ বছরের ক্রিকেটার জানেন, তিনি এখন আর আম নন, খাস হয়ে গিয়েছেন। বাড়ি থেকে বেরলেই লোকে ছেঁকে ধরে। আগে সেভাবে লোকজন চিনতেন না রিঙ্কুকে। এখন তাঁর অটোগ্রাফ, সেলফির জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। পথঘাটে এখন একা বেরতে পারেন না রিঙ্কু সিং। আয়ারল্যান্ড সফর থেকে ফিরে রিঙ্কু বলেছেন, ''আমি টিম ইন্ডিয়ার জার্সি পরার সুযোগ পেয়েছি। বাড়ি ফেরার পর বাবা-মাকেও জাতীয় দলের জার্সি পরিয়ে দিয়েছিলাম।'' ওখান থেকেই তো সবকিছুর সূচনা। এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে আলিগড়ে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খুলেছেন রিঙ্কু। নিজের কেরিয়ারের পাশাপাশি অ্যাকাডেমিতেও সময় দেন।

'মেসি-ম্যানিয়া'য় দেড় মাসেই যত আয় করল এমএলএস ও অ্যাপল

ফ্লোরিডা, ৩০ আগস্টঃ লিওনেল মেসি কি শুধু ইন্টার মায়ামিকে শিরোপা জেতাতেই যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছেন? যদি আপনার উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে আপনি ভুল। কারণ, শুধু মায়ামির জন্য নয়, মেসি যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেছেন সেই দেশের ফুটবলকেই বদলে দিতে, কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে। সেটা ব্যবসার দিকে থেকে হোক কিংবা ফুটবলের মান বিবেচনায়। মেসি যোগ দেওয়ার দেড় মাসের মাথাতেই ফুটবলের মান কতটা বেড়েছে, সেই আলোচনা করার সুযোগ নেই। তবে তাঁর প্রভাবে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কতটা আয় করল, সেই তথ্যগুলো জানা গেছে। ইন্টার মায়ামিতে মেসিকে বরণ করে নেওয়া হয় গত ১৬ জুলাই। আর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে তাঁর অভিষেক ২১ জুলাই ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে। সেই ম্যাচে শেষ মুহূর্তে দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে দলকে জেতান মেসি। সব মিলিয়ে মায়ামির হয়ে এখন পর্যন্ত ৯ ম্যাচ খেলেছেন, ৭৪৪ মিনিট মাঠে থেকেছেন, গোল করেছেন ১১টি। মায়ামিকে এনে দিয়েছেন লিগস কাপের ট্রফি। এরপর দলকে তুলেছেন ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে। এমএলএসে টানা ১১ ম্যাচে জয়হীন থাকা মায়ামি তাঁর ভেলায় চড়েই জয়ের ধারায় ফিরেছে। মেসির মাঠের এই দাপটের প্রভাব পড়েছে ব্যবসাতেও। যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া, সংগীত ও বিনোদনের ব্যবসা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান বোর্ডরুম জানিয়েছে, দেশটির ফুটবলে মেসির অভিষেকের পর থেকে ইন্টার মায়ামির ম্যাচের ২৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা ভারতীয় মুদ্রায় ২ হাজার ১৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। মায়ামির ম্যাচে স্টেডিয়ামের গ্যালারিগুলো দেখেই ধারণা করা গেছে, টিকিট বিক্রির অঙ্কটা এমন বড়ই হবে। কারণ, ইন্টার মায়ামির জার্সিতে মেসির সেই পরিচয়পর্ব থেকে শুরু করে অভিষেক ম্যাচ এবং এরপরের সব ম্যাচেই দেখা গেছে কানায় কানায় পূর্ণ গ্যালারি। আর টিকিটের দাম? রীতিমতো আকাশচুম্বী। জানেন নিশ্চয়ই, মেসির চুক্তি আছে 'টেক জায়ান্ট' অ্যাপলের সঙ্গেও। এমএলএসের ম্যাচগুলো দেখা যায় অ্যাপল টিভি প্লাসে। নতুন সাবস্ক্রাইবারদের ম্যাচ দেখিয়ে যে আয় হবে, সেখান থেকে একটি অংশ মেসিকে দেওয়া হবে। প্রায় ১০ বছরের জন্য ২৫০ কোটি ডলারের (২০ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা) চুক্তি রয়েছে অ্যাপল ও এমএলএসের। বোর্ডরুম জানিয়েছে, মেসির মায়ামির হয়ে মাঠে নামার পর থেকে ৩০ হাজার সাবস্ক্রিপশন বেড়েছে অ্যাপল টিভির, যা প্রতিষ্ঠানটির আয়ে যোগ করেছে ৩ কোটি ডলার (২৪৯ কোটি টাকা)। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল এখন রমরমা আয়ের ক্ষেত্রও। আর তাঁর সবটা জুড়েই আছেন মেসি।

আরেকটি সেরার স্বীকৃতি হলান্ডের

লন্ডন, ৩০ আগস্টঃ ইংল্যান্ডে পেশাদার ফুটবলারদের সংগঠন পিএফএর বর্ষসেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকার আর্লিং হলান্ড। সিটির হয়ে নিজের প্রথম মরসুমেই 'ট্রেবল' জিতেছেন হলান্ড। গত মরসুমে পেপ গার্দিওলার দলের প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ ও এফএ কাপ জয়ের পথে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৩ ম্যাচে ৫২ গোল করেন হলান্ড। যার স্বীকৃতিস্বরূপ গতকাল তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের 'প্রফেশনাল ফুটবলারস অ্যাসোসিয়েশন' (পিএফএ) ১৯৭৩-৭৪ মরসুম থেকে ছেলে ও মেয়েদের ফুটবলে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। ইংলিশ ফুটবলে এ বছর দুর্দান্ত খেলার পুরস্কার হিসেবে মেয়েদের বর্ষসেরা হয়েছেন ইংল্যান্ড ও অ্যাস্টন ভিলার স্ট্রাইকার র‍্যাচেল ড্যালে। মেয়েদের তরুণ বর্ষসেরার পুরস্কারটি জিতেছেন চেলসির লরেন জেমস। সিটিতে হলান্ডের সতীর্থ কেভিন ডি ব্রুইনা, জন স্টোনস, আর্সেনালের বুকায়ো সাকা ও মার্টিন ওডেগার্ড এবং টটেনহামের প্রাক্তন স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন বর্ষসেরার পুরস্কার জয়ে হলান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। বুকায়ো সাকা জিতেছেন ছেলেদের বর্ষসেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার। ২৩ বছর বয়সী হলান্ড পুরস্কারটি জিততে পেরে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি, ''এটি জিততে পারা আমার জন্য সম্মানের। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া দারুণ ব্যাপার এবং আমাকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ। ব্যক্তিগত এবং দলীয়ভাবে মরসুমটা অবিস্মরণীয় ছিল। ট্রেবল জিতব, কখনো ভাবিনি।'' ৫ কোটি ৯৪ লাখ ইউরোতে গত বছরের জুনে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড থেকে সিটিতে যোগ দেওয়া হলান্ড তরুণ বর্ষসেরাতেও মনোনয়ন পেয়েছিলেন। গত মে মাসে প্রিমিয়ার লিগে মরসুমসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারও জেতেন হলান্ড। ফুটবল রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিচারেও ছেলেদের বর্ষসেরার পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতেই।

সপ্তাহব্যাপী ফুটবল উৎসব মালদহে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩০ আগস্টঃ প্রায় ২০ বছর পর জাতীয় ফুটবলের আসর মালদহে। অনূর্ধ্ব ১৫ জুনিয়র বয়েজ ন্যাশনাল ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মালদহের ডিএসএ ময়দানে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর সপ্তাহব্যাপী ফুটবল উৎসবে মাতবে মালদা। বুধবার মালদহ প্রেস কর্নারে সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিযোগিতার ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক তথা ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। সাতটি রাজ্য ফুটবল দল মালদহে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। এরমধ্যে রয়েছে মেঘালয়, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং মিজোরাম। সকালে এবং বিকেলে দুই পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা। দর্শকদের জন্য প্রবেশ অবাধ বলে জানিয়েছে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। যে ফুটবল দিয়ে প্রতিযোগিতার কিক্ অফ হবে তাও এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ফুটবল ফেডারেশনের অন্যতম কর্তা দেবব্রত সাহা, উত্তরবঙ্গ ক্রীড়া উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য প্রসেনজিৎ দাস, জেলা ক্রীড়া সংস্থার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য দুলাল সরকার, এবং জেলার একঝাঁক ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব।

পেনাল্টি ছেড়ে দিয়ে হ্যাটট্রিক আর ৮৫০তম গোল, কোনওটাই করলেন না রোনাল্ডো

রিয়াধ, ৩০ আগস্টঃ হ্যাটট্রিক করার সুযোগ ছিল, সুযোগ ছিল ক্যারিয়ারের ৮৫০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার। তবে এমন দুটি মাইলফলকের কোনওটাই গতকাল ছোঁয়ার ইচ্ছা জাগল না ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। সৌদি প্রো লিগে আল শাবাবের বিপক্ষে ম্যাচের তৃতীয় পেনাল্টি দিয়ে দিলেন সতীর্থ আবদুলরহমান ঘারিবকে। রোনাল্ডো ম্যাচে আগের দুই গোলও করেছেন পেনাল্টি থেকে। পর্তুগিজ তারকার জোড়া গোলের ম্যাচে আল শাবাবকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। অন্য দুটি গোল করেছেন সুলতান আল ঘানাম ও সাদিও মানে। মানের গোলেও সহায়তা করেছেন রোনাল্ডো। সব মিলিয়ে ম্যাচটা ছিল রোনাল্ডোময়। গতকাল ম্যাচের ১২ মিনিটেই পেনাল্টি পায় রোনাল্ডোর দল। পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন প্রাক্তন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। কয়েক মিনিট পরই আবারও গোল পান তিনি। তবে আল নাসরের অধিনায়কের হেডে করা গোল ফাউলের কারণে বাতিল হয়, যা নিয়ে তীব্র অসন্তুষ্ট ছিলেন রোনাল্ডো। যদিও গোলের জন্য খুব বেশিক্ষণ আর অপেক্ষা করতে হয়নি তাঁর। ৩৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আবারও গোল করেন তিনি। এর ২ মিনিট পর গোল করান প্রাক্তন বায়ার্ন মিউনিখ তারকা মানেকে দিয়ে। আল ঘানাম ম্যাচের চতুর্থ গোল করেন ৭৯ মিনিটে। রোনাল্ডোর হেড পোস্টে লেগে ফিরে সৌদি আরবের এই ফুটবলারের সামনে এলে তিনি সেই সুযোগ কাজে লাগান। তবে রোনাল্ডো পেনাল্টি নেওয়ার দায়িত্বটা যাকে দিয়েছিলেন, সেই ঘারিব অবশ্য গোল করতে পারেননি। এমন জয়ে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত রোনাল্ডো। ইনস্টাগ্রামে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, 'কী দুর্দান্ত স্টেডিয়ামের পরিবেশ। সমর্থকদের সঙ্গে জয় উদযাপন করে ভালো লাগছে। দল দারুণ খেলেছে।' লিগ প্রথম দুই ম্যাচে হারা আল নাসর নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে আল ফাতেহর বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে ম্যাচে রোনাল্ডো করেছিলেন হ্যাটট্রিক। সব মিলিয়ে লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন রোনাল্ডো (৫)। সবচেয়ে বেশি 'অ্যাসিস্ট' তাঁর (২)। লিগে আরেক ম্যাচে আল তাইকে ২-০ গোলে হারিয়েছে আল আহলি। গোল করেছেন ম্যানচেস্টার সিটির সাবেক তারকা রিয়াদ মাহরেজ ও বার্সেলোনার প্রাক্তন ফুটবলার ফ্র্যাঙ্ক কেসি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501